প্রথম প্রকাশ । ১৯৫৯

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
বামাপদ চৌধুরী
বি. বি. চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানী
৭৩এ আমহার্স্ট রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী

সূচীপত্র

ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা ... ৫

বাংলা অনুবাদকের কথা ... ৭

ইংরেজি অনুবাদকের ভূমিকা ... ৯

পরিচিতি ... ১৭

দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহাজাদা সুলতান মহম্মদ মুয়য্যম শাহ আলম বাহাদুরের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৯

শাহাজাদা মহম্মদ আ'যম শাহ বাহাদুরের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ২৯

কাম বখ্শের উদ্দেশে লিখিত পত্র ... ৯৬

শাহাজাদা মুহম্মদ ম'য়াযউদ্দিন বাহাদুরের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ৯৯

শাহাজাদা মুহম্মদ বেদার বখতের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১০১

মহম্মদ আযিমউদ্দিন বাহাদুরের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১০৮

আকবরাবাদ-এর সুবাদার আমিরুল-ওমরাহ্ শায়েস্তা খানের উদ্দেশে লিখিত পত্র ... ১১১

উমদাতুল-মুল্ক (সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ), মদারুল-মহাম (রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির প্রাণকেন্দ্র), (অর্থাৎ) আসাদ খান-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১১৫

গাযি-উদ্দিন খান বাহাদুর ফিরুয জঙ্গ-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৭৪

যুলফিককার খান বাহাদুর নসরৎ জঙ্গ-এর
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৭৭

দ্বিতীয় বখ্‌শি মির্যা সদরউদ্দিন মুহম্মদ খান সর্ফারির
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৮৪

রাজধানী শাজাহানাবাদের দুর্গরক্ষক ও সুবাদার আ'কেল
খান-এর উদ্দেশে লিখিত পত্র ... ১৮৬

হামিদ-উদ্দিন খান বাহাদুর-এর
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৮৭

এনায়েতুল্লাহ্‌ খান-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৮৯

আসাদ খান-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৯৪

আবদুল কাশেম খানের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী ... ১৯৮

শাহাজাদা আ'যম কর্তৃক আফযল খানের নিকট প্রেরিত
একটি ফরমানের কপি ... ২০০

আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী

রুক্‌আতে আলমগিরি

বা

আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী

পরিচিতি[১]

পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌তায়ালার নামে।

যাঁর সাম্রাজ্য পতন ও ধ্বংস থেকে মুক্ত, প্রথমে সেই রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা[২] করছি। তারপর বিশ্বের আশ্রয় [মুসলমানদের ধর্মপ্রবর্তক মুহম্মদ (দঃ)], যাঁর আনুগত্যের কুণ্ডল সমস্ত বিশ্ববিজয়ী, সিংহাসনের শোভাবর্ধনকারী ও শুভ লক্ষণযুক্ত রাজন্যবর্গের কর্ণযুগল অলংকৃত করে, তাঁর প্রশংসা করছি। গুণাগুণ বিচারে সক্ষম জ্ঞানী ব্যক্তিদের এবং বিচক্ষণ বাগ্মী লোকদের উন্নত মনে একথা অজ্ঞাত নয় যে, "রুক্‌আতে আলমগিরি" (আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী) কিংবা অন্যভাবে অভিহিত "কালেমাতে তৈয়্যেবাত" (চমৎকার বাণী) নামক এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষের ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আবুল মোযাফ্‌ফর মহিউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গ বাহাদুরের (আল্লাহ্‌ তাঁর সমাধিকে পবিত্র করুন) পবিত্র পত্রাবলীতে 'সার্বভৌম সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র' (সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী) এবং 'সুখী পুত্র' এই কথাগুলি জ্যেষ্ঠ শাহাজাদা সুলতান মহম্মদ মুয়য্‌যম, যিনি অন্যভাবে শাহ্‌ আলম বাহাদুর[৩] নামে পরিচিত, তাঁর বেলায় প্রযোজ্য ; কোনো কোনো পত্রে 'সুখী পুত্র' এই কথাটি সুলতান মহম্মদ আ'যম শাহ্‌ বাহাদুরের বেলায়ও প্রযোজ্য। 'শত্রুভাবাপন্ন ভাই' কথাটি সম্রাটের (আওরঙ্গজেবের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শেকোর বেলায় প্রযোজ্য। 'প্রিয় পৌত্র' এবং 'সাহসী পৌত্র' এ দুটি কথার দ্বারা যথাক্রমে শাহ আলম বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ ময়া'যউদ্দীন বাহাদুর এবং সুলতান মহম্মদ আ'যম শাহ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ বেদার বখ্‌ত বাহাদুরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পৌত্র' দ্বারা শাহ্‌ আলম বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আযিমউদ্দীন বাহাদুরকে বোঝানো হয়েছে। 'সাম্রাজ্যের স্তম্ভ', 'সমস্ত ব্যাপারের মূল কেন্দ্র' এবং 'সেই ত্যাগী' অর্থে তিনি আসাদ খানকে বুঝিয়েছেন, শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর যাঁকে শাহী দরবারের 'আমিরুল-উমরা[৪] (আমিরদের আমির) করা হয়েছিল। 'খান ফিরুয জঙ্গ' (বিজয়ী খান) কথাটির দ্বারা গাযিউদ্দীন খান বাহাদুর ফিরুয জঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। 'নসরৎ জঙ্গ' (যুদ্ধ বিজয়ী) বলা হয়েছে যুলফিকার খান বাহাদুর নসরৎ জঙ্গকে। 'মির্যা বখ্‌শি' (বখ্‌শি পদে নিযুক্ত আমির)

অর্থে মির্যা সদরুদ্দীন মুহম্মদ খান সর্ফাবিকে বুঝতে হবে। 'মীর আতেশ' (যুদ্ধাস্ত্র বিভাগের অধিনায়ক) কথাটি তরবিয়ত খানের বেলায় প্রযোজ্য। 'হামিদ' (প্রশংসার্হ) কথাটির দ্বারা হামিদউদ্দীন খান বাহাদুরকে বোঝানো হয়েছে।

১. এই পরিচিতি ফার্সী সংকলক এনায়েতুল্লাহ্ খানের লেখা।

২. পারসিকগণ সাধারণত আল্লাহ্ এবং তাঁদের ধর্মপ্রবর্তকের উচ্চ প্রশংসা সহ তাঁদের কার্যাবলী শুরু করেন।

৩. মুয়য্যম সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। সুলতান মুহম্মদ বাহাদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন; কিন্তু তিনি এই পত্রগুলি লেখার আগে ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। পত্রগুলি লেখার সময় মুহম্মদ বাহাদুর জীবিত ছিলেন না বলে মুয়য্যম স্বাভাবিকভাবেই জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে এই পত্রাবলীতে সম্বোধিত হয়েছেন। (দ্র. ৯১নং পত্র)।

৪. আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খান ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আসাদ খান 'আমিরুল-উমরা' উপাধিতে সম্মানিত হননি; পরে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে এ সম্মান দান করা হয়। 'আমিরুল উমরা' কথাটির অর্থ থেকেই বোঝা যায় যে এই উপাধিটি এক এক বারে মাত্র একজনের বেলাতেই প্রযোজ্য; কিন্তু পূর্বে (সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে) দেখা গেছে যে একই সময়ে কয়েকজন এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। যা হোক, পাদশাহনামায় আমিরুল-উমরা উপাধিটির ব্যবহার জীবিত আমির আলী মর্দান খানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বার্নিয়ার এই উপাধিটিকে 'হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানজনক উপাধি' বলে বর্ণনা করেছেন। (দ্র. ৯১নং পত্র)

দিল্লির সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহাজাদা সুলতান মহম্মদ মুয়ষ্‌যম, শাহ আলম বাহাদুরের[1] উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

১নং পত্র

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠ ও সুখী পুত্র মহম্মদ মুয়ষ্‌যম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। জান্নাতবাসী মহামান্য সম্রাটের (আওরঙ্গজেবের পিতা শাজাহানের) বলখ, বদখশান, খোরাসান এবং হিরাত প্রদেশগুলি পুনরায় জয় করার আকাংক্ষা ছিল প্রবল, যে প্রদেশগুলির ওপর এককালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা[2] আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি প্রায়ই মুরাদ বখশের[3] নেতৃত্বাধীনে সেখানে শাহী সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন। অধিকাংশ প্রদেশই মোগল সম্রাটের হস্তগত হয়েছিল ; কিন্তু অসহিষ্ণুতার জন্য সেই হতভাগা লোক (মুরাদ) সম্রাটের বিনা আহ্বানেই (রাজধানীতে) ফিরে আসে এবং এভাবে সে ঐ সকল প্রদেশস্থ জনসাধারণের ও আমিরদের আনুকূল্য হারায়। যে-সমস্ত রাজ্য জয় করে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেগুলি হস্তচ্যুত হয়ে গেছে এবং সে-কারণে অপরিমিত অর্থেরও অপচয় ঘটেছে। এ-কারণেই একথা বলা হয়ে থাকে যে "অকর্মণ্য পুত্রের চেয়ে কন্যাই উত্তম"। মনোযোগ সহকারে ইহা (এই চরণটি) শ্রবণ কর যে, "পিতা যদি কোনো কার্য সম্পন্ন করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার পুত্রকে অবশ্যই সে অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করতে হবে।" এই মরণশীল মানুষের (আওরঙ্গজেবের) একটা আকাংক্ষা আছে, যা এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সম্রাট শাজাহানের এই ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেন সম্রাটের কোনো পৌত্রকে বিরাট সেনাবাহিনী ও পর্যাপ্ত সমরোপকরণ সহ সে সব অঞ্চলে পাঠাই। আমি এর বেশী আর কি করতে পারি? তুমি যখন এখানে ছিলে আমি তোমাকে কান্দাহার দখল করার জন্য চাপ দিয়েছিলাম[4] ; কিন্তু তুমি তা দখল করনি। তাহলে অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে আর কি বলার আছে? আমি তোমাকে যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলাম, তুমি স্পষ্টতঃই সে দায়িত্ব পালন করনি। কেউ যদি কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে চায়, তার উচিত সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানা। আমার এই নশ্বর জীবন অস্তগামী সূর্যের মতোই পর্বতের চূড়ায় অবস্থান করছে। এই প্রদেশগুলি আমার অধিকারে আসুক বা না আসুক, তাতে

আমার কি আসে যায় ? কিন্তু এই পৃথিবীতে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিদেরকে এবং পরকালে পবিত্র মহান্ ও উন্নত আল্লাহ্‌কে কিভাবে তোমার মুখ দেখাবে ?

২নং পত্র[৫]

সুখী পুত্র মহম্মদ মুয়য্যম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। একজন নিরপেক্ষ লোকের বিবরণ থেকে অবগত হয়েছি যে তুমি এই বৎসর পারসিকদের[৬] প্রথানুযায়ী নওরোযের[৭] উৎসব পালন করেছ। আল্লার অনুগ্রহের দোহাই, তোমার ঈমানকে মজবুত রেখেও তুমি কার কাছ থেকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রথা গ্রহণ করেছ ? স্পষ্টতঃই তুমি সেই আরববাসী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছ, যিনি সৈয়দ[৮] উপাধিধারী বলে নিজেকে দাবি করে থাকেন ; অথচ তিনি হলেন (সৈয়দ বংশীয়) কয়েকজন ভালো লোকের অসন্তুষ্টির কারণ। যাই ঘটুক না কেন, ইহা মজুসিসদের[৯] উৎসব। বিধর্মী হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ইহা অভিশপ্ত বিক্রমজিতের[১০] রাজ্যাভিষেকের দিন এবং হিন্দু অব্দের আরম্ভ। এখন থেকে তুমি আর এই উৎসব পালন করো না এবং এরূপ বোকামির পুনরাবৃত্তি আর করো না। (চরণ) "আমি প্রায়ই তোমাদেরকে উপদেশ দান করি ; কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ আমার পুত্রদের কেউ সত্যানুসন্ধান করে না।" আমি যে সমস্ত পাপ কার্য করেছি তার প্রত্যেকটির ক্ষমার জন্য আমি আমার প্রভু আল্লার কাছে প্রার্থনা করি ; এবং আমি (অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁর দিকেই দৃষ্টি ফেরাই।

৩নং পত্র

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার চতুর্থ পুত্রকে[১১], যার জন্য তোমার সর্বাধিক স্নেহ রয়েছে বলে মনে হয়, অতিরিক্ত সম্মান দান করতে যে পত্র লিখেছ তা আমি পাঠ করেছি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বাদ দিয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এ ধরনের অনুগ্রহ দান করা অসম্ভব। (পুনশ্চ), ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তুমি তোমার পরিবারের প্রতি উদাসীন অথচ তোমার পুত্রের জন্য এতটুকু স্নেহ পোষণ করতে পেরেছ। যাহোক, (চরণ) "তুমি দীর্ঘজীবী হও, কারণ ইহা (সমস্ত পরিবারের পরিবর্তে কেবল কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও স্নেহ বিতরণের ব্যাপার) যথেষ্ট।" তোমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি তোমার এই অনুরোধ অন্য উপায়ে রক্ষা করব।

৪নং পত্র

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমি একথা অবগত হয়েছি যে তুমি সৈন্যদেরকে অবজ্ঞা করে উচ্চতর বেতনভোগী কর্মচারিদের প্রতি অধিকতর

মনোযোগী হয়েছ। এতে মনে হচ্ছে যে তুমি কান্দাহার[১২] যাওয়ার সংকল্প করছ। তোমার ওপর আল্লার অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। কিন্তু রাজধানী লাহোরে[১৩] তোমার প্রত্যাবর্তন করার অনুরোধ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আমি নাসির খানকে[১৪] পান-সাদিতে[১৫] নামিয়ে দিয়েছি এবং সেই হিন্দু পরিষদ-সদস্যকে (আমার) কাজ থেকে বরখাস্ত করেছি। (চরণ) "অন্য লোকেরা অন্যায়রূপে কাজ করে, কারণ আমরা তাদেরকে অত্যধিক অনুগ্রহ দেখাই।"

৫নং পত্র[১৬]

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, উপযুক্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তুমি ফতেহ্ আল্লাহ্ খানকে[১৭] অসন্তুষ্ট করেছ কেন? আমি যখন শাহজাদা ছিলাম তখন আমি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতাম যে তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হতেন এবং আমার সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে আমার খুবই প্রশংসা করতেন। কেবল তাই নয়, আমার শত্রুভাবাপন্ন ভায়ের[১৮] গুণ ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কেউ তাকে পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে যোগদান করেন।[১৯] আমার শত্রুভাবাপন্ন ভায়ের প্ররোচনায় যারা অন্যায় কাজ করেছে এবং আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছে তাঁদের ওপর থেকে আমি আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে তাঁরা আমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আমার সামরিক নৈপুণ্য ও বীরত্বের[২০] পরিচয় মহামান্য সম্রাটের (শাজাহান) মহান্ হৃদয় ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। এই দুর্বল পিপীলিকার[২১] বাহুবলে অনেক দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। তুমি ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের হৃদয় ভেঙে দিয়েছ, যে একজন সাহসী সৈনিক ও সর্ব কার্যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। (আমার পরে) গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সে তোমার সহায়ক হতে পারত।[২২] (চরণ) "যদি তুমি কোনো ব্যক্তিকে সহস্র মণিমুক্তা ও রত্ন দান কর এবং একই সময়ে তার মানসিক রত্ন (অর্থাৎ হৃদয়) ভেঙে দাও তাহলে তাতে কি লাভ হবে?" যা হবার তা হয়ে গেছে এবং তা অসমাপ্ত থাকতে পারে না। তার হৃদয় জয় করাই হবে তোমার পক্ষে উত্তম কাজ; এবং তোমার শাসন কার্যের শৃংখলা রক্ষার খাতিরে সেটাই হবে তোমার পক্ষে সুবিধাজনক।

(শ্লোক): "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আমার উপদেশ অবহেলা না করে তা পালন কর। একজন সদয় পরামর্শদাতার উপদেশ মেনে চলো।" যত শীঘ্র আমার কথা পালন করবে ততই তোমার মঙ্গল হবে। যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে চলে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

৬নং পত্র (১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ)

সুখী পুত্র মহম্মদ মুয়েযুযেম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। আমার এক প্রিয় বন্ধুর পত্র থেকে অবগত হতে পারলাম যে তুমি নাকি জাফরানি (হলুদ) রঙের শিরোপা মাথায় পরে এবং 'পক্বানি'[২৩] নামক লম্বা ও ঢিলা বহির্বাস গায়ে চাপিয়ে দরবারে হাজির হও। তোমার বয়স এখন ৪৬ বৎসর। চমৎকার ! তোমার এই (সাদা) দাড়ির সঙ্গে তুমি এই ধরনের রুচিহীন জমকালো পোশাক পরছ !

৭নং পত্র[২৪] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমি তোমার নিকট মুনা'য়েম খানকে[২৫] পাঠালাম, যাতে সে শীঘ্র তোমার নিকট আমার বার্তা পৌঁছাতে পারে। আমি আমার নিজের সম্পর্কে সচেতন নই। (আমি জানি না) আমি কে, আমি কোথায় যাব এবং আমার মতো পাপীর কি দশা ঘটবে ! এখন এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে এবং প্রত্যেকটি লোকের দায়িত্ব আল্লার তত্ত্বাবধানের ওপর ন্যস্ত করে যাব। (আমার মৃত্যুর পর) আমার প্রসিদ্ধ ও শুভ লক্ষণযুক্ত পুত্রগণ নিজেদের মধ্যে যেন ঝগড়ায় লিপ্ত না হয় এবং আল্লার বান্দা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হতে না দেয়।[২৬] হৃদয়ের পরিবর্তনকারী আল্লাহ্ জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর অনুগ্রহ বিতরণ করুন, যারা (এই পৃথিবীতে) তাঁর পবিত্র আমানত এবং বিস্ময়কর সৃষ্টি ; তিনি শাসকদের পথের আলোর সন্ধান দিন (অর্থাৎ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহ্ শাসকদের সাহায্য করুন)[২৭]

---

১. আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র, রাজপুত রাজকুমারীর গর্ভে ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। শিবাজীকে বন্দী করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক প্রেরিত হন, কিন্তু পরে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর তিনি ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি হায়দ্রাবাদ অধিকার করেন। পরে তিনি গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু এর শাসনকর্তা আবুল হাসানের সঙ্গে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এই ঘটনায় তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে কারারুদ্ধ করেন ; কিন্তু পাঁচ বৎসর পরেই তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাবুলের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি সম্রাটের একজন বাধ্যগত পুত্র ছিলেন এবং উদার প্রকৃতি ও দয়ালু ছিলেন। এই শাহাজাদার উদ্দেশে লিখিত সম্রাটের ৭টি পত্রের অধিকাংশই

১৭০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়; তখন শাহাজাদা কাবুলের ভাইসরয় ছিলেন। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহ্ আলম বাহাদুর এই উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে (প্রথম) বাহাদুর শাহ্ নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করেন। তিনি একজন জ্ঞানী ও যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর শাসনকাল অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবান্বিত হিসেবে পরিগণিত হতো। তাঁর শাসনামলে শিখদেরকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তাঁর রাজত্ব-কালেই দাক্ষিণাত্যের নিযাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিযাম-উল-মুল্‌কে এবং অযোধ্যার নবাব বংশের পূর্বপুরুষ সা'দৎ আলী খান প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

২. পারস্য এবং আফগানিস্তানের প্রদেশগুলি তৈমুর এবং বাবর কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। বলখে তখন যোরোয়াস্টার ধর্মের শৈশবাবস্থা এবং ইহা প্রাচীন পারস্যের কয়েকজন রাজার প্রধান রাজধানী ছিল। পদ্মরাগ-মণির খনির জন্য বদখশান পরিচিত। হিরাত হলো ভারতের দ্বার এবং ইহা পারসিকদের দ্বারা বহুবার অবরুদ্ধ হয়।

৩. আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বলখে আলি মর্দানকে সাহায্য করার জন্য যিনি সম্রাট শাজাহান কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন; ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি সম্রাটের অনুমতি না নিয়েই দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এর ফলস্বরূপে তিনি অপদস্থ হন। তিনি তাঁর ভাই আওরঙ্গজেব কর্তৃক পুনর্বহাল হন, যিনি পর্যাপ্ত ক্ষতিসহ পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার অসুস্থতার সময় তিনি তাঁর ভাই আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান করেন এবং পর পর রাজা যশোবন্ত সিংহ ও দারাকে পরাজিত করেন। পরে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ হন এবং ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই নিহত হন। নিম্নলিখিত ফার্সী কবিতা থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ পাওয়া যায়. "অয় ভয়! ব হর বহও কুশতন্দ" (হায়! তাঁকে ছল চাতুরির আশ্রয়ে হত্যা করা হয়েছিল)। তিনি খুব সাহসী ছিলেন, কিন্তু মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল খুবই প্রবল এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিতে ছিলেন বোকা। খাফি খানের ভাষায় তিনি ছিলেন এমন নির্বোধ, যিনি সহজেই প্রতারিত হতেন।

৪. আওরঙ্গজেব তাঁর পিতা কর্তৃক কান্দাহার দখলের জন্য প্রেরিত হন; কিন্তু কান্দাহার দখলে অসমর্থ হয়ে তিনি ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আওরঙ্গজেব কান্দাহার পুনর্দখলের জন্য ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করেন; কিন্তু এবারেও তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দেন। মহান্ আকবর পারসিকদের হাত থেকে বলপূর্বক কান্দাহার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। শাহ

আব্বাস সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এই শহর উদ্ধার করেন। আলি মর্দান খানের বিশ্বাসঘাতকতায় কান্দাহার সম্রাট শাজাহানের অধিকারে আসে। শাহ আব্বাসের পুত্র পুনরায় ইহা অবরোধ ও দখল করেন। পরে সম্রাট শাজাহান দু'বার আক্রমণ করেও এই শহর পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন।

"প্রাচীনকালের জ্ঞানী লোকেরা কাবুল ও কান্দাহারকে হিন্দুস্তানের যমজ দ্বার বলে মনে করতেন; এদের একটি দিয়ে তুর্কিস্তানে এবং অপরটি দিয়ে পারস্যে যাওয়া যেত। এই রাজপথগুলি ভারতের নিরাপত্তার জিম্মাদাররূপে এদেশকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করত এবং একইরূপে এগুলি ছিল বিদেশী পর্যটকদের প্রবেশপথ।" ('আইন-ই-আকবরি'; দ্র. ৪নং পত্র)

৫. এই পত্রটি আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মত্তার প্রমাণ দেয়।

৬. পারসিকরা ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, পরন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন কঠোর নিষ্ঠাবান সুন্নি।

৭. (ফার্সী ভাষায়) এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'নতুন দিন'। ইহা পারস্য দেশের একটি উৎসব; পারস্যের অন্যতম প্রাচীন রাজা জামশেদ কর্তৃক এই উৎসব প্রবর্তিত হয় এবং তাঁর সিংহাসনারোহণের দিনে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ এই দিনটিতে (২১শে মার্চ) সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করে। আধুনিক পারসিক ও আফগানরা অতিশয় জাঁকজমক ও গভীর আগ্রহের সহিত অদ্যাবধি এই দিনটিতে নওরোযের উৎসব পালন করে থাকে এবং এই দিনটিকে রাজনৈতিক বৎসরের সূচনা বলে গণ্য করে থাকে। ভারতবর্ষে সম্রাট আকবর কর্তৃক এই উৎসবের প্রচলন হয়; কিন্তু পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ধার্মিক' সম্রাট আওরঙ্গজেব এই উৎসব বন্ধ করে দেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আকবর কর্তৃক সৌর বৎসরের গণনা গৃহীত হয়; কিন্তু আওরঙ্গজেব তা রহিত করে দেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পুরনো চান্দ্র সালের প্রবর্তন করেন। ভারতবর্ষে এই উৎসব অদ্যাবধি বর্তমান পারসিক ও নিযাম বাহাদুরের প্রজাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। খাফি খান বলেছেন: "পারস্য দেশের অন্তর্গত কারমান প্রদেশের ও সুরাত বন্দরের মজুসিসরা নওরোয উৎসব পালন করে থাকে"। "সম্রাট আকবর অতীত যুগের চমৎকার রীতিনীতিগুলির অনুসন্ধান করতেন এবং অতীতকালের লোকদের কথা যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই তিনি যা গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন তা-ই গ্রহণ করতেন, যদিও সেজন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হতো। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ওপর পিতৃসুলভ দৃষ্টি রাখতেন এবং উপহার বিতরণের উপলক্ষ অনুসন্ধান করতেন। এইরূপে সম্রাট যখন জামশেদের ও পারসিক পুরোহিতদের উৎসবাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হন, তখনই তিনি সেগুলি এদেশে প্রবর্তন করেন এবং সেগুলি উপহার অর্পণের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সূর্য যেদিন তার দীপ্তি নিয়ে

মেষরাশিতে বিচরণ করে, সেইদিন এই নওরোযের পর্ব শুরু হয় এবং পার্সী মাস ফরোয়ারদিনের উনিশ তারিখ পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হয়। এই সময়কালের দু'টি দিনের উৎসবকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে, যখন অনেক অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র উপহার হিসেবে প্রদত্ত হয়। এ দু'টি দিন হলো ফরোয়ারদিন মাসের প্রথম দিন এবং উৎসবের শেষের দিন অর্থাৎ উনিশ তারিখ, যাকে শরফের সময় বলা হয়।" ('আইন-ই-আকবরি')

৮. হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর বংশধর।

৯. প্রাচীন পারসিকেরা ও ভারতের বর্তমান পারসিকদের পূর্বপুরুষেরা আরবদের দ্বারা Magis নামে পরিচিত হতো। ইহা আবেস্তীয় 'Mazdanians'-এর আরবী ভাষার বিকৃত রূপ বলে কথিত, যারা 'Mazda'-য় (জ্ঞানী আল্লাহ্) বিশ্বাস করে। ইংরেজি 'magic', 'magician' ইত্যাদি শব্দ এ-শব্দ থেকেই ব্যুৎপন্ন।

১০. মালোয়ার অন্ধ্র রাজবংশের একজন হিন্দু যুবরাজ অজেয় বিক্রম উজ্জয়িনী শাসন করতেন। তিনি ছিলেন মানব-হিতৈষী, জনপ্রিয় ও কৃষ্টি-সম্পন্ন শাসক এবং সাহিত্যের একজন মহান্ পৃষ্ঠপোষক। শকুন্তলার রচয়িতা কালিদাস তাঁরই রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। বিক্রম কহরোরের যুদ্ধে সাইথিয়ানদের পরাজিত করেন এবং একটি হিন্দু সালের (খ্রীস্টপূর্ব ৫৬ অব্দ) প্রবর্তন করেন, যা উত্তর ভারতে এখনও প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যে যে অব্দ প্রচলিত, তাকে শালিবাহন শকাব্দ (৭৮ খ্রীস্টাব্দ) বলা হয়; দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজা শালিবাহনের নামানুসারে এই অব্দের নামকরণ হয়। বিক্রম নামধারী অনেক রাজাই এদেশে রাজত্ব করেছেন।

১১. রফি-উল-কদর বা রফি-উশ-শান, ১৬৭১ খ্রীস্টাব্দে জন্ম।

১২. দ্র. ১নং পত্র।

১৩. পাঞ্জাবের সর্ববৃহৎ সহর।

১৪. আবু নাসির খান আওরঙ্গজেবের একজন উচ্চপদস্থ আমির ছিলেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার জাজনগরের মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি কাশ্মীরের সুবাদার ছিলেন। তারপর ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে লাহোরের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। দ্র. ১০৯নং পত্র।

১৫. মোগল সম্রাট কর্তৃক পাঁচশত অশ্বারোহী সেনার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী সেনানায়ককে প্রদত্ত উপাধি, যাকে 'মনসবদার' বলা হতো। যখন কোনো সেনাপতি তাঁর প্রভুর অসন্তুষ্টির কারণ হতেন, তখন তাঁকে উচ্চপদ থেকে নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়া হতো। (দ্র. ১৬নং পত্র।)

১৬. এই পত্রটি আওরঙ্গজেবের আত্মপ্রশংসার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

১৭. আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর একজন অসমসাহসিক তুরান সৈনিক।

ঐতিহাসিক খাফি খান বলেছেন যে, সাহসের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না এবং তাঁকে 'যুদ্ধক্ষেত্রের সিংহ' বলে অভিহিত করেছেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন এবং ছত্তর অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'বাহাদুর' উপাধি দান করা হয়। সেই বৎসরই তিনি চন্দনমন্দন দুর্গ অধিকারের জন্য বাহরেমন্দ খানের সঙ্গে প্রেরিত হন। অল্প-কালের মধ্যেই এই দুর্গ শাহী সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি খেলনা অবরোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। খেলনা অধিকারের পর (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে) তাঁকে 'আলমগিরি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়, কারণ তিনি দুর্গ অধিকারের সময় অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। সেই বৎসরই তিনি কাবুলে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত হন, যেখানে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে মুয়য্যমের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু শাহাজাদার সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তিনি পাঞ্জাবেই অবস্থান করতে থাকেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহাজাদা তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু খান তাঁকে সাহায্য করতে পারেননি। (দ্র. ১০৪নং পত্র।) সেনানায়কদের ওপর আওরঙ্গজেবের বিশ্বাস ও আস্থার কথাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়।

১৮. অর্থাৎ বুলন্দ ইকবাল দারা শোকাহ্ আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহার অবরোধে ব্যর্থ হন। (১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর পিতার অসুস্থতার সময় তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি তাঁর পুত্র সুলেমানের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বেনারসের নিকট তাঁর ভাই সুজাকে পরাজিত করেন। সবকিছু তাঁর অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও সামান্য ভুলের জন্য তিনি ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে চম্বলের নিকটবর্তী ফতেহাবাদে (সমুগড়ে) মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের মিলিত সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। ভুলটি হলো এই যে বিশ্বাসঘাতক খলিলুল্লার অনুরোধে তিনি হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নিম্নে অবতরণ করেছিলেন। তারপর তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হন। আহমেদাবাদের নিকটবর্তী গুজরাটের দিকে পলায়নের সময় ফরাসী পর্যটক ও আওরঙ্গজেবের চিকিৎসক বার্নিয়ার দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান এবং তাঁর সঙ্গে তিনদিন অবস্থান করেন। অবশেষে সিন্ধুর জান রাজ্যের দুরাত্মা যুবরাজ মালিক জীবনের গৃহে অতিথি হিসেবে অবস্থান কালে তীনি আশ্রয়দাতার বিশ্বাস-ঘাতকতায় আওরঙ্গজেবের নিকট বন্দী অবস্থায় অর্পিত হন। আদালতের কৃত্রিম বিচারের পর আওরঙ্গজেব ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তিনি ছিলেন মহামতি আকবরের মতো স্বাধীন চিন্তাবিদ ও উদার মতাবলম্বী। তিনি যদি সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হতেন তাহলে নিজেকে দ্বিতীয় আকবর হিসেবে প্রমাণ করতে পারতেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে

ভিন্ন পথে মোড় নিত। তিনি ছিলেন শিষ্টাচারসম্পন্ন ও অতি মাত্রায় উদার; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অহঙ্কারী। তাঁর মনে কাব্যিক ও দার্শনিক প্রবণতা ছিল; তাঁর কাব্যিক নাম ছিল 'কাদিরি'। তিনি বেদের, বিশেষ করে অথর্ববেদের দার্শনিক সংযোজন সংস্কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ করান। আওরঙ্গজেব এই পত্রগুলির প্রতিটি স্থানে তাঁকে 'শত্রুভাবাপন্ন ভাই' বলে অভিহিত করেছেন; কারণ তিনি দারার শক্তিমত্তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং দারা স্বাধীন চিন্তাবিদ ও শিয়াহ্ বলে আওরঙ্গজেব তাঁকে পছন্দ করতেন না। খাফি খান তাঁকে 'হতভাগা' বলে অভিহিত করেছেন। সুলেমান শেকোহ্ ও সিফার শেকোহ্ নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। আওরঙ্গজেব তাঁদের উভয়কেই আজীবন কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

১৯. সমুগড়ে দারার পরাজয়ের পর রাজা যশোবন্ত সিংহ, রাজা জয়সিংহ, শায়েস্তা খান প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনেকেই দারাকে পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন।

২০. আওরঙ্গজেব যখন শাহাজাদা ছিলেন তখন তিনি বলখ ও কান্দাহারে তাঁর সাহস ও সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, যদিও তিনি পেছনে হটতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২১. অর্থাৎ আওরঙ্গজেব নিজে। এখানে আওরঙ্গজেব তাঁর বিনয়ী স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছেন বলে মনে হয়।

২২. ফতেহ্ আল্লাহ্ খান আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহাজাদাকে তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেননি।

২৩. এক ধরনের রেশমি পোশাক (একটি হিন্দুস্তানী শব্দ)।

২৪. দাক্ষিণাত্যের আহমেদনগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর দুই বা তিন বৎসর পূর্বে এই পত্র লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। দ্র. ৭২নং ও ৭৩নং পত্র। পুনশ্চ দ্র. ২০নং, ৪৪নং ও ১১৭নং পত্র। এলফিনস্টোন তাঁর ইতিহাসে এই পত্রের উল্লেখ করেননি।

২৫. আওরঙ্গজেবের দরবারের একজন আমির। তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে খেলনা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। সেই বৎসরই তাঁকে লাহোরের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাবুলে শাহাজাদা মুয়য্যমের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি শাহাজাদাকে সিংহাসন লাভের ব্যাপারে সাহায্য করেন। সিংহাসনারোহণের পর ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে শাহাজাদা তাঁকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন এবং খান খানান উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। তিনি ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন একজন সুফী এবং 'আল হামিয়া' নামে একটি পুস্তকের রচয়িতা। ঐতিহাসিক খাফি খান তাঁকে 'একজন অত্যন্ত যোগ্য কর্মী' বলে অভিহিত করেছেন।

২৬. আওরঙ্গজেবের পুত্রদের কর্তৃক সম্রাটের এই উপদেশ প্রতিপালিত হয়নি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য নিয়ে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেঁধেছিল তাতেই সে কথা প্রমাণিত হয়।

২৭. এ কথায় প্রমাণিত হয় যে আওরঙ্গজেব তাঁর প্রজাদের যথেষ্ট ভালোবাসতেন এবং মনে প্রাণে তাদের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। খাফি খানের ইতিহাসে উদ্ধৃত সম্রাট শাজাহানের নিকট লেখা একটি পত্রে আওরঙ্গজেব বলেছেন: "সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ, নিজের বাসনাকামনার চরিতার্থতা বা লাম্পট্য নয়।" ফরাসী চিকিৎসক বার্নিয়ার আওরঙ্গজেবের দরবারে আট বৎসর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। বন্দী পিতার নিকট লেখা আওরঙ্গজেবের একটি পত্র থেকে এ লাইনটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন: "তিনি যথার্থই একজন মহান্ সম্রাট, যাঁর সারা জীবনের প্রধান কর্তব্য হলো ন্যায়-পরায়ণতার সহিত প্রজাদের শাসন করা।" বার্নিয়ার পুনরায় উল্লেখ করেছেন: "আমি (আওরঙ্গজেব) নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য বেঁচে থাকতে এবং পরিশ্রম করতে আল্লাহ্ কর্তৃক এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।" তিনি আবার বলেছেন: "একজন শাসনকর্তার ওপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে তা হলো কষ্ট ও বিপদের সময় তাঁর জীবনের ঝুঁকি লওয়া এবং তাঁর তত্ত্বাবধানের আওতাভুক্ত জনসাধারণের হেফাজতে প্রয়োজনবোধে তলোয়ার হাতে মৃত্যুকে বরণ করা।"

শাহাজাদা মহম্মদ আ'যম শাহ বাহাদুরের[১] উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

৮নং পত্র

উন্নত পুত্র, তুমি এবার আমার নিকট বিশেষ ঢঙের গতিবিশিষ্ট যে অশ্বটি[২] পাঠিয়েছ, আমি সেটার ওপর চড়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। বৃদ্ধ পিতার জন্য সৌভাগ্যশালী পুত্র যে সহানুভূতি উপলব্ধি করেছে, অশ্বটি আমাকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আনন্দের আতিশয্যে আমি এর নামকরণ করেছি 'খুশ খরাম' (চটপটে গতিবিশিষ্ট)। যেহেতু তুমি প্রতিটি জিনিসের জন্য উপযুক্ত নাম খুঁজে বের করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, আমি আশা করি আমার প্রিয় অশ্বগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটা করে উপযুক্ত নাম ঠিক করবে এবং তারপর আমার নিকট এ সম্পর্কে পত্র লিখবে। গায়ের রঙ ও জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাসহ এ অশ্বগুলির একটি তালিকা প্রধান সহিস (শীঘ্রই) তোমার নিকট পাঠিয়ে দেবে।

৯নং পত্র

উন্নত পুত্র, তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে আমের[৩] ডালি[৪] পাঠিয়েছ, তাতে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। এই অচেনা আমগুলির নামকরণ করার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ। তুমি যখন নিজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত, তখন কেন তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিচ্ছ? যাহোক, আমগুলির নাম রাখলাম 'সুধারস' এবং 'রসনা-বিলাস'[৫]।

১০নং পত্র

উন্নত পুত্র, শীতের সময় আমি তোমার 'খিচুড়ি'[৬] এবং 'বিরিয়ানির'[৭] স্বাদ ও গন্ধের কথা স্মরণ করি। সত্য কথা বলতে কি ইসলাম খান যে 'কাবুলী'[৮] রান্না করে, তোমার খিচুড়ি এবং বিরিয়ানি স্বাদে ও গন্ধে তাকেও হার মানায়। তোমার বিরিয়ানির বাবুর্চি সোলেমানকে তোমার কাছ থেকে এনে আমার কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি তাকে আমার বাবুর্চিগিরি করার জন্য অনুমতি দাওনি। যদি তুমি রন্ধনশিল্পে নিপুণ তার কোনো শিষ্যকে খুঁজে বের করতে পার, তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিও। যাহোক, যখন তুমি এসে নিজে খাও এবং অন্যদেরকে খাওয়াও, তখনকার দিনগুলি কতই না সুখের মনে হয়।

(শ্লোক): "সেইদিন আর সেই সময়গুলি দেয় সুখের সন্ধান
যখন এক বন্ধু ভোগ করে (অপর বন্ধুর) সঙ্গসুখ।"[৯]
"যদিও কৃষ্ণতার সঙ্গে আমার চুলের ঘটেছে চির-বিচ্ছেদ
(তথাপি) খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাকে করেনি পরিত্যাগ
সম্পূর্ণরূপে।
আমার মুখের সঙ্গে এর সম্পর্ক অটুট রয়েছে আজিও।"

(অর্থাৎ, যদিও আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তথাপি আমি এখন পর্যন্ত আমার রসনাকে তৃপ্ত করার পূর্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করিনি)।[১০]

১১নং পত্র (১৬৯২ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, আমার পৌত্র বাহাদুর[১১] সাহসী হয়েছে এবং দিন দিন তার সৌভাগ্যের উন্নতি হচ্ছে বলে আল্লার প্রশংসা করছি। তোমার পুত্র বাহাদুরকে[১২] শিক্ষিত করে তুলতে অবহেলা করো না। যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে মলোয়া[১৩] প্রদেশে সেনাপতির[১৪] ওপর বিজয়লাভে সমর্থ হবে এবং (তারপর) জাঠদেরকে[১৫] শায়েস্তা করবে। আমি এই মর্মে একটি ফরমান জারি করেছি যে মহান্ রাজপুত যুবরাজ রাজা বসন সিং কচোয়া[১৬] তার সঙ্গে যোগদান করবে এবং আকবরাবাদের[১৭] দুর্গরক্ষক তাকে গোলাবারুদ[১৮] ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করবে। তুমি নর্বদা[১৯] নদীর মোহনার দিকে যাবে এবং তারপর (তোমার পুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য) ডানদিকের পথ ধরে ইসলামাবাদে (যা মথুরা[২০] নামে পরিচিত) পৌঁছবে।

১২নং পত্র[২১]

সৌভাগ্যশালী পুত্র, সর্বাধিক মর্যাদাশালী মহামান্য সম্রাট[২২] বলতেন "মৃগয়া হলো অলস লোকের কাজ। পার্থিব ব্যাপারে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়া এবং ধর্মীয় বিষয়গুলি অবজ্ঞা করে চলা খুবই নিন্দনীয়। কারণ এই পৃথিবী হলো ক্ষেত্রস্বরূপ, যার সঙ্গে পরলোকের সম্পর্ক রয়েছে (অর্থাৎ, যেমন কর্ম তেমন ফল)"। মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি খুব প্রফুল্লতার সহিত ভোর ৪টার সময়[২৩] ঘুম থেকে উঠতেন। তারপর তিনি 'আবশারে তৌফিক'[২৪]-এ ওজু সমাধা করে দৈনন্দিন উপাসনার অংশবিশেষে নিজেকে নিয়োজিত করতেন। সূর্যোদয়ের আগেই 'মুয়াজ্জিন'[২৫]-এর আজানের পর তিনি আলেমদের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। তারপর তিনি 'ঝরোকায়ে দর্শন'[২৬]-এ যেতেন এবং তাঁর শুভ-লক্ষণযুক্ত মুখের পবিত্র দর্শন দানে দর্শনপ্রার্থীদেরকে[২৭] প্রসন্ন করতেন। প্রায় ১০ ঘটিকার সময় তিনি জনসাধারণকে সাক্ষাৎদানের উদ্দেশ্যে 'দেওয়ান-ই-আম'[২৮]-এ যেতেন। এই

পরিষদে সমস্ত কর্মচারী অবনতমস্তকে বাদশাহকে অভিবাদন করতেন। মন্ত্রী ও দেওয়ানগণ সম্রাটের নিকট শাহী কর্মচারীদের কাজকর্মের বিলিব্যবস্থা, তাদের সংকাজের তথ্যাবলী এবং সরকারী কাজের পরিদর্শক, পুলিশ বিভাগের কর্মচারী, তত্ত্বাবধারক ও জেলা কর্মচারীদের রাজানুগত্য সম্পর্কে সম্রাটকে অবগত করাতেন; প্রত্যেকের দাবিদাওয়া পূরণ করতেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন। শাহী অশ্বপাল ও হস্তিপালের নিয়মিত তত্ত্বাবধানের পর বেলা ১১টার সময় তিনি 'দেওয়ান-ই-খাস'[২৯] আলোকিত করতেন (অর্থাৎ সেখানে যেতেন)। এই দরবারে সচিবগণ নবনিযুক্ত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্রাটের গোচরীভূত করতেন এবং তাঁর নিকট হতে (তাদের সম্পর্কে) চূড়ান্ত আদেশ গ্রহণ করতেন। (তাছাড়া) তাঁরা সম্রাটের নিকট প্রত্যেকটি প্রদেশে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে সম্রাটের আদেশ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করতেন। এই সমস্ত রাজকার্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলত। এরপর তিনি তাঁর বিশেষ খাদ্যগ্রহণের দিকে মনোনিবেশ করতেন, যা বিশেষ সতর্কতার সহিত স্বতন্ত্রভাবে স্বাস্থ্যের উপযোগী করে প্রস্তুত হতো। এবাদতের জন্য যতটুকু দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, দেহকে ততটুকু শক্তিশালী রাখার জন্য এবং দেহে প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা অপরিহার্য, (প্রজাদের) স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্রাট কেবল সে পরিমাণ খাদ্যই দ্বিপ্রহরে গ্রহণ করতেন। তারপর যাদেরকে তিনি ভরণপোষণ করতেন এবং যাদেরকে তিনি প্রত্যহ খাদ্য দান করতেন তাদের খাওয়াপরার খবরাখবর নিতেন। তাদের অধিকাংশই ছিল জ্ঞানান্বেষী শিক্ষাবিদ্ ও গুণী, নিঃস্ব ও দরিদ্র, এতিম সহায়-সম্বলহীন এবং রুগ্ন ব্যক্তি। সম্রাট নিজে কিমিয়া-সদৃশ দৃষ্টিতে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তারপর তিনি তাঁর বিশেষ শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেন; সেখানে তিনি কিছুক্ষণের জন্য (প্রায় ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে) সজাগ মন নিয়ে নিদ্রা যেতেন। বেলা ২টার সময় তিনি শয়নকক্ষ থেকে বের হতেন এবং ওজু সমাধা করে কোরান তেলাওয়াতে নিযুক্ত হতেন। জোহরের নামাজের পর তিনি তসবি হাতে আল্লার পবিত্র নাম জপ করতে করতে 'আসাদ-বুর্জ'[৩০]-এ আগমন করতেন এবং সেখানে আসন গ্রহণ করতেন। সেখানে প্রধান উযিরগণ তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচ্য বিষয়গুলি তাঁর নিকট পেশ করতেন এবং তাঁর স্বাক্ষরের জন্য দরখাস্তগুলি তাঁর সম্মুখে ধরতেন। বিকেল ৪টার সময় তিনি 'দেওয়ান-ই-আম'-এ ফিরে যেতেন। এই সময়ে শাহী রেজিস্ট্রার ও একান্ত সচিবগণ মহামান্য সম্রাটের সম্মুখে (রাজকার্যে) সদ্য নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে ও 'জায়গির' প্রার্থীদেরকে উপস্থাপিত করতেন। সম্রাট অতি সতর্কতার সহিত তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও বংশগত গুণাবলী, ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার অনুসন্ধান করতেন; তারপর তিনি সদ্য

নিয়োজিত কর্মচারীদের পদ নির্দিষ্ট করে দিতে এবং 'জায়গির'[৩১] হিসেবে দেয় অর্থাদির পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে আদেশ দান করতেন। সূর্যাস্তের পর 'দেওয়ান-ই-আম' থেকে বের হয়ে মাগরেবের নামাজ পড়তেন এবং (তারপর) তিনি তাঁর বিশিষ্ট বে-সরকারী কক্ষে প্রবেশ করতেন। সেখানে মধুরভাষী ঐতিহাসিক, বাগ্মিতার অধিকারী গল্প-কথক, সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী গায়ক এবং অসংখ্য পর্যটক উপস্থিত থাকত। শাহী পরিবারের রমণীগণ পর্দার আড়ালে এবং পুরুষেরা পর্দার সম্মুখে আসন গ্রহণ করতেন। সর্বোত্তম উদার ও মহৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট সম্রাটের আদেশানুসারে তাদের প্রত্যেকে প্রাচীনকালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও রাজাদের কাহিনী বর্ণনা করত এবং বিভিন্ন দেশের বিস্ময়কর বস্তু বা ঘটনা ও ধ্বংসাবশেষের কথা বলত। সংক্ষেপে বলতে গেলে মহামান্য সম্রাট মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এভাবেই দিন ও রাত্রির ঘণ্টাগুলি অতিবাহিত করতেন এবং (এভাবে) তাঁর জীবন ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে গেছেন (অর্থাৎ এভাবে তিনি সময় কাটিয়ে গেছেন)। (আমার) পুত্রদের ওপর (আমার) পিতৃসুলভ স্নেহ হৃদয় থেকে উৎসারিত (অর্থাৎ খাঁটি ও অকপট), কলম থেকে নির্গত নয় (অর্থাৎ কপট নয়) বলে আমি (আমার) প্রিয় পুত্রকে যা কল্যাণকর ও মূল্যবান বলে মনে করি তাই লিখতে ও জানাতে বাধ্য হই। এ সময়ে আমার মনে যেসব কথার উদয় হয়েছে আমি তা-ই লিখলাম। আমাকে ক্ষমা করো।

১৩নং পত্র

উন্নতমনা পুত্র মহম্মদ আ'যম আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। মনে হচ্ছে তুমি খুব দ্রুত অশ্ব চালাও। এত দ্রুত (অশ্ব চালনা করেছিলে) যে সৈয়দ নামে তোমার চাঁদোয়া বাহক ভূমির ওপর পড়ে যায় এবং (শীঘ্রই) তার মৃত্যু ঘটে। তুমি যখন এখানে আমার নিকটে ছিলে, তখন তোমাকে উদাসীন ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। আমি কিভাবে অশ্বারোহণ করি তা তুমি দেখেছ। তাহলে কেন তুমি আমাকে অনুসরণ না করে বেপরোয়াভাবে অশ্ব-চালনা করলে? (চরণ) 'আস্তে আস্তে ও মন্থরগতিতে অশ্বচালনা করো, কিন্তু আত্মম্ভরিতার সহিত ও দ্রুতগতিতে নয়: কারণ হাজার হাজার লোকের মৃতদেহ তোমার পায়ের তলায় মাটিতে সমাহিত আছে।'

১৪নং পত্র[৩২]

সৌভাগ্যশালী পুত্র মহম্মদ আ'যম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। সর্বাপেক্ষা নির্বোধ আফজলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি চাকলাকুরার অত্যাচারী হাসান বেগকে বরখাস্ত করনি। সেখানকার অত্যাচারিত লোকেরা দুঃখ প্রকাশ করছে, বিলাপ করছে এবং তারা খুবই দুর্দশায় পড়েছে। তারা

বলে : (চরণ) "যদি আপনি আমাদের ওপর সুবিচার না করেন, তাহলে আমাদের সুবিচারের জন্য মহাবিচারের দিন (মহাপ্রলয়ের দিন) রয়েছে (অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের অবস্থার বিচার করবেন)।" প্রকৃত বিবরণরক্ষকগণ[৩৩] তোমার ও আমার অধীনস্থ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ক্ষতিপূরণের জন্য (অত্যাচারী হাসান বেগ কৃত) এ সমস্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত হও এবং সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা তদন্ত করে দেখ। নতুবা তোমার হাত থেকে 'জায়গির' ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তুমি কিছুই পাবে না।

১৫নং পত্র[৩৪]

উন্নত পুত্র, আমি অবগত হয়েছি যে তোমার একান্ত সচিব মুস্তফা কুলি বেগ তোমার কাজ-কর্ম যত্নসহকারে করে থাকে। ইহাই যথেষ্ট। তাকে অতিরিক্ত পদ দান করার জন্য এবং তাকে 'খান' উপাধিতে ভূষিত করার জন্য তুমি যদি আমাকে লেখ, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তা মঞ্জুর করে তাকে অনুগৃহীত করব। একজন সৎলোক হলো খাঁটি স্বর্ণের তুল্য।

(শ্লোক): "পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাদের নির্যাস (অর্থাৎ, সাধুতা) খুব কদাচিৎ পাওয়া যায় (অর্থাৎ, এই পৃথিবীতে অসংখ্য লোক রয়েছে, কিন্তু সৎলোক খুবই কম)।" একদা পরলোকগত সা'দ আল্লাহ্ খান[৩৫] এবাদৎ শেষ করে (আল্লাহ্র কাছ থেকে) করুণা লাভের জন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাত তুলে মুনাজাত করছিলেন। একজন উদ্ধত সভাসদ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার আকাঙ্ক্ষা কি?" তিনি জবাব দিলেন, "সৎলোক হওয়ার জন্য (আমি প্রার্থনা করছি)।" যথার্থই তিনি (খুব) উত্তম জবাব দিয়েছিলেন। যদিও প্রতিটি লোকের ওপর মহান্ আল্লাহ্র দেয়া সাধুতা ও অকপটতার গুণ (জন্মাবধি তার মধ্যে থাকা) স্বাভাবিক, তথাপি তার মনিবের কাছ থেকে উৎসাহ ও পুরস্কার লাভের প্রয়োজন হয়, যাতে সেই কর্মচারী সচ্ছল অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে এবং তার অবস্থার অনুপাতে তার জীবিকাসংক্রান্ত যে কোনো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে; ফলে সাংসারিক অভাব অনটন তার ঈমানকে কলুষিত করবে না। (চরণ) "কেন না একজন সুখী ও পরিতুষ্ট কর্মচারী বেশী কাজ করে।"

১৬নং পত্র

উন্নত পুত্র, নসরৎ জঙ্গকে[৩৬] 'মাহে-মরাতেব'[৩৭] খেতাব দানের জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ। যদিও 'শেশ-হাজারি'-র[৩৮] নিম্নপদস্থ সেনানায়ককে এই খেতাব দান করার নিয়ম নেই, তথাপি আমি তাকে এই খেতাবে ভূষিত করছি

এইজন্য যে সে তোমার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কাজ সম্পন্ন করেছে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। সে একটি 'মাহে-মরাতেব' খেতাব লাভ করবে, যা (এখানে) প্রবর্তিত হয়েছে এবং অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন এই মহান দানের জন্য সে (আমাদেরকে) ধন্যবাদ দেবে।

১৭নং পত্র

উন্নত পুত্র, তোমার সেনাবাহিনীর অধিকারভুক্ত সুবাগুলির তত্ত্বাবধায়ক মির খান[৩৯] সাক্কা জেলা শাসন করতে অসম্মতি জানাচ্ছে এবং এই জেলার পরিবর্তে আরেকটি জেলা দাবি করেছে। আমাদের খুব স্বল্প পরিমাণ অর্থ আছে অথচ এর দাবিদার রয়েছে অনেক (অর্থাৎ আমাদের মাত্র গুটিকয়েক সুবা আছে এবং বহু লোক সেগুলি দাবি করছে)। হাড়মাংস সমানভাবে বিতরণ করা উচিত। 'সাক্কা'র মতো আরেকটি জেলা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সাক্কা জেলা থেকে যে পরিমাণ অর্থ আয় হয় এবং সে এই জেলার পরিবর্তে যে জেলা দাবি করছে সেই জেলার আয়ের পরিমাণ —এই উভয় পরিমাণের পার্থক্য দেখানোর জন্য তুমি তার কাছে পত্র লিখবে; এবং আমি তাকে নগদ টাকা দিয়ে সেই পার্থক্য পূরণ করে দেবো।

১৮নং পত্র (১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

সুখী পুত্র মহম্মদ আ'যম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। আমি মালোয়া[৪০] প্রদেশের ঘটনাবলী (যা ঘটেছে) থেকে জানতে পেরেছি যে অতিরিক্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের বশবর্তী হয়ে অদূরদর্শী[৪১] পাহার সিং আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিদ্রোহের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। (কিন্তু) আমার প্রিয় ও সৌভাগ্যশালী পুত্রের (অর্থাৎ, আ'যমের) মন্ত্রী তালুকচান্দ[৪২] কর্তৃক সে নিহত হয়েছে ও নরকে[৪৩] প্রবেশ করেছে। যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ।

(শ্লোক): "হে আল্লাহ্, আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের জন্য আমি তোমার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করছি।" যথার্থই (কর্মচারীদের প্রতি) তোমার প্রভূত উৎসাহের জন্যই এরূপ কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। কারণ তোমার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকর্মচারীগণ সরকারী কাজে যথার্থভাবে আত্মনিয়োগ করছে। এজন্য আমি তোমাকে অভিনন্দিত করছি এবং তোমার জন্য ৫০০০০ টাকা [৪৪] মূল্যের একটি মুক্তোর নেকলেস[৪৫] পাঠাচ্ছি। এই হিন্দু লোকটি (অর্থাৎ তালুকচান্দ) "চড়ুই পাখি (অর্থাৎ তালুকচান্দ একজন বেনিয়া অথবা মারোয়াড়ী বিধায়) হয়ে সাহসিকতার সহিত বাজ পাখিকে (পাহার সিং রাজপুত বিধায়) হত্যা করেছে" প্রবাদটির যাথার্থ্য প্রতিপাদন

করেছে বলে আমি তাকে ব্যক্তিগত (বংশগত নয়) খেতাব 'খান-সাহিব',[৪৬] একশত অশ্বারোহী সৈনিকের অধিনায়কত্ব, (হিন্দু) উপাধি 'রাও'[৪৭] সম্মানজনক খেলাত, একটি তরবারি ও একটি অশ্ব দান করে সম্মানিত করছি। যে ব্যক্তি তার সমপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, তার উচ্চ প্রশংসা করে ও উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে এবং তার জন্য একটি প্রদেশের সুবাদারির পদ বরাদ্দ করে তার নিকট পত্র লিখে তাকে অনুগ্রহ দেখানো তোমার একান্ত কর্তব্য, যাতে অন্য কর্মচারীগণও পুরস্কার লাভের আশায় মহৎ সরকারী কাজে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে।

১৯নং পত্র[৪৮] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, আল্লাহ্ তোমাকে নিরাপদে রাখুন। বালি[৪৯] উপজাতির লোক ফতেহ্ জঙ্গ খানের হাত থেকে সুরাতের[৫০] ফৌজদারীগিরি[৫১] ছিনিয়ে নিয়ে তা প্রাসাদাধ্যক্ষকে[৫২] দান করার অর্থ স্বহস্তে নির্মিত বোতলকে ভেঙে ফেলা (অর্থাৎ, মূল লক্ষ্যই পণ্ড হয়ে যাবে)। সামরিক বৃত্তির জন্য গুজরাট প্রদেশস্থ বালি উপজাতির যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি আছে। এই উপজাতির কোনো লোককে ছাড়া অন্যের হাতে উক্ত প্রদেশের ফৌজদারের পদ ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আলিবর্দি খানের[৫৩] পুত্র হাসান আলি খান[৫৪] এবং সাফ শেকান খান[৫৫] ও অন্যদের মতো পাঁচহাজারি মনসবদারগণকে সুরাতের শাসন পরিচালনার জন্য এর ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তোমার তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে মৃত শুজাত খানের[৫৬] পদাঙ্ক অনুসরণ করা। অন্যথায় এটা গুজরাট প্রদেশ বলে আল্লাহ্ না করুন এখানে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দেবে।[৫৭] তখন এর শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আর অন্যান্য ব্যাপার নির্ভর করে তোমার নিজস্ব পছন্দের ওপর।

(শ্লোক): "আমি তোমাকে এমন আদেশ করব না যে তুমি এটা করো না বা ওটা করো; তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ কর, তাহলে তোমার কাজ হবে সহজসিদ্ধ।" তোমার উদ্দেশ্য নিরাপদে সিদ্ধিলাভ করুক (অর্থাৎ, সব ভালো যার শেষ ভালো)।

২০নং পত্র[৫৮]

উন্নত পুত্র, গুপ্তচরদের বিবরণ থেকে আমি অবগত হতে পেরেছি যে বাহাদুরপুর[৫৯] ও 'খুজস্তাহ্-বুনিয়াদ'[৬০]-এর মধ্যবর্তী রাজপথ বিপদমুক্ত নয়। রাহাজান দস্যুরা বণিক[৬১] ও পর্যটকদের মালপত্র বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে যায়।

পথিকগণ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। তোমার আবাসস্থলের এবং আমার সেনাবাহিনীর (আহমেদাবাদ এবং বুরহানপুরের) কাছেই যখন দস্যুবৃত্তি চলছে, তখন না জানি দূরবর্তী রাস্তার অবস্থা কি ভয়াবহ! মনে হয় তোমার সংবাদদাতাগণ[৬২] সঠিক সংবাদ সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করছে না। অসাবধানতা ও ঔদাস্য রাজ্য পরিচালনা ও সার্বভৌম ক্ষমতার পরিপন্থী। (এখন) নতুন সংবাদদাতা নিযুক্ত করে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া ও আগের সংবাদদাতাদেরকে শাস্তিদান করা তোমার উচিত। এই দুর্বৃত্তদেরকে সমূলে ধ্বংস করা এবং এই ভবঘুরেদের চক্রান্ত থেকে রাজপথকে মুক্ত করার জন্য অবিলম্বে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত কর। এই লজ্জাকর অব্যবস্থা তুমি আর ক'দিন চলতে দেবে?

(শ্লোক): "আমি তোমাকে কোনো ক্ষতি সহ্য করতে অথবা কোনো সুবিধা লাভ করতে বলছি না; ওহে তোমার কথা আর কি বলব! তুমি একটি সুযোগ হারাতে বসেছ; তুমি যা করতে চাও, তা শীঘ্র করে ফেল (অর্থাৎ কোনো কিছু করার সুযোগ হারাও না)।" আল্লাহ্ তোমাকে সুখী করুন।

২১নং পত্র

প্রিয় এবং গৌরবান্বিত পুত্র, উৎকৃষ্ট উপাদানে চীন দেশে তৈরী একটি সাদা জলপাত্র, যা এখন খুবই দুর্লভ এবং একটি কচক্রা[৬৩] চেয়ার আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। আমি এ দু'টি জিনিস আমার প্রিয় পুত্রের (অর্থাৎ তোমার) কাছে পাঠালাম। এ দু'টি দুর্লভ বস্তুর জন্য আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত; এবং ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তাতে কিছু মনে না করে এগুলির প্রতিদানস্বরূপ আমার জন্য পূর্ণ এক ঝুড়ি আম[৬৪] পাঠিয়ে দেবে।

২২নং পত্র

উন্নত পুত্র, আমার স্মরণ পথে উদিত হচ্ছে যে একদিন আমি মিয়া আবদুল লতিফের[৬৫] (তার সমাধি পবিত্র হোক) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বললাম, "যদি আপনি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি এখানকার খরচের (নির্বাহের) জন্য 'কহরকুন'[৬৬] জেলার কয়েকটি গ্রাম (গ্রামের আয়) বরাদ্দ করে দেবো।" আমার প্রশ্ন শুনে তিনি তাঁর পবিত্র জিহ্বা দ্বারা এই শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন: "যখন রাজা আমার জন্য গ্রাম মঞ্জুর করেন তখন আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হতে হয়; কিন্তু আল্লাহ্ যখন আমাকে রিজিক দান করেন তখন আমি সে দায় থেকে মুক্ত।" আমি জবাব দিলাম, "আপনার কথা ঠিক; কিন্তু এই পৃথিবীর উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য,

আমার নিজের সন্তুষ্টির জন্য এবং সকলের সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধিকল্পে আমি আল্লার নিকট যে প্রার্থনা করি তা পূরণের জন্য আমি দরবেশ ও ধার্মিক লোকদের পবিত্র কাজে যোগদান করি ; তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।" মিয়াঁ আবদুল লতিফ বললেন, "যথার্থই যদি অন্তরের অন্তস্তল থেকে এ ধরনের অভিপ্রায় উৎসারিত হয়, তাহলে তা মহৎ। আপনি এখন আপনার প্রজাদের (কৃষকদের) কাছ থেকে যে রাজস্ব পাচ্ছেন, তার অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং পরিশ্রমী ও অসহায় কৃষকদের কাছ থেকে অর্ধেকের কম রাজস্ব আদায় করুন।[৬৭] সংসারত্যাগী দরবেশদের মাসিক ভাতা নির্দিষ্ট করে দিন, যে দরবেশগণ আল্লার ওপর তাঁদের বিশ্বাস ন্যস্ত করেছেন, যাঁরা ভিক্ষা করেন না এবং নির্জনলোকে বসবাস করেন। মজলুম জনসাধারণের বিচার কার্য এমন সাবধানতার সহিত নির্বাহ করুন, কেউ যেন তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। দুর্বলদের ওপর স্বেচ্ছাচারী জালিমের জুলুম কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। (তাহলে) দেখতে পাবেন যে আপনার সুখ বৃদ্ধি পাচ্ছে।" এই মুহূর্তে মিয়াঁ আবদুল লতিফের কথাগুলি চাকলাকুরার[৬৮] অধিবাসীদের অভিযোগের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তাই আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার নিকট এই পত্রখানা লিখলাম। আল্লাহ্ তোমাকে সুখে রাখুন।

২৩নং পত্র[৬৯] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, তোমার দ্বারা গোলন্দাজ বিভাগের ও প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক[৭০] আহমেদাবাদের[৭১] অন্তর্গত নভার[৭২] পুলিশ অফিসার নিযুক্ত হয়েছে। সে তার শকুন-সদৃশ (অর্থাৎ ঘুষখোর) আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদেরকে 'পতালগিরি'[৭৩] পদে নিযুক্ত করছে। উপরোল্লিখিত তত্ত্বাবধায়কের শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি তোমার দরবারে গৃহীত হয়নি। দস্যু ও ভবঘুরে লোকেরা তার জামাতার সহচর হয়েছে, যে জামাতা আল্লার বান্দাদের প্রজাদের কষ্ট দিচ্ছে। আমি অবাক হই একথা ভেবে যে, শেষ বিচারের দিন[৭৪] আমরা আল্লার কাছে কি জবাব দেবো ! পবিত্র এবং মহান্ আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক। আমরা যদি কোনো অত্যাচারী লোককে (কোনো পদে) নিযুক্ত করি, তাহলে আমাদের নিযুক্ত সেই অত্যাচারী লোকের প্রতিটি কাজই হবে তার পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত। একজন অত্যাচারী লোকের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়ে এবং মজলুম জনগণকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে আমরা অত্যাচারের প্রশ্রয় দিই।

(শ্লোক) : "গম থেকেই জন্ম হয় গমের এবং বার্লি থেকে বার্লির ; (তোমার) কাজের প্রতিফল সম্পর্কে উদাসীন হয়ো না (অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল হবে)।"

২৪নং পত্র

উন্নত পুত্র, যাহেদা বানুর[75] মতো বৃদ্ধা মহিলা আর কতকাল শোচনীয় অবস্থায় থাকবে? তোমার ওপর এবং আমার ওপর তার দাবি আছে। তার পৌত্রগণ তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপে শাস্তি ভোগ করেছে। এই বৃদ্ধার দাবি-গুলি অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়বে একদিন যখন যতেহ্ জঙ্গ খানের[76] হাতি তোমাকে আক্রমণ করেছিল, তখন মির বধ্[77] কিভাবে রোস্তমের[78] মতো সাহস দেখিয়েছিল। সে উক্ত হাতিকে উন্মত্ততা ও উগ্রতা থেকে সংযত করেছে। (কিন্তু) আমি তাকে যে সম্মানসূচক খেলাত দিতে চেয়েছিলাম, তা সে গ্রহণ না করে বলেছিল: "এই গৃহে জাত একজন মানুষ হিসেবে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি; সেক্ষেত্রে এ কাজের জন্য আমি কেন প্রতিদান (অর্থাৎ সম্মানসূচক খেলাত) গ্রহণ করব?" আল্লাহ্ এবং আমার দিকে চেয়ে তোমার হৃদয় থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পুরনো স্পৃহা মুছে ফেল। এই বৃদ্ধা মহিলার প্রতি সদয় হও, তুমি ছাড়া যাকে দয়া দেখানোর মতো আর কোনো দয়ালু লোক নেই। (চরণ) "তোমার পরিবারস্থ বৃদ্ধ লোকদের জন্য তোমার অনুগ্রহ বৃদ্ধি কর, কারণ তুমি যাদেরকে অনুগ্রহ করবে তারা কখনও নেমকহারাম বলে প্রমাণিত হবে না।"

২৫নং পত্র

উন্নত পুত্র, আ'তিমাদ খানের[79] পত্রটি এমন কোনো প্রত্যাদেশ নয় যে, বলপ্রয়োগের সাহায্যে এর মর্মানুযায়ী কাজ করতেই হবে। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর একটি আদেশ প্রচার করা হবে।

২৬নং পত্র

উন্নত পুত্র, একদা সা'দ আল্লাহ্ খান[80] জান্নাতবাসী সম্রাটের (শাজাহানের) সম্মুখে এসে হাজির হন। সম্রাট তাঁকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন: "আমি একটি পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করেছি এবং সম্রাটকে দেখানোর জন্য তার প্রতিলিপি এনেছি।" (সেই অংশটুকু হলো এই): "সার্বভৌম ক্ষমতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতার ওপর। বীরত্ব ও বদান্যতার[81] জন্যই একটি সাম্রাজ্য ও সম্পত্তির বিস্তার লাভ করে। আপনার উচিত জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকের সাহচর্য লাভ করা এবং মূর্খ লোকের সাহচর্য পরিহার করা। স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা এবং শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও সেই বিশ্বাসে অটল থাকা বিজ্ঞতার লক্ষণ। পার্থিব ব্যাপারে (বা কাজকর্মে) আপনার ত্রুটি-মুক্ত থাকা এবং স্বীয় পরিকল্পিত বিষয়ে আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মানুষকে তার পরিবারের স্থায়ী সৌভাগ্যের জন্য আল্লার নিকট শুকরিয়া আদায় করা

উচিত। এতিমদের প্রতি সদয় হোন। যদি আপনি নিজে কখনও অভাবগ্রস্ত হতে না চান, তাহলে নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। রাজ্যের যাবতীয় কার্য সম্পাদন নির্ভর করে মন্ত্রিবর্গের উপদেশ ও পরামর্শের ওপর। জয় এবং শত্রুর ওপর আধিপত্য লাভ নির্ভর করে সংসারত্যাগী ধর্মীয় সাধকদের আশীর্বাদের ওপর। যদি আপনি পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চান তাহলে অসুস্থ রোগীদের রোগ নিরাময়ের জন্য (আল্লার নিকট) প্রার্থনা করুন। যদি আপনার নিজের অপরাধের জন্য আল্লার ক্ষমা লাভ করতে চান, তাহলে আগে অন্যান্য অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করুন।" সম্রাট এই পরলোকগত খানের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করেন। দিবাশেষে (অর্থাৎ, সন্ধ্যায়) তিনি উক্ত খানকে সোনালি সুতায় বুটি তোলা এবং এক রঙের কিছু মাহমুদি[৮২] খেলাতের পুলিন্দা উপহার দিয়েছিলেন। আমি মনে করেছি যে, এই সারগর্ভ কথাগুলির মর্মরস আমার একা ভোগ করা উচিত নয়; সুতরাং আমি আমার প্রিয় পুত্রের জন্য এই কথাগুলি লিখে পাঠালাম। তোমার কার্যাবলীর সঙ্গে আল্লার রহমত জড়িত হোক, যাতে তুমি এই উপদেশগুলি পালন করতে সক্ষম হও।

২৭নং পত্র

সুখী পুত্র মহম্মদ আ'যম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। মনে হচ্ছে যে তোমার প্রাসাদ-তত্ত্বাবধায়কের পুত্র ঢাক বাজাবার স্থান[৮৩] নিয়ে জুয়া খেলছে। হায়! হায়! (আমার মৃত্যুর পর) সিংহাসনের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তুমি এত বেশী পরিমাণে ঔদাস্য ও অসাবধানতা দেখাচ্ছ![৮৪] সংবাদদাতাগণ[৮৫] তোমাকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করে না কেন? তারা নিশ্চয়ই তাদের বন্ধুর (তত্ত্বাবধায়কের পুত্র) কথা গোপন করে থাকে। নতুন সংবাদদাতা নিযুক্ত কর এবং এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে তাদেরকে সতর্ক করে দাও।

২৮নং পত্র[৮৬]

উন্নত পুত্র, মনে হচ্ছে তুমি তল[৮৭] নদার নিকটে সারস পাখি শিকারে এক মাস সময় অতিবাহিত করেছ। যদিও শিকার[৮৮] এমন একটি কাজ যা আনন্দ এবং সুস্বাদু খাদ্য দুই-ই দান করে, তথাপি তোমার অবশ্যকরণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে মুক্ত হয়ে ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকা আরো বেশী আনন্দদায়ক; প্রধানত (ভোগবিলাস থেকে অবকাশ লাভের পর) সার্বভৌম ক্ষমতার হকদাবি-গুলি ধর্ম ও প্রথানুযায়ী সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এ সবের (সার্বভৌম ক্ষমতার হকদাবিগুলির) দায়িত্ব প্রতিপালিত হয় নির্ভরযোগ্য হাদিস, সুপরিচিত ইতিহাস ও অন্য কার্যাবলীর দ্বারা। অন্যান্য কর্তব্যের চাইতে এগুলির প্রাধান্য

বেশী দেয়া উচিত। যদি একটি জেলার কার্যনির্বাহ সম্পর্কে তুমি সংশয়যুক্ত হও, তাহলে কেন তুমি খান জাহান, আ'কেল খান, শুজাত খান ও মুহম্মদ বেগের কাজকর্ম দেখাশোনার দিকে নিজেকে নিযুক্ত করছ না?[৮৯] তুমি খেলাধুলার আনন্দকে পছন্দ কর আর আমি আনন্দ পাই দুর্গ অধিকারে এবং রাজদ্রোহী দমনে। হায়! ইহকালে এবং পরকালে তোমার স্থান কোথায় হবে?

(শ্লোক): "এই পৃথিবীতে অন্যকে উপদেশ দেয়ার মতো লোক যথেষ্ট আছে; কিন্তু নিজেকে উপদেশ দেয়ার মতো লোকের সংখ্যা খুবই কম।" জীবন বৃথা কেটে যায় এবং আমরা কিছুই করে উঠতে পারি না। মৃত্যুর পর আল্লার কাছে আমরা কি জবাব দেবো?[৯০] (চরণ) "হে আল্লাহ্! আমাদের অবস্থার প্রতি সদয় হও।"

২৯নং পত্র

উন্নত পুত্র, যদিও যুবক পুত্র (আ'যম) বৃদ্ধ পিতাকে ভালোবাসে না, তথাপি বৃদ্ধ পিতা তার যুবক পুত্রকে ভালোবাসে। (চরণ) "এস, এবং আমাদের হৃদয় থেকে পর্বত পরিমাণ দুঃখ (অর্থাৎ অপরিমিত দুঃখ) দূর কর।"

৩০নং পত্র

উন্নত পুত্র, সামুদ্রিক বন্দর আসুলার কার্যনির্বাহ করার মতো যোগ্যতা বণিক মুহম্মদ আনোয়ারের নেই। এতে বোধ হচ্ছে যে (তোমার) পূর্ণ জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং গভীর বিবেচনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি একজন চোরকে প্রহরার কাজে নিযুক্ত করেছ (যা হাস্যকর ব্যাপার)। ভবিষ্যতে এ ধরনের নির্বোধ আদেশ প্রচার করো না।

৩১নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, গুজরাটের একটি জেলায় অবস্থিত দুহদ[৯১] সহর এই অধম পাপীর (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের) জন্মস্থান। এই সহরের অধিবাসীদের যথার্থ দয়া দেখানোর মতো শিক্ষা তোমার লাভ করা উচিত।[৯২] যে ব্যক্তি বহুদিনের জন্য এই সহরের পুলিশ অফিসার ছিল, সেই পির মনখার[৯৩] প্রতি অনুগ্রহ দেখানো তোমার উচিত এবং তাকে তার স্বীয় পদে বহাল রাখা উচিত। পির মনখার খাতিরে স্বার্থান্বেষিদের মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ করা তোমার উচিত নয়, যাদের সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, "তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে একটি (ভণ্ডামির) রোগ, যা আল্লাহ্ বৃদ্ধি করেন[৯৪]।" (চরণ) "একজন শাসক দুর্বলদেরকে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য একটি সাধারণ চক্ষুর এবং কিছু সংখ্যক প্রিয় পাত্রকে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য একটি বিশেষ চক্ষুর অধিকারী

হবেন (অর্থাৎ একজন শাসক সাধারণভাবে দুর্বলদের প্রতি এবং বিশেষভাবে প্রিয় পাত্রদের প্রতি দয়া ও পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন)

৩২নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, তোমার কর্মচারী মুহম্মদ বেগ[৯৫] পালিয়েছে এবং বিপথগামী ও ঘৃণ্য সেনাদলের সঙ্গে মিশেছে। তার সম্পর্কে কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের মন্ত্রী মু'আতেমাদ খানের[৯৬] বংশে তার জন্ম হয়েছে। সে (মুহম্মদ বেগ) তোমার মন্ত্রী ও একান্ত সচিব ছিল। নতুন কর্মচারীগণ পুরনো কর্মচারীদের (অর্থাৎ মুহম্মদ বেগের) বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। এই পলাতককে ফিরিয়ে এনে আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়া তোমার উচিত। খারাপ মাল-এর প্রভুর দাড়ির সঙ্গে লেগে থাকা উচিত (অর্থাৎ মুহম্মদ বেগকে আমার হাতে সমর্পণ করা উচিত)। অন্যথায় তুমি (আমার কাছে) লিখবে যে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পর তাকে আহ্বান করা যেতে পারে।

৩৩নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, শুজা'ত খান মুহম্মদ বেগের[৯৭] হাড় এখনও পচেনি (অর্থাৎ মাত্র কয়েকদিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে)। শুজা'ত খানের চাকরির ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তার দু'জন উত্তরজীবী, দু'জন জামাতা এবং পালক পুত্র[৯৮] রয়েছে। শুজা'ত খানের উত্তরাধিকারিদেরকে (তাদের) সামান্য অপরাধের জন্য কেন তুমি বরখাস্ত করেছ, যেখানে (একমাত্র) আল্লাহ্ ছাড়া সেই অপরাধের সত্যাসত্য সম্পর্কে আর কেউ জ্ঞাত নয়? একজন হিন্দুর স্বার্থের খাতিরে একজন মুসলমানকে বরখাস্ত করা একটি অযৌক্তিক কাজ[৯৯]।

৩৪নং পত্র

উন্নত পুত্র, মলোয়া প্রদেশের সর্ববৃহৎ জেলা মন্দেশ্বর 'জায়গির'[১০০] হিসেবে তোমাকে দেয়া হলো। ইতিপূর্বে সর বুলন্দ খান,[১০১] হাসান আলি খান[১০২] এবং নওয়াযেশ খান-ই রুমির মতো মহান্ লোকেরা এই জেলার পুলিশ অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমার এই চোখের জ্যোতির (অর্থাৎ আমার প্রিয় পুত্রের) উচিত সেখানে একজন বিচক্ষণ, সৎ ও সাহসী কর্মচারী প্রেরণ করা। একদা মহামান্য সম্রাটের (শাজাহানের) সমক্ষে বলা হয়েছিল যে সা'দ আল্লাহ্ খানের[১০৩] গৃহেদীপ্ত, সম্পত্তিবৃদ্ধি ও জায়গিরস্থ জেলাগুলির উন্নতি নির্ভর করত তাঁর সচিব আবদুল নবির (কর্মকুশলতার) ওপর এবং খান নিজে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রাষ্ট্রীয় কাজের (নির্বাহের) মধ্যে কালক্ষেপ করতেন। মহামান্য

সম্রাট একদা ইঙ্গিতচ্ছলে তাঁকে বলেছিলেন, "আমি শনুতে পেয়েছি যে তোমার অধিকারে নাকি একটি দার্শনিকের পাথর আছে। (আমি আশা করি, তুমি তা আমাকে উপহার দেবে।" সে জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ, মনুষ্যাকারে একটি পাথর (অর্থাৎ আবদুল নবি) আমার অধিকারে রয়েছে এবং স্বর্ণ উৎপাদন করার মতো গুণ তার আছে।" মহামান্য সম্রাট আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন এবং সুমিষ্ট ভাষায় বললেন, "আমি তোমার এই গুণী লোকটির জন্য (এবং) সে তোমার কাজে নিযুক্ত আছে বলে তোমার প্রশংসা করছি। বিচক্ষণ, সৎ, ধর্মভীরু এবং ভদ্র আচরণকারী লোক দুর্লভ।"

(শ্লোক): "পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের নির্যাস (অর্থাৎ সততা) কদাচিৎ মেলে[১০৪]।" উল্লিখিত খান মহামান্য সম্রাটের সম্মুখে মস্তক অবনত করে রইলেন।

৩৫নং পত্র

উন্নত পুত্র, সংবাদদাতার প্রেরিত পত্র থেকে আমি তোমার 'জায়গিরস্থ' জেলার নির্বাহকের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তুমি মহাবিচারের দিন[১০৫] সম্পর্কে উদাসীন কেন? (চরণ) "হায়! হায়! অমনযোগীর হাত থেকে ন্যায়পরায়ণতা (কিভাবে সম্ভব)!"

৩৬নং পত্র (১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, আমি তোমাকে একজন ভালো বিবেকসম্পন্ন এবং সর্ববিষয়ে সুস্থ মেজাজের অধিকারী (একজন মানুষ) হিসাবেই জানতাম। (চরণ) "আল্লাহ তোমার সুন্দর মুখকে শনির দৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন। ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে তুমি মুহম্মদ বেগ খানকে[১০৬] বরখাস্ত করেছ এং শের আন্দাজ খানের হাতে সোরাথের[১০৭] ফৌজদারগিরি[১০৮] সমর্পণ করেছ। মনুষ্যজাতির ব্যক্তিগত এবং যোগ্য কার্যাবলীর ফলাফল সুস্পষ্ট।" (চরণ) "মানুষের বাহ্যিক আকৃতি তার অন্তঃকরণের দর্পণস্বরূপ (অর্থাৎ একজন মানুষের চরিত্র তার বাহ্যিক আকৃতি থেকেই বিচার করা সম্ভব)।" সোরাথে 'পাঁচহাজারি' আমির কুতুবউদ্দিন[১০৯] নিযুক্ত হয়েছে। যদি তুমি সৈয়দ কামাল[১১০] এবং সৈয়দ মুরাদকে নিযুক্ত কর, আমি কোনো আপত্তি করব না; তারা উভয়েই এই প্রদেশে কিছুটা সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। যে কোনো অবস্থাতেই হোক, উল্লিখিত প্রদেশ ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলির ফৌজদারগিরি তোমার জায়গিরের মধ্যে প্রদত্ত হলো। এই এলাকার জন্য একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী নিযুক্ত করতে পার, যাকে তুমি (এই পদের) উপযুক্ত বলে বিবেচনা কর। যদি আমানুল্লাহ বেগ[১১১] এবং বাহাদুর বেগ শেরোয়ানি তোমার কাছ থেকে দূরে যেতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়

তাহলে তুমি বিনা দ্বিধায় তাদের ওপর 'ফৌজদারি'র ভার অর্পণ করতে পার। সাধুতা এবং যোগ্যতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের পরিচালনায় সর্বাধিক ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুপযুক্ত ও স্বার্থান্বেষী লোকের সংখ্যাই বেশী; অপরপক্ষে যোগ্য ও সত্যবাদী লোকের সংখ্যা খুবই কম। জান্নাতবাসী মহামান্য সম্রাটের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের প্রপিতামহ আকবরের) অনেক বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল। তিনি তাদের ওপর বিশ্বাসের সহিত (লাভজনক কাজের) আনুক্রমিক বিজয়ের এবং অনেক বিষয়ের (সম্পাদনের) ভার অর্পণ করেছিলেন। এবং মহামান্য সম্রাটের (শাজাহানের) সময় অনেক সাহসী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য, সদাচারী কর্মচারী এবং যোগ্য সচিব তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হতো। এতগুলি বিশ্বস্ত কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও মহামান্য সম্রাট তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বের সহিত খুব সাবধানী দৃষ্টিতে (সরকারী) কার্য পরিচালনার তত্ত্বাবধান করতেন। আমার স্মরণ আছে যে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রদেশ বলখ্ জয়ের উদ্দেশ্যে সম্রাট যখন মুরাদ বখ্শকে[১১২] সেখানে পাঠালেন তখন সেনাবাহিনীর জন্য একজন করণাধ্যক্ষের প্রয়োজন দেখা দিলো। (রাজ্যের) বিশজন কর্মরত কিংবা বেকার লোক এই পদের জন্য আবেদন করেছিল। এখন আমি বাংলাদেশের মন্ত্রি-পদের জন্য একজন বিশ্বস্ত ও যোগ্য লোক চাই; কিন্তু আমি একজনও পাচ্ছি না।[১১৩] কাজের লোকের অভাবের জন্য দুঃখ করতে হয়।

৩৭নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, তোমার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তুমি উৎপীড়কদের কার্যাবলী (অর্থাৎ অত্যাচার) সম্পর্কে এবং ঐ সমস্ত বিপথগামী লোকদের (অর্থাৎ অত্যাচারিদের) ওপর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে উদাসীন কেন? প্রত্যহ হাজিপুর[১১৪] ও মির্জাপুর[১১৫] জেলায় এবং অন্যান্য থানায় বিরোধ ও কলহ, উৎপীড়ন ও অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। কোলিরা[১১৬] শাহী সেনানিবাসের নিকটে অবস্থিত খইরগঞ্জ[১১৭] সহর লুণ্ঠন করছে। তারা সহরের অধিবাসী এবং হতভাগ্য পর্যটকদেরকে বেঁধে সহর থেকে বের করে দিচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্র বিভাগ ও প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক আমানুল্লাহ্ বেগকে[১১৮] তুমি নভার[১১৯] পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করেছ। সে তার অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ আত্মীয়দেরকে 'পতাল-গিরি'[১২০] পদ দান করেছে। উৎপীড়িত প্রজাগণ তার শক্তির বিরুদ্ধে তোমার নিকট অভিযোগ করতে পারছে না। হায়! হায়! সময় তরবারির মতো (অর্থাৎ দ্রুতগতিতে) চলে যাচ্ছে; আর বিশ্বাসীর অন্তর থেকে লজ্জা এবং সর্বশক্তিমান ও মহান্ আল্লার ভয় দূরীভূত হচ্ছে। 'ফৌজদার'-এর পদটি একজন গুজরাট-বাসীকে, যেমন সফদর খান-ই-সানি[১২১] কিংবা বহলুল শেরোয়ানির[১২২] পুত্রদেরকে দেয়া উচিত। শুজা'ত খানের সময়ে বহলুল শেরোয়ানি সুনাম

অর্জন করেছিল এবং (নভা) সহরের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিল। আমি স্পষ্টরূপে বলছি যে মহাবিচারের দিন আল্লার সম্মুখে (দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের অন্যায় কাজের প্রতি) অনুগ্রহ প্রদর্শন ও পরোক্ষ সম্মতিদানের কৈফিয়ৎসহ আমাদের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে।[১২৩] প্রদেশে কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সাবধানী সংবাদদাতা পাঠিয়ে (তোমা কর্তৃক প্রচারিত) আদেশের ফলাফলের রোজকার বিবরণ আমার কাছে পাঠাতে এবং বর্তমান অবস্থার সংশোধনার্থে তোমার নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত। (চরণ) "শেষ বিচারের দিন যখন আমার অপরাধের হিসাব-নিকাশ হবে, তখন পৃথিবীর সব লোকের পাপের আমলনামা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হবে (অর্থাৎ আমার পাপের তুলনায় সমস্ত লোকের পাপ তুচ্ছ; কাজেই শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না)।"[১২৪]

৩৮নং পত্র (১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, কাযি আবদুল্লাহ্[১২৫] আল্লাহ্‌র কৃপার শরিক হয়েছেন (অর্থাৎ পরলোকগমন করেছেন)। তিনি তাঁর 'কাযির পদে' অধিষ্ঠিত থাকাকালে আমাকে এবং (আমার) প্রজাদেরকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতেন। আমি তাঁর পুত্রদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নই। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল মজিদ খান কিছুদিনের জন্য তোমার 'কাযি রিকাব'[১২৬] পদে অধিষ্ঠিত ছিল। সে যদি শিক্ষা, নিঃস্বার্থপরতা ও সততা এই গুণগুলির অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে আমাকে লিখে জানাও। 'কাযিগিরি' থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ আর নেই, কারণ কাযির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আল্লাহ্‌র বান্দারা (যারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় কিংবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাযি শেখ-উল-ইসলাম ন্যায়-অন্যায়ের অনুসন্ধানে ও পার্থক্য নির্ণয়ের মতো মহৎ কাজে প্রয়োজনবোধে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। সৎ লোক খুবই দুর্লভ; এবং দুর্লভ বস্তু অস্তিত্বহীন; (অতএব, যুক্তিসঙ্গতভাবে একথা বলা চলে যে সৎলোকের অস্তিত্ব নেই; অর্থাৎ পৃথিবীতে কোনো সৎ লোক নেই)।

৩৯নং পত্র

উন্নত পুত্র, আমি শুনতে পেয়েছি যে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই তুমি যে তত্ত্বাবধায়ককে নিযুক্ত করেছ সে নাকি খুব সতর্ক। (কিন্তু) এখানে (দরবারে) উচ্চপদ এবং পর্যাপ্ত 'জায়গির'-এর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সিয়াবশ খান শাহ্ মীর পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী। সততা কর্মচারীদের একটি

অত্যাবশ্যকীয় গুণ। দেলোয়ার খানের পুত্র আসাদউদ্দিন তোমার নিকটে আছে। সে জ্ঞানের অতিরিক্ত এই গুণের (সততার) অধিকারী কিনা তা আমাকে লিখে জানাও। যদি তাই হয়, তাহলে তাকে আমার নিকট ডেকে পাঠাব এবং এই পদে নিযুক্ত করব। আমি অনুভূতিহীন ও নিঃস্ব ; তাই আমি ভগ্নহৃদয়ে সর্বদাই সৎলোকের সন্ধান করি। এই সমস্ত সৎলোক ফেনিক্স[১২৭] পাখির পর্যায়ে পড়ে (অর্থাৎ ফেনিক্স পাখির মতো, যে পাখি কেবল তাদের নামেই পরিচিত, পৃথিবীতে তাদের সাক্ষাৎ কখনও মেলে না ; অর্থাৎ সৎলোক এই পৃথিবীতে দেখা যায় না)[১২৮]। একজন দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "স্বার্থপরতা রোগের ঔষধ কি ?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "স্বার্থপরতা একটি সহজাত গুণ, যা প্রভুর গভীর ও সতর্ক মনোযোগকে তীক্ষ্নতা দান করে, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যে-কোনো উপায়ে অভাবগ্রস্ত না থাকে ; যে-কোনো অবস্থায় তার নির্যাস (অর্থাৎ সততা) স্বচ্ছ ও দীপ্তিমান থাকতে পারে, এবং এর পবিত্রতা অভাবের মরিচায় যেন নষ্ট হয়ে যেতে না পারে।"

৪০নং পত্র

উন্নত পুত্র, দস্যুদল চমারকুন্দাহ্ থেকে কাদিরাবাদ[১২৯] পর্যন্ত এলাকার মধ্যে প্রায়ই তাদের দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। খুব কম পথিকই এই পথ নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে। খুব সম্ভব এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। জ্ঞানী লোকের কাছে একটা কথাই যথেষ্ট। দূর থেকেই হোক বা কাছে থেকেই হোক তুমি তাড়াতাড়ি খবরাদি পেয়ে থাক। মন্দ অবস্থার জন্য তুমি কেন মহাবিচারের দিনের কথা চিন্তা করছ না ? আমাদের জীবন যে একদিন শেষ হয়ে যাবে সে সম্পর্কে এই মুহূর্তেই সতর্ক হতে হবে। (চাকরিতে) সুখ্যাতি অর্জনের জন্য একজন সৎ কর্মচারীকে অনুগ্রহ দেখানো এবং দুষ্কর্মের জন্য অসৎ কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করা যথার্থ কর্তব্য। তুমি যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে। আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তোমার জবাবের প্রতীক্ষা করছি। কোনো এক অত্যাচারী তার নিজের জন্য একজন সাধুপুরুষের কাছ থেকে দোয়া চেয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "উৎপীড়কদের নিজেদের বেলায় কেবলমাত্র দোয়ায় কোনো ফল হবে না যদি না তারা উৎপীড়িতদের ওপর ন্যায়বিচার করে অর্থাৎ, উৎপীড়কদের দোয়ার ফলাফল ভোগ করার একমাত্র উপায় হলো জনসাধারণের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা।"

৪১নং পত্র

উন্নত এবং প্রিয় পুত্র, আমি মহামান্য সম্রাটের (অর্থাৎ শাজাহানের) দিন-পঞ্জির কয়েকটি নিবন্ধ পাঠে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার প্রতি আমার অনুরাগের

জন্য আমি আমার প্রিয় পুত্রের নিকট সেগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে লিখে পাঠালাম, যাতে সেগুলির নির্যাস আমি একাকী ভোগ না করি ; (সেই নিবন্ধগুলি হলো এই) "কোনো কোনো কাজ সর্বোৎকৃষ্ট : যেমন, খারাপ লোককে উৎসাহ না দেয়া ; কোনো একজন লোককে তার আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতার মাধ্যমে নিরাশ না করা ; সুস্থ মেজাজের লোককে দুঃখ না দেয়া ; চরম অভাব সত্ত্বেও ভিক্ষা না করা ; ধার্মিক লোকের সংসর্গ লাভ করা ; গুণী বা যোগ্য লোকের সন্ধান করা ; মূর্খ লোকের সঙ্গ পরিহার করা ; উপযুক্ত লোকদেরকে তাদের চাওয়ার আগেই তোমার সাধ্যানুযায়ী দান করা ; বিদ্বান লোকদের সম্মান করা ; ন্যায়-পরায়ণতার মধ্যে (বা কাজে) সময় অতিবাহিত করা ; পবিত্র ব্যক্তি বা বস্তুর অসম্মানকারীর মতবাদে মনোযোগ না দেয়া ; বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের অবস্থার প্রতি অচেতন না থাকা ; পবিত্র লোকদের সংসর্গ থেকে উপকার লাভ করা, যারা এই পৃথিবীতে অসাধারণ গুণের অধিকারী ; যারা ইহকাল ও পরকালের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করে তাদেরকে উৎসাহ দেয়া।"

এ যুগেও অনেক ভালো লোক আছে ; কিন্তু এ ধরনের সৎলোকদের সন্ধান করা এবং তাদের অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার মতো লোক কোথায়?[১৩০] পরবর্তী বংশধর যে আরও বেশী খারাপ হবে একথা সুস্পষ্ট-ভাবে বলা যায়। (চরণ) "আমি বর্তমান যুগের অবস্থা সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত ; কারণ আল্লাহ্ না করুন, ভবিষ্যতের অবস্থা বর্তমানের চাইতে অধিকতর খারাপ হবে।" (আমার পরে) সিংহাসনের অধিকারী হবার অভিপ্রায় তোমার আছে বলে[১৩১] (এ ধরনের সৎলোকদের) আকাঙ্ক্ষা করা, তাদেরকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা এবং অনুগ্রহ দেখানো তোমার উচিত।

৪২নং পত্র

উন্নত পুত্র, আরোহণের জন্য 'গুলেশান-রওয়ান' নামক যে হৃষ্টপুষ্ট অশ্বটি তুমি আমার নিকট পাঠিয়েছ, সেটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। অশ্বটির রয়েছে চমৎকার চলনভঙ্গি ও কেশর, সুন্দর গঠন এবং এর ওপর আরোহণ করার উপযোগী সমস্ত গুণ। 'নিলুফার' ও 'চওয়া-চন্দন' (অশ্ব দুটির ওপর আরোহণ করে তুমি খুবই সন্তুষ্ট। আমি 'খুশ-খরাম' নামক একটি তুর্কী অশ্ব এবং 'সবারফ্তা' (নামক আরেকটি অশ্ব) তোমার নিকট পাঠাচ্ছি। আল্লাহ্ ইয়ার খানের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই অশ্ব দুটি আমানত খান[১৩২] আমাকে উপহার দিয়েছিল। কিন্তু কৃপণ সহিস-প্রধান চোখের পানি ফেলছে (এবং বলছে) "মহামান্য সম্রাট এমন চমৎকার অশ্বগুলি বিতরণ করছেন কেন?" একথা সত্ত্বেও আমি অশ্ব দুটি তোমার নিকট পাঠাবই।

৪৩নং পত্র (১৭০০ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, প্রতিনিধির পত্র এবং গুপ্তচরদের সংবাদ থেকে ঘাট[১৩৩] আক্রমণের দুঃখ-দুর্দশার বিস্তারিত বিবরণ তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। মুসলমানেরা এবং সেনাবাহিনীর লোকেরা অধিকতর দুর্দশা ও অসহনীয় পরিশ্রমের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে এই আক্রমণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে এবং বিজয় ও কৃতকার্যতার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে যে মনুষ্যজাতির পাপরাশি এ ধরনের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী, তথাপি সুবাদারের কৃতকর্মই জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রধান কারণ। সুবাদারের কৃতকর্ম এই দরিদ্র ও অকর্মণ্য লোকের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের) ওপর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত বহন করে। সতারা[১৩৪] দুর্গটিকে এখন (আমি) 'আ'যম-তারা' নামে অভিহিত করে থাকি (এবং তোমাকে দেয়া হয়েছে)। তুমি এই মর্মে একটি আদেশ প্রচার কর যে তোমার নিজের নামে যেন বিজয় বাদ্য বাজানো হয়। তুমি শিশুকালে 'বাবাজি, ধুন, ধুন'[১৩৫] শব্দগুলি উচ্চারণ করতে, সে কথাগুলি স্মরণ করতে পার। বরনালা[১৩৬] দুর্গটির এখন (আমি) 'নবলতারা' নাম দিয়েছি। আমার অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ তোমার ক্রীতদাসীদের কাছ থেকে জেনে নিও।

৪৪নং পত্র[১৩৭] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, তুমি আহমেদাবাদে মীর আরব নামক দরবেশকে দেখেছ। তুমি অবশ্যই পুনরায় তাঁর নিকট গিয়ে আমার অভিনন্দন জানাবে, যে (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) পরলোকে যেতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইহকালের আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা করছে। তাঁকে তুমি অনুরোধ করো যাতে তিনি আমাদের সুখের জন্য এবং আমাদের ধর্মের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন। তাঁকে বলো যে আমি মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি এবং সৎকর্ম থেকে দূরে সরে গেছি। (তাঁকে আরো বলো যে) এই অমনোযোগী লোকের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) জীবন বৃথা কেটে গেছে এবং বাকি জীবনও ব্যর্থতার মধ্যেই কেটে যাবে ; (এবং বলো যে) মৃত্যু এগিয়ে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণের আশাও দূরে সরে যাচ্ছে। (চরণ) "আমি যা কিছু করেছি, তা একজন অন্ধ লোকও করতে পারে না ; আমি এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে হারিয়েছি (অর্থাৎ আমি এই পৃথিবীতে আল্লার কথা স্মরণ করিনি)।"

৪৫নং পত্র

উন্নত পুত্র, (তোমার প্রতি) তোমার দুই ভাই মীর বধর[১৩৮] অসদাচরণ এবং নির্লজ্জ ব্যবহারের কথা তোমার অভিযানের বিবরণ থেকে আমি অবগত

হয়েছি। আধ্যাত্মিক নেতার[১৩৯] (নিম্নলিখিত) শ্লোকটি তার ব্যাপারে প্রযোজ্য।

(শ্লোক): "তোমার ওপর আল্লার অনুগ্রহ কোমলভাবে বর্ষিত হয়; কিন্তু তুমি যদি (এই কোমল আচরণের) বাইরে চলে যাও তাহলে তুমি অপদস্থ হবে (কিংবা আল্লার শাস্তি ভোগ করবে।"[১৪০] তুমি মনে করেছ যে তাকে ভর্ৎসনা ও অপদস্থ করা প্রয়োজন, কারণ সে তার বৃদ্ধা মাতার[১৪১] দাবি সম্পর্কে অহঙ্কার করে। (কিন্তু) সে সা'দির (নিম্নলিখিত) কথাগুলি সম্পর্কে অবহিত নয়।

(শ্লোক): "তুমি যে রাজার অধীনে চাকরি কর, তাঁকে কোনো বাধ্য-বাধকতায় ফেলো না; একথা জেনে রেখো যে রাজা তোমাকে চাকরি দেয়ায় তুমিই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধা আছ।"[১৪২] যা হোক, দয়ালু রাজাধিরাজ (অর্থাৎ আল্লাহ্) মানুষকে জ্ঞান এবং (অন্যান্য) সৎ গুণাবলীতে বিভূষিত করেছেন। যদি তুমি আমার উপদেশ অনুসরণ কর এবং তার এই অপরাধ মার্জনা কর তাহলে খুবই ভালো হয়; কারণ (চরণ) "অপরাধিগণ অনুগ্রহ লাভের যোগ্য।"

৪৬নং পত্র

উন্নত পুত্র, মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) সা'দ আল্লাহ্ খানকে[১৪৩] জিজ্ঞেস করলেন, "সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করার উপায় কি এবং আমাদের জীবনের শুভ পরিণাম ফল কি?" তিনি জবাব দিলেন, "ন্যায়পরায়ণতা এবং বদান্যতা, যার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা আপনার সর্বাধিক পবিত্র চন্দ্রমুখ বিভূষিত করেছেন।" একজন লোক এই গুণবান খানকে বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল, "এই পৃথিবীতে সৎ এবং বিশ্বস্ত লোক দুই-ই দুর্লভ; আপনি হয়ত একথা জানেন।" তিনি জবাব দিলেন, "যেভাবেই হোক, এই পৃথিবী একেবারে সৎলোক বিবর্জিত নয়। একজন জ্ঞানী লোক অবশ্যই তাঁর কাজে সৎলোকদেরকেই গ্রহণ করবেন, তাঁদের মঙ্গলের প্রতি যত্নশীল হবেন, তাঁদের মাধ্যমে তাঁর আকাঙ্ক্ষাসমূহ বাস্তবায়িত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষিদের কথায় কর্ণপাত করবেন না।" সম্রাট মন্তব্য করলেন, "সৎ ও সম্মানী লোক এবং সৎ কর্মচারী দুর্লভ। আল্লাহ্ যাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দানে অনুগৃহীত করেন, তাঁকে অবশ্যই সৎ ও ভালো লোকের অবস্থার তদন্ত করতে হবে। তিনি একজন যোগ্য লোককে অকর্মণ্য বলে বিবেচনা করবেন না, সেই যোগ্য লোকটি যদি নবাগতও হয়। তিনি অবশ্যই নির্বোধ ও অকর্মণ্য লোকের সঙ্গ পরিহার করবেন, তারা যদি মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁর সমতুল্যও হয়। তিনি অবশ্যই একজন সৎ ও হিতৈষী কর্মচারীকে অনুগ্রহ দেখাবেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন।"

৪৭নং পত্র

উন্নত পুত্র, মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) একদা নির্জনে দারা শেকোকে[১৪৪] বললেন, "শাহী আমিরদের প্রতি বদমেজাজী ও সন্দিগ্ধ হওয়া তোমার উচিত নয়।[১৪৫] তাঁদের সকলের সঙ্গেই অনুগ্রহ ও দয়ার সহিত আচরণ করা উচিত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী ও মিথ্যাবাদিদের কথায় কর্ণপাত করবে না। কারণ এই উপদেশ একদিন তোমার উপকারে আসবে।" আমার হৃদয় তোমার প্রতি উৎসাহী বলে তোমার নিকট যে-কথা লেখা আমার উচিত নয় আমি তা-ই লিখছি। যোগ্য লোকের প্রতি কপটতা দেখানোর অর্থ আসল কাজ পণ্ড করা।

৪৮নং পত্র

উন্নত পুত্র, একদা মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) বিষণ্ন মনে 'গোসলখানায়'[১৪৬] প্রবেশ করলেন। সা'দ আল্লাহ্ খান[১৪৭] এবং আলি মর্দান খান[১৪৮] তাঁর উদার মনের বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহামান্য সম্রাট মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "কয়েকজন বেসামরিক এবং অর্থ দফতরের কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। এরূপে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো যোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন লোক এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না। শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এই চিন্তায় আমার মনে শান্তি নেই।" কিলিচ খান[১৪৯] বললেন, "স্থায়ী সার্বভৌমত্বের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির সমৃদ্ধি আপনার মহান্ পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর করে। আপনার খাদেম অল্প সময়ের মধ্যে তার পাঁচজন কর্মচারীকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছে যে তারা এখন সাম্রাজ্যের উচ্চপদের উপযুক্ত ; প্রদেশের শাসনকার্যে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহের জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।" এই কথাগুলি শোনামাত্র মহামান্য সম্রাটের সুন্দর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; তিনি সেই পাঁচজন কর্মচারীর আকৃতি-প্রকৃতি ও চরিত্র পরীক্ষার জন্য তাদেরকে অপরাহ্নে তাঁর সম্মুখে এনে হাজির করার জন্য কিলিচ খানকে আদেশ দিলেন। (মহামান্য সম্রাট আরো বললেন), "যদি (কারও) আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হয় তাহলে কত চমৎকার হয় !" কিলিচ খান ঠিক নির্ধারিত সময়ে সম্রাটের কাছে (তাঁর পাঁচজন কর্মচারীসহ) এসে হাজির হলেন। সম্রাটের সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র কাজে (হাজির হওয়ার মতো) সৌভাগ্য অর্জন করে তিনি (সম্রাটের নিকট পাঁচজন কর্মচারীর) সৎ চরিত্র ও যোগ্যতার কথা প্রকাশ করলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই বিশ্বপ্রভুর (অর্থাৎ শাজাহানের) অনুগ্রহ ও স্বীকৃতিসহ সম্মানিত হলেন এবং উপযুক্ত ও ব্যক্তিগত (বংশগত নয়) পদ ও তাঁদের অধীনে কাজ করার মতো সহকারী লাভ করলেন। মহামান্য সম্রাট উপরোল্লিখিত খানকেও বিশেষ অনুগ্রহ দেখালেন। তাঁকে 'এক হাজারী'[১৫০] নামক ব্যক্তিগত উপাধি এবং তদুপরি দুই সহস্র অশ্বা-

রোহী সৈনিক দেয়া হলো। মহামান্য সম্রাট বললেন, (চরণ) "আল্লাহ্ তোমাকে সুখী করুন, কেননা তুমি আমাকে সুখী করেছ।" (সম্রাট শাজাহান কর্তৃক) তাঁর অনুরোধ গৃহীত হওয়ায় এবং বদান্য প্রভুর (অর্থাৎ শাজাহানের) অনুগ্রহ লাভ করায় এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গুণবান খান এক হাজার মোহর[১৫১] দরিদ্রদের মধ্যে দান হিসেবে বিতরণ করেন।

৪৯নং পত্র

উন্নত পুত্র, তোমার সচিবের সহকারীর কেরাণী কামিয়াব খান আমার নিকট একটি পত্র লিখেছে।

(শ্লোক) : "যে ব্যক্তি উৎপীড়নের তরবারি নিষ্কোষিত করে, একই তরবারির আঘাতে আল্লাহ্ কর্তৃক সেও নিহত হয় (অর্থাৎ যে উৎপীড়ন করে প্রতিদানে সেও উৎপীড়িত হয়)।" শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে (তোমার দ্বারা) যা হবার তা হয়েছে। (কেরাণীর পত্রে উল্লেখিত উৎপীড়নকারী কর্মচারীর ওপর মৃত্যুদণ্ড আরোপের বেলায়) অনুমোদনযোগ্য ত্বরা না করলেই উত্তম হতো। যাহোক, যদিও 'যথার্থ প্রতিশোধ'[১৫২] একটি ন্যায়সঙ্গত আইন, তথাপি (কারও) হৃদয়ে যন্ত্রণা দিলে তা আল্লার অসন্তুষ্টির কারণ ঘটায়। একারণেই একথা বলা হয়েছে (চরণ) "একজন অপরাধীকে ক্ষমা করার মধ্যে আনন্দ আছে, কিন্তু তার ওপর উপযুক্ত শাস্তি আরোপের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই।"

৫০নং পত্র

উন্নত ও সৌভাগ্যশালী পুত্র মুহম্মদ আ'যম, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন। যে অশ্বগুলির ওপর আমি আরোহণ করি তুমি সেই অশ্বগুলির অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছ। সম্রাট জাহাঙ্গীর (আওরঙ্গজেবের পিতামহ) তাঁর প্রধান সহিসকে এমন কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন যে তাকে 'সফ শেকন খান' (আভিধানিক অর্থ : সেনাদলের ব্যূহভেদকারীর নায়ক) খেতাব প্রদান হাস্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। (চরণ) "একজন নিগ্রোকে 'কাফুর' (কর্পূর) বলে অভিহিত করা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী।"[১৫৩] মহামান্য সম্রাট শাজাহান বলতেন, "একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক সমস্ত কর্ম পণ্ড করে। ভ্রমণকালীন অসুবিধা ও কষ্টের সময় উপযুক্ত লোক নিয়োগ করতে গিয়ে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি।" তোমার সহিসদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেবে এবং (তারপর) আমাকে লিখে জানাবে। (চরণ) "আমরা অবশ্যই প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে সহ্য করব ; তাদেরকে নিয়ে কি করা যায় ? তারাও তো মানুষ।"

৫১নং পত্র

উন্নত পত্রে, একজন সংবাদদাতা লৌলি জেলা থেকে তার নিজের ভাগ্নের নিকট লিখেছে (যে), "বণিক ও পর্যটকদের ওপর প্রতি বৎসর যে পথ-শুল্ক আদায় করা হয় তার পরিমাণ ১৫০০০ টাকা থেকে ১৬০০০ টাকা। কিন্তু জেলার কোষাধ্যক্ষ ও পুলিশ অফিসার এই শুল্কের ১০০০ কিংবা ২০০০-এর অধিক টাকা শাহী কোষাগারে পাঠান না।" প্রকৃতপক্ষে একে 'রাহদারি'[১৫৪] (পথ-শুল্ক সংগ্রহ) না বলে 'রাহজানি' (সম্রাটের সম্পত্তি লুণ্ঠন) বলাই যুক্তিসঙ্গত। (নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য সম্রাট কর্তৃক জনসাধারণের সম্পত্তি (সম্পত্তির ব্যবহার) বেআইনী।[১৫৫] যদি এই কর্মচারীগণ (পথ-শুল্কের) শতকরা পাঁচ টাকা কিংবা প্রতি চল্লিশ টাকা থেকে এক টাকা গ্রহণ করত তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। ধর যদি কোষাধ্যক্ষের এহেন অসৎ অভ্যাস ধরা পড়ে, তাহলে তদন্তের জন্য তোমাকে সর্বপ্রথম মহাধ্যক্ষ ও সচিবের নামে একটি লিখিত আদেশ পাঠাতে হবে। তারপর তার এই অসাধুতার জন্য কি করতে হবে তা আমার জানা আছে। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ ভূস্বামী পাবে এবং অবশিষ্টের (অর্ধাংশের) স্বত্ব সম্রাটের।

মহামান্য সম্রাটের (শাজাহানের) রাজত্বকালে একদা শাহী শোভাযাত্রা অতিক্রম করার সময় একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, "শুভ-লক্ষণযুক্ত এই সময়টা হলো সৎকর্মের সমষ্টিগত ফল। (হে মহামান্য সম্রাট) ন্যায়-পরায়ণ শাসক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী সৎ সচিব পাওয়ার আশায় সর্বদাই আগ্রহী। আপনার প্রজাকুল এখন সচ্ছল ও নিরাপদ অবস্থায় আছে। আপনার মতো মহান্ ও পবিত্র শাসকের ওপর স্বর্গীয় অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য (আল্লাহ্কে) ধন্যবাদ দেয়া আমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি।" এই কথাগুলি শুনে মহামান্য সম্রাট কিছুক্ষণের জন্য শোভাযাত্রা স্থগিত রাখার আদেশ দিলেন, দূর থেকে বিশেষ কর্মচারীকে আহ্বান করলেন এবং লোকটিকে দোয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর হাত ওপরে উঠালেন। তারপর তাকে সম্মানসূচক খেলাত উপহার দিলেন। সে সময় সা'দ আল্লাহ্ খান সম্রাটকে বললেন, "একজন লোকের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট হয় তার আকাঙ্ক্ষার সমানুপাতে এবং আকাঙ্ক্ষা নির্দিষ্ট হয় তার ভালো স্বভাবের সমানুপাতে।"

৫২নং পত্র

উন্নত পত্রে, সা'য়িদ খান বাহাদুর জাফর জঙ্গ[১৫৬] একজন লোককে মহামান্য সম্রাটের (শাজাহানের) সম্মুখে আনলেন এবং প্রসন্নতাবশত তার প্রশংসা করলেন। সা'দ আল্লাহ্ খান সত্যকে স্বীকার করে নিলেন (অর্থাৎ লোকটির প্রতি ন্যায়-পরায়ণতা দেখালেন) এবং বললেন, "সা'য়িদ খান সুখী হোন, যিনি (মহামান্য

সম্রাটের সম্মুখে) এ ধরনের লোক এনে উপস্থিত করেছেন এবং সম্রাটের নিকট তার সদ্গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন।" সম্রাটের পবিত্র মুখ থেকে (এই মর্মে) কথাগুলি নির্গত হলো (যে), "তোমাদের (অর্থাৎ মনসবদারদের) কাজ হলো আমার সম্মুখে কর্মচারীদেরকে এনে হাজির করা, আর আমার কাজ হলো শাসন-কার্যের উন্নতি বিধানার্থে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। আমি যাদেরকে চাই, সেই বিদ্বান ও সুপণ্ডিত সচিব, সৎ কর্মচারী এবং বহু সদ্গুণবিশিষ্ট সৈন্যদেরকে খুঁজে বের করে আমার সম্মুখে এনে হাজির করে আমাকে বাধিত করা মনসবদারদের উচিত।" প্রধান উযির[১৫৭] বললেন, "আপনার পবিত্র শাসনামলে প্রতিটি প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত প্রতিটি দফতরের লোককে অবশেষে উপযুক্ত পদ দানে সম্মানিত করা হয় এবং মূল্যবান খেলাত উপহার দেয়া হয়।" মহামান্য সম্রাট লোকটির যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য এবং তাকে একটি ভালো চাকরি দেয়ার জন্য প্রধান উযিরকে আদেশ করলেন। সা'দুল্লাহ খান বাহাদুর গুণের যথোচিত মর্যাদাদানকারী সম্রাটের (অর্থাৎ শাজাহানের) যথার্থ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাবশত ধার্মিক, সৎ ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে দশ হাজার টাকা বিতরণ করলেন।

৫৩নং পত্র

উন্নত পুত্র, একদা শত্রুভাবাপন্ন ভাই[১৫৮]-এর সচিব পাহার অমল মহামান্য সম্রাটের (শাজাহানের) সম্মুখে জমা-খরচের হিসাবপত্র দাখিল করল এবং বলল, "আমরা (অর্থাৎ দারা ও পাহার অমল) পরস্পর একসঙ্গে যে ক'দিনের হিসাব রেখেছি সে ক'দিনের বকেয়া পরিশোধের জন্য শাহী কোষাগার থেকে দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। মহামান্য সম্রাট টাকা প্রদানের আদেশ দেবেন।" সম্রাট জমা-খরচের হিসাব-পত্রখানি সা'দ আল্লাহ্ খানের হাতে দিয়ে বললেন, "পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাইয়ের জন্য হিসাব-পত্রখানি পরীক্ষা করে দেখে তারপর আমাকে বলো।" উপরোল্লিখিত খান তৎক্ষণাৎ বললেন, "শাহী কোষাগার থেকে এ ধরনের মোটা পরিমাণ অর্থ দেয়া উচিত নয়। পরস্পরের টাকা পরিশোধের জন্য পরবর্তী সময়ে নগদ টাকার হিসাব স্থিরীকৃত হবে।" দরবার ভঙ্গের পর আত্মম্ভরি দারা প্রধান উযিরের (অর্থাৎ সা'দ আল্লাহ্ খানের) প্রতি ক্রুদ্ধবাণী উচ্চারণ করল। 'গোসলখানার'[১৫৯] কর্মচারী কর্তৃক প্রেরিত বিবরণ যখন সম্রাটের নিকট পৌঁছল, সম্রাট তৎক্ষণাৎ শত্রুভাবাপন্ন ভায়ের নিকট পত্র লিখলেন এবং তাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি সন্নিবেশিত করলেন।

(শ্লোক): "সৎ ও ধার্মিকদের সঙ্গে ঝগড়া করার অর্থ নিজের প্রতি শত্রুতা দেখানো; দর্পণের ওপর যে ব্যক্তি ছোরা নিক্ষেপিত করে, সে নিজেই ছোরার লক্ষ্যস্থল হয়।" (সম্রাট পত্রে আরও লিখেছেন) "ন্যায় ও

অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা শাহাজাদাদের একটি বিশেষ গুণ। পাহার অমল তোমার ব্যয়ভার লাঘব করতে চায়, অপরপক্ষে সা'দ আল্লাহ্ খান চায় আমার ধনসম্পদ রক্ষা করতে। যদি তোমার হিসাবের বই থেকে জমা-খরচের হিসাব পত্রখানি যথার্থ বলে প্রতিপাদিত হতো, তাহলে সা'দ আল্লাহ্ খানের পক্ষে সেই টাকার অংক পরিশোধ করা সঙ্গত কিংবা অসঙ্গত কিনা তা অনুসন্ধান করা তোমার কর্তব্য ছিল। নতুবা শাহী কর্মচারীকে বিশেষ করে সা'দ আল্লাহ্ খানকে (খানের হৃদয়ে) দুঃখ দেয়া খুবই ক্ষতিকর। এই লোকদের[১৬০] হৃদয় জয় করা মঙ্গলজনক। যোগ্য এবং বিচক্ষণ কর্মচারীগণ হলো ধনসম্পদ বৃদ্ধির এবং তাদের প্রভুর খ্যাতিবৃদ্ধির উৎসস্বরূপ।" সেদিন সন্ধ্যায় সম্রাট সা'দ আল্লাহ্ খানকে বুটি তোলা কয়েক পুলিন্দা এক রঙের মাহমুদি[১৬১] খেলাত এবং নগদ তিন হাজার 'দিনার'[১৬২] উপহার দেন।

৫৪নং পত্র[১৬৩]

উন্নত পুত্র, এই মৌখিক গল্পটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমার কর্ণগোচর হয়েছে। আমি গল্পটা সবিস্তারে তোমার নিকট লিখে পাঠালাম, যাতে তুমিও তা অবগত হতে পার। একদা মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) তাঁর নিজের উপস্থিতিতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ সভায় আলি মর্দান খান[১৬৪] এবং সা'দ আল্লাহ্ খানকে[১৬৫] সম্মানিত করলেন এবং বাগ্মিতার সহিত বললেন, "সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও পরিচালনা কেবল বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ না করুন যদি কোনো অযোগ্য রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার লাভ করে এবং নিখুঁত বিচারবুদ্ধিহীন লোকদেরকে (সাম্রাজ্যের) উযির ও আমির ওমরাহের পদে নিযুক্ত করে, তাহলে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় চরম বিশৃংখলা বিরাজ করবে। তারপর শুরু হবে প্রজাদের সর্বনাশ ও দারিদ্র্য ; হ্রাসকৃত হারে দেশের রাজস্ব আদায় হবে এবং (এভাবে) দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের উচিত সাধু এবং ধার্মিক লোকদের সংসর্গে থাকা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর তোমরা আমার জন্য এই দোয়া করবে যে সাম্রাজ্যের গৌরব যেন ম্লান না হয় এবং কোনো প্রজাই যেন নিন্দাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। আমার মৃত্যুর পর যে পুত্র আমার উত্তরাধিকারী হবে[১৬৬] সে প্রসন্নতার সহিত আল্লার সাহায্য লাভ করবে। অনেকদিন যাবৎ আমি চিন্তা করে আসছি যে সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠপুত্র[১৬৭] মর্যাদা, আত্ম-ম্ভরিতা, উচ্চভাব ও প্রশংসার অধিকারী হয়েও সে শিষ্টের শত্রু এবং দুষ্টের বন্ধু[১৬৮]। (চরণ) "পাপীদের প্রতি সে সদয়ভাবাপন্ন এবং ধার্মিকদের প্রতি সে শত্রুভাবাপন্ন।" একমাত্র উদারতা ছাড়া শুজার[১৬৯] আর কোনো গুণই নেই। আর মুরাদ বখশের[১৭০] তো ধর্ম বলতে কিছুই নেই। সে কেবল পানাহারেই

সর্বদা মত্ত এবং অনবরত সুরাদেবীর উপভোগে রত। কিন্তু ঐ ধরনের অমুক ব্যক্তি, অর্থাৎ এই অধম ব্যক্তি (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) অটল মনোভাব ও দূরদর্শিতার[১৭১] অধিকারী বলে আমার মনে হয়। আমার পরে খুব সম্ভবত সে-ই সম্রাট হবে।" সা'দ আল্লাহ্ খান 'আধ্যাত্মিক নেতার'[১৭২] (নিম্নলিখিত) অর্ধ-শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন: "একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক হলো শুভলক্ষণযুক্ত।" মহামান্য সম্রাট মন্তব্য করলেন, (চরণ) "আল্লাহ্ কর্তৃক কে নির্বাচিত হবে এবং কার প্রতিই বা তাঁর অনুরাগ বর্ষিত হবে?"

৫৫নং পত্র

আমার প্রিয় পুত্র, কথিত আছে যে 'চৌকি'[১৭৩]-র দিনে আলি মর্দান খান[১৭৪], আবু সায়িদ মর্য এবং কিলিচ খান[১৭৫] সৈন্যদেরকে সর্বপ্রথম কফি দিতেন; তারপর নাস্তার সময় তাদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করতেন, দ্বিপ্রহরে আহারের সময় আহার দিতেন; এবং তাদের প্রস্থানের সময় সুগন্ধিদ্রব্য ও পান[১৭৬] দ্বারা আপ্যায়িত করতেন। তাঁরা সৈন্যদের পরিবারস্থ লোকদের নিকট থালাভর্তি নানারকমের খাদ্য পাঠাতেন এবং বলতেন, "তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা যেন আমাদেরকে এই মর্মে কটাক্ষ করে বলে না যে, আমরা কেবল সৈন্যদেরকেই খাওয়াই এবং (তাদের প্রতি) আমরা উদার নই কিংবা তাদের কথা ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন হই না।"

আগের যুগে কোনো এক ব্যক্তি একজন মহৎ লোকের সম্মুখে তখনকার সময় সম্পর্কে অভিযোগ করতে শুরু করল। মহৎ লোকটি বললেন, "বর্তমান সময়ের জন্য (আল্লাহ্‌কে) ধন্যবাদ দেয়া এবং বর্তমান সময়ের অতিরিক্ত প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য; কারণ জীবিকা সম্পর্কে এখন (সম্রাট শাজাহানের আমলে) মানুষের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তার প্রাণ ও সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কারও ধর্ম ও বিশ্বাসে শৈথিল্যের ভয় নেই। ভবিষ্যতে মানুষের অভিপ্রায় বদলে যাবে এবং দুঃসহ উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হবে। ন্যায়পরায়ণতা এবং কৃতজ্ঞতার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। সহরের শাসক ও রক্ষকগণ প্রকাশ্যভাবেই (জনসাধারণের) লুঠতরাজে রত হবে। ভাবীকালের শাসনকারী রাজা উৎপীড়িতদের হক বিচার করবে না। আমির ওমরাহগণ পরস্পরের সুবিধার জন্য উৎপীড়কদের সমর্থন করতে সচেষ্ট হবে। (জনসাধারণের) ন্যায্য অধিকার অবহেলিত এবং পদদলিত হবে। স্ত্রীলোকেরা সাহসিকতা প্রদর্শন করবে এবং কন্যাগণ উযিরের পদে সম্মানিত হবে। নিরুৎসাহ ও গুণের যথোচিত স্বীকৃতির অভাবে গুণী লোকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দেশের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের সাহায্য থেকে বিরত থাকবে। যোগ্য কর্মচারীগণ অফিস থেকে অবসর গ্রহণের পরেও (উৎপীড়ন থেকে) অব্যাহতি পাবে না। নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ লোকেরাই

সরকারী কার্য পরিচালনা করবে। পুত্রেরা (তাদের) পিতাকে দুঃখকষ্ট দেবে এবং পুত্রের জন্য পিতার মনে পৈত্রিক স্নেহ বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। সতী স্ত্রীগণ (তাদের লম্পট স্বামীদের লাম্পট্য ও বীতরাগের জন্য ক্রন্দন করবে। তখন সময়মত বৃষ্টি হবে না। সুবাদারদের স্বার্থপর অশুভ স্বভাবের জন্য চড়াদামে খাদ্যশস্য বিক্রী হবে। শাসকদের অত্যাচারের জন্য দেশ উৎসন্নে যাবে। বারবণিতাগণ আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ লোকদের ঘরে প্রকাশ্যভাবে বাস করবে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বেশভূষায় সজ্জিত হবে (অর্থাৎ কাপুরুষ হিসেবে প্রমাণিত হবে)।"

৫৬নং পত্র (১৬৯০ কিংবা ১৭০১ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, তোমার আধ্যাত্মিক নেতা ফাযিল খান[১৭৭] পরলোকগমন করেছেন। (তাঁর মৃত্যুর জন্য) আমি দুঃখিত। তিনি তাঁর কাজে বিশ্বস্ত (কিংবা শিক্ষিত) ও সতর্ক ছিলেন এবং সুস্থ মেজাজের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে অর্থবিভাগের কর্মচারীদেরকে যত্ন ও সতর্কতার সহিত রাখতেন। তিনি এই অধমের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের) ঘর তাঁর তত্ত্বাবধানের দ্বারা আলোকিত করেছিলেন। ওয়াযির খান হাজি মুহম্মদ[১৭৮] -এর সৎপ্রকৃতিতে সন্দিহান হওয়াও তোমার উচিত নয়। সৈয়দ মুহম্মদ খান এবং মীর নেয়ায মন্দ না হলেও তারা কড়া কর্মচারী। তোমার অধীনস্থ অধিকাংশ কর্মচারী আমার ভৃত্য বলে এই মুহূর্তে আমি কাবিল খানকে চাই এবং তোমার কাছ থেকে তাকে দাবি করছি। তুমি কাবিল খানের পদে মুহম্মদ মহসিনকে নিযুক্ত করবে। আমার দরবারে ভালো লোকের অভাব আছে (অর্থাৎ সংখ্যায় খুবই কম)[১৭৯]। এখানে তার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যথেষ্ট কাজ থাকা সত্ত্বেও এনায়েতুল্লাহ্ খান[১৮০] তার পরিবর্তে কাজ করবে। হাফিযা মরিয়ম[১৮১] আরো ভালো অধিকার দাবি করছে। তার পুত্র (অর্থাৎ এনায়েতুল্লাহ্ খান) তার যোগ্যতার জন্য আমার নিকট পরিচিত; কিন্তু তার আত্মীয়দের প্রতি সে বড় কঠোর। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি প্রায়ই তোমাকে বলছি, "রঘুনাথ সা'দ আল্লাহ্ খান[১৮২] তার আপন ভাইদেরকে অর্থ-সংক্রান্ত চাকরিতে নিযুক্ত করেনি এবং সে বলত, "ঐ ভাইগুলি হলো এমন ধরনের কর্মচারীর মতো, যারা (তাদের প্রভুর) গৃহে ধ্বংস আনয়ন করে। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত করুন কিংবা ধ্বংস করুন।"

৫৭নং পত্র[১৮৩]

উন্নত পুত্র, (তোমার প্রেরিত) সুস্বাদু আমগুলি বৃদ্ধ পিতার রসনাকে তৃপ্ত করেছে। যুবক পুত্রের (অর্থাৎ আ'যমের সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি লাভ

করুক। (চরণ) "একজন হিতৈষীর নিকট থেকে যা পাওয়া যায় তা-ই উত্তম।"

৫৮নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, পিতার জীবন, পিতার জীবনের ফসল (অর্থাৎ প্রিয় পুত্র), গুজরাট[১৮৪] প্রদেশ বাংলা, দাক্ষিণাত্য কিংবা কাবুলের মতো নয় (অর্থাৎ গুজরাট মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যখানে অবস্থিত এবং বাংলা, দাক্ষিণাত্য কিংবা কাবুলের মতো সীমান্তে অবস্থিত নয়) যে অধিক দূরত্বের জন্য এবং সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বলে (গুজরাটের জন্য) কমিশনার নিয়োগ, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তোমাকে মেনে নিতেই হবে (অর্থাৎ কেবল আমাদের ছাড়া অন্য কারও হাতে গুজরাটের জন্য কমিশনার নিয়োগ করা চলবে না ; কারণ এই প্রদেশ সাম্রাজ্যের মধ্যখানে অবস্থিত)। এখন থেকে (কমিশনারদের প্রতি) অঙ্গীকার ও হুমকির সহিত যে পর্যন্ত কার্য নির্বাহ হয় সে পর্যন্ত তুমি আমার ব্যবস্থামতো কাজ চালিয়ে যাও। দহুদ[১৮৫] জেলার বৃদ্ধ এবং রুগ্ন পুলিশ অফিসার তার শারীরিক দুর্বলতার জন্য তোমার কাছে হাজির হতে পারেনি। তুমি তাকে (তার চাকরি থেকে) বরখাস্ত করো না এবং তাকে তার নিজের পথে চলার জন্য ছেড়ে দাও।

৫৯নং পত্র

উন্নত পুত্র, একজন সিদ্ধপুরুষ একটি হাদিসের কথা লিখে আমার নিকট উপস্থাপিত করেছিলেন (এবং বলেছিলেন) "পবিত্র রসুল (অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ)—তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবারের ওপর আল্লার আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক—মহান্ (স্বর্গীয় দূত) জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন কার্য সবচেয়ে উত্তম?' স্বর্গীয় দূত জবাব দিলেন 'রাজাদের কার্য, যা নিঃস্বদেরকে উপকৃত করে এবং আনন্দদান করে।' আমিও রাজাদের কার্যের অংশীদার হতে চাই এবং মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চাই।" আমি বললাম, "এর (আমার অধীনে আপনার কাজ করার) বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি নেই।"

৬০নং পত্র[১৮৬]

উন্নত পুত্র, আমিরদের কর্তৃক তোমার নিকট উপস্থাপিত উপহার গ্রহণে অসম্মত হওয়ার অর্থ হলো শাহী কোষাগারের ক্ষতিসাধন করা। এবারের মতো সদাশয়তার খাতিরে আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও ভবিষ্যতে এরূপ করা তোমার পক্ষে উচিত হবে না।

৬১নং পত্র

উন্নত পুত্র, তুমি এবার যে তুর্কী অশ্বটি পাঠিয়েছ, তার আকৃতি ও প্রকৃতি বেশ চমৎকার। এই অশ্বটি আবার প্রথমটির চাইতে অধিকতর উৎকৃষ্ট। আমি এর নামকরণ করেছি 'সবুক-সইর'[১৮৭] (আভিধানিক অর্থ, 'হাল্কা গতিসম্পন্ন', অর্থাৎ দ্রুতগামী), কারণ সংশ্লিষ্ট পাত্রের (অর্থাৎ অশ্বটির) সঙ্গে এই নামের সঙ্গতি রয়েছে।

৬২নং পত্র

উন্নত পুত্র, তোমার প্রস্তাবে আমি মুসবি খানকে[১৮৮] প্রধান বখ্শি নিযুক্ত করেছি। কর্মচারী যদি সন্তোষজনকভাবে তার কর্তব্য পালন করে তাহলেই যথেষ্ট। তার হাবভাব মন্দ নয়। আমি তার চরিত্র সম্পর্কে জানি না। (চরণ) "আত্মার পাপাচার (অর্থাৎ একজন লোকের চরিত্র) অনেক বৎসর পর্যন্ত অজ্ঞের থাকে। যে লোককে চাকরিতে নিযুক্ত করা হবে তার চরিত্র সম্পর্কে গোপনে তদন্ত করা একটি সাধারণ নিয়ম। কারণ (কোনো কর্মচারীর চাকরির) প্রারম্ভে জনসাধারণ তাদের উত্তম কাজের অভিনয় দ্বারা প্রতাড়িত হয়। কিন্তু পরে তারা একজন স্বার্থপর কর্মচারীকে তাদের কাজে নিযুক্ত দেখতে পায়। পরবর্তী অবস্থায় ইফতিখার খান[১৮৯] এবং মুহম্মদ আলী খান[১৯০], ফাযিল খান[১৯১] এবং ফযায়েল খান[১৯২] 'খামানি' পদের কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা করত, যাদের কপাল থেকে শুভলক্ষণসমূহ (নির্গত হতে) দেখা যেত। দৈহিক রোগ চিকিৎসকের দ্বারা আরোগ্য হতে পারে; কিন্তু স্বার্থপরতার মতো মানসিক রোগের প্রতিকার কেবলমাত্র হৃদয়ের পরিবর্তনকারীর (অর্থাৎ আল্লার) দ্বারাই সম্ভব।

৬৩নং পত্র

উন্নত পুত্র, মহান আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন। আমি দিয়ানত খান আবদুল কাদিরকে (আমার) পৌত্র বাহাদুরের[১৯৩] সচিব নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তার নাম উক্ত পদাধিকারীর স্বভাবের অনুরূপ নয় (অর্থাৎ সে অসৎ—দিয়ানত খানের অর্থ 'অসৎ খান')। তার কাছ থেকে সততা আশা করা যায় না।

৬৪নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

উন্নত পুত্র, (আমার) আদেশ কার্যকরী করতে তুমি বলিষ্ঠ মত পোষণ করে থাক। গুজরাট হলো ভারতের অলঙ্কার ও মণিস্বরূপ।[১৯৪] এখানে প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্প, কলা ও পেশার অন্তর্ভুক্ত লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্প্রতি

গুজরাটস্থ শাহী কারখানা থেকে (একটি জিনিসের) নমুনা আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যা অমসৃণ এবং দামী। তুমি অবশ্যই এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবে।

৬৫নং পত্র

উন্নত পুত্র, নুর্বদা[১৯৫] থেকে আমার নিকট প্রেরিত বিস্তারিত বিবরণ থেকে (আমি জানতে পেরেছি) যে (আমার) প্রিয় পুত্রের (অর্থাৎ আ'যমের) গোলন্দাজ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক আমানুল্লাহ্ বেগ[১৯৬] শয়তানসদৃশ, দুষ্ট ও নির্লজ্জ সন্তাজকে[১৯৭] সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছে এবং বাক খান ও তার স্বীয় অনুসারিদের খাদ্য-সম্ভার নিরাপদে এনেছে। প্রকৃতপক্ষে তার ও তার অনুসারিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বীরোচিত কার্য প্রশংসা ও সুখ্যাতির দাবি রাখে। তুমি তাকে যথাযোগ্য অনুগ্রহ দেখাবে এবং তার জন্য আমার নিকটও সুপারিশ করবে।

৬৬নং পত্র

উন্নত পুত্র, মীর জালালুদ্দীন,[১৯৮] যে তোমার কাজ থেকে ইস্তফা দিয়েছে, স্পষ্টতঃই আমার প্রাক্তন প্রধান বখ্শি পরলোকগত হিম্মত খানের[১৯৯] ভ্রাতুষ্পুত্র। সে একজন অভিজ্ঞাত বংশজাত এবং সচ্চরিত্রবান প্রকৃত সৈয়দ[২০০] তুমি তাকে কেন বরখাস্ত করেছ?

৬৭নং পত্র

উন্নত পুত্র, শমশের খানের[২০১] পুত্রগণ পদত্যাগ করেছে কেন। তাদের পদত্যাগের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সামান্য অপরাধের জন্য পুরনো কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করে (তাদের স্থলে) নতুন কর্মচারী নিয়োগ করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। আমি (আকাশের) ছাদের দিকে অগ্রসরমান সূর্যের মতো (অর্থাৎ আমি মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি)[২০২]। তুমি কি চিন্তা করছ? যাহোক, যদি তুমি আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হও এবং সিংহাসন অধিকার কর, তাতে আমি কিছুই মনে করব না।[২০৩]

৬৮নং পত্র

উন্নত পুত্র, (চরণ) "তোমার সহচরকে অবশ্যই তোমার নিজের চাইতে উত্তম হতে হবে, যাতে তোমার জ্ঞান ও ঈমান বৃদ্ধিলাভ করতে পারে।" অনেকদিন থেকেই আমি শুনতে পাচ্ছি যে তোমার 'জায়গির' জেলাগুলিতে প্রকাশ্যভাবে উৎপীড়ন চলছে। যে হতভাগ্য উৎপীড়িতগণ শাসকের নিকট যাওয়ার অনুমতি

পার না তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিচারক উৎপীড়কদেরকে দূরে করে না। আল্লার দরবারে ফেরেশ্‌তাগণ (আমার বা তোমার দ্বারা) নিযুক্ত সুবাদারের আমলনামায় উৎপীড়নমূলক কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করে থাকে। দ্বিতীয় বখ্‌শিকে এত বেশী ক্ষমতা দান ও তার ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছ যে, তার কার্যাবলীর বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারও নেই। এর মানে কি? যদিও একজন কাজের লোকের স্বাধীন ক্ষমতা যেভাবে হোক বৃদ্ধি করা ন্যায়সঙ্গত, তথাপি কোনো কর্মচারীকে অবিমিশ্র ক্ষমতা দান করা এবং সে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য নির্বাহ করে সেগুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখা স্রেফ বোকামি।[২০৫] (চতুষ্পদী শ্লোক) "অসৎ লোকের সহিত মেলামেশা করো না; তার নিকট অপরিচিত থেকো (অর্থাৎ তার কাছ থেকে দূরে থেকো)। যদি তুমি তার শস্য খাও, তাহলে তুমি (পাখির মতো) তার ফাঁদে আটকা পড়বে। তীর তার সরলতার জন্য ধনুককে বক্র দেখতে পায়; দেখ, সে কিভাবে তার অসরলতা পরিহার করেছে! (অর্থাৎ তীর যেমন ধনুকের বক্রতাকে পছন্দ করে না বলে তাকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ একজন সৎলোক একজন মন্দ লোকের সাহচর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা না করে তার সঙ্গ পরিহার করা উচিত)"। (চরণ) "উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাসকে ভয় করো; কারণ তাদের প্রার্থনার সময় তাকে অভ্যার্থনা করার জন্য আল্লার দরবার থেকে স্বীকৃতি এগিয়ে আসে (অর্থাৎ উৎপীড়িতদের ফরিয়াদ আল্লাহ্‌ শুনতে পান এবং কবুল করেন)।"

৬৯নং পত্র

উন্নত পুত্র, ইফ্‌তিখার খান[২০৬] যখন (তার) কর্মাধ্যক্ষের চাকরিতে রত ছিল তখন (তার) সৎ প্রকৃতি, অভিজ্ঞতা এবং সতর্ক মনোযোগের জন্য আমার নিকট (নিম্নলিখিত) উক্তিটি করেছিল, "অসাধুতা কেবল সম্পত্তি অপহরণ ও বলপূর্বক দখলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্যরূপে বর্ণনা করাও অসাধুতার মধ্যে গণ্য।" (এই উক্তিতে) আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম; এবং আমি (এই মর্মে) সকল কর্মচারী ও শাহী ভৃত্যদের মধ্যে একটি কঠোর আদেশ প্রচার করেছিলাম যে তারা যেন অতিরঞ্জিত না করে এবং আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি ও বিদেশীদের মর্যাদাকে গ্রাহ্য না করে প্রকৃত তথ্য আমাকে জ্ঞাত করায়।

৭০নং পত্র

উন্নত পুত্র, মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) যশোবন্ত খাঁকে[২০৬] 'রাও'[২০৭] খেতাবে ভূষিত করে এবং তাঁকে সম্রাটের একান্ত সচিব নিযুক্ত করে বললেন, "তোমাকে আমার ব্যাপারে এবং যারা 'জায়গির' চায় তাদের ব্যাপারেও সততার

পরিচয় দিতে হবে। বিকেল বেলা গোসলখানায়[২০৮] অঙ্গনে আমার প্রদেশগুলির মানচিত্র ও অট্টালিকার নকশা দেখার সময় যখন নবনিযুক্ত কর্মচারীদের এবং অতিরিক্ত খেতাব বা 'জায়গির'-এর তালিকা (উল্লেখের জন্য) আমার নিকট উপস্থাপিত করা হবে, তখন তুমি আমার সম্মুখে চারজন কিংবা পাঁচজন কর্মচারী নিয়ে আসবে। প্রত্যেকের চরিত্র ও বংশ পরীক্ষা করে আমি 'জায়গির'-এর জন্য আদেশ প্রদান করব।" একইভাবে 'দাগ-তসিহা'-র[২০৯] নিকট তিনি (এই মর্মে) একটি আদেশ জারি করলেন যে, সে যেন বখশিদের সিলমোহর দ্বারা (অশ্বগুলিকে) ছাপ দেয়ার জন্য যে কোনো আদেশ গ্রহণ করে; পরে অশ্বগুলিকে সম্রাটের সম্মুখে এনে সে যেন অবশ্যই ছাপ দেয়; তারপর সে যেন সচিবের নিকট (দাগ দেয়ার) খরচের হিসাব অবশ্যই দাখিল করে।

দুঃসাধ্য অভিযানগুলির ক্লেশের দরুন আমি রাষ্ট্রীয় কাজে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিনি; ফলে শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে চরম গোলাযোগ দেখা দিয়েছিল। মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) প্রায়ই বলতেন, "'সর-কুব'[২১০] কর্মচারীগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, পুলিশ অফিসারগণ, চূড়ান্ত আদেশদানকারী শাসকগণ, ক্রোরি[২১১] বখশিগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীর উচিত সততা ও বিচক্ষণতা অর্জন করা, যা সকলের (গুণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

৭১নং পত্র[২১২]

উন্নত পুত্র, শাহী দরবারে সংবাদদাতাদের প্রেরিত বিবরণ থেকে আমি হেদায়েত কেশ-ই-পাঞ্জাবির ধৃষ্টতা এবং দুর্ব্যবহারের বিস্তারিত কাহিনী জানতে পেরেছি; সে নাকি মদ্যপান করে শাহ বান্দা নওয়াষ গিসু দরাযের[২১৩] পবিত্র সমাধির ওপর দিয়ে হেঁটেছে এবং (এভাবে) তার হীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। এই পাপিষ্ঠ যখন মাতাল অবস্থায় সেই (পবিত্র) সমাধিভূমিতে গিয়েছিল, তখন তার হাত পা বেঁধে তাকে (তোমার সম্মুখে) আনার জন্য একটি পরোয়ানাসহ তোমার ভৃত্যদেরকে পাঠানো উচিত ছিল। তারপর তোমার উচিত ছিল তাকে দণ্ডধারীদের[২১৪] সম্মুখভাগে স্থাপন করে তাদের সঙ্গে আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়া। সংবাদদাতার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখানো ঠিক হবে না। তাই আমি অভিশপ্ত পাঞ্জাবিকে বেঁধে (আমার সম্মুখে) আনার জন্য (তোমার নিকট) কড়া দণ্ডধারী পাঠালাম।

যখন সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত অযোগ্য লোকেরা এ ধরনের কাজ করে, সেইক্ষেত্রে আমি আমার কোনো পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাব না; কাজেই এনায়েতুল্লাহ্ খান[২১৫] এবং অন্যদের জন্য আমি কি করতে পারি?

৭২নং পত্র[২১৬] (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ)

[এই পত্রখানি মরণোন্মুখ অবস্থায় উন্নত ভাষায় লিখিত হয়েছিল]

তোমার ওপর এবং নিকটস্থ সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। জীবনের সায়ংকাল সমাগত এবং দুর্বলতা জোরদার হয়েছে (অর্থাৎ বেড়েছে)। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শক্তি চলে গেছে। আমি (এই পৃথিবীতে) একাকী এসেছি এবং আমি (পরলোকে) অপরিচিত হিসেবে চলে যাচ্ছি। আমার নিজের সম্পর্কে আমি অজ্ঞাতই রয়ে গেলাম; আমি কে এবং আমি কি কাজে লাগতে পারি সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। সময় পার হয়ে গেছে অথচ (আল্লার প্রতি) ভক্তি দেখাতে পারিনি। ভক্তি বিনে সময় কেটে গেছে বলে (এখন) কেবল অনুতাপ করা ছাড়া আর কি করতে পারি। আমি রাজ্য শাসনের (কৌশল) বর্জিত এবং জনসাধারণের মঙ্গলের প্রতি অমনোযোগী ছিলাম। (আমার) প্রিয় জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে বিরাজ করছেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। জীবন চিরস্থায়ী নয়, অতীত জীবনের কোনো চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না; এবং ভবিষ্যৎ জীবনেরও কোনো আশা নেই। (আমার জন্য লজ্জিত হয়ে) জ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেছে। কেবলমাত্র চর্ম অবশিষ্ট আছে (অর্থাৎ আমার শরীরে মাংস মাত্র নেই; অর্থাৎ আমি খুবই দুর্বল)। যদিও (আমার) পুত্র কাম বখ্শ[২১৭] বিজাপুর[২১৮] চলে গেছে, তথাপি সে আমার নিকটই আছে। এবং তুমি, আমার উন্নত পুত্র (অর্থাৎ আ'যম, মালোয়াতে অবস্থানের জন্য) এখনো অন্যের চাইতে আমার অধিক নিকটবর্তী আছ। আমার সবচেয়ে বেশী আদুরে (পুত্র) শাহ আ'লম[২১৯] সকলের (সকল পুত্রদের) চাইতে বেশী দূরে (অর্থাৎ কাবুলে) আছে। (আমার) পৌত্র মুহম্মদ আ'যিম[২২০]–আল্লার ইচ্ছাক্রমে ভারতের সীমান্তে (অর্থাৎ কাবুলের নিকটে) চলে গেছে। (দাক্ষিণাত্যস্থ) সমগ্র (বাদশাহী) সেনাবাহিনী বিশৃংখল ও হতবুদ্ধি অবস্থায় আছে। সেনাবাহিনী আমার মতোই অস্থিরচিত্ত, যে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকেই বেছে নিয়েছে (অর্থাৎ, বেহেস্তে যে আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত হবে না) এবং যে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটায় ও পারদের মতোই যে চঞ্চল। (কিন্তু) সেনাবাহিনী বুঝতে পারে না যে অধিকতর শক্তিশালী প্রভু (অর্থাৎ আল্লাহ্) আছেন। আমি (এই পৃথিবীতে) কোনোকিছুই সঙ্গে আনিনি (অর্থাৎ আমি এখানে নগ্ন অবস্থায় এসেছি); (কিন্তু এখন) আমি (আমার সঙ্গে) পাপের ফল (পরলোকের জন্য) বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি না (সেখানে) আমার ভাগ্যে কি ধরনের শাস্তি জুটবে। যদিও আমি (আল্লার) অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভ করবার দৃঢ় আশা পোষণ করছি, তথাপি আমার কার্যাবলী সেরূপ আশা করতে

দিচ্ছে না (অর্থাৎ আমি আমার কার্যাবলীর পরিণাম সম্পর্কে ভীত)। আমি আমার নিজের সম্পর্কে কিছুই অবগত নই। (চরণ) "যা হবার তা হয়ে গেছে। আমি (অস্তিত্বহীন) সাগরে (আমার জীবনের) তরী ভাসিয়ে দিয়েছি (অর্থাৎ আমি এখন মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি)।" যদিও (আমার) প্রজাদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন, তথাপি (আমার) পুত্রদের প্রয়োজন বাহ্যিক অবস্থার ওপর দৃষ্টি রাখা, যাতে আল্লার বান্দাগণ (অর্থাৎ প্রজাগণ) এবং (বিশেষ করে) মুসলমানগণ অন্যায়ভাবে নিহত না হয়। আমার পৌত্র বাহাদুরের[২২১] নিকট আমার অন্তিম শুভেচ্ছা জানিও; তার চলে যাওয়ার সময় তাকে আমি দেখিনি। (তোমাকে জানবার মতো) আমার এখনো আরেকটি আকাঙ্ক্ষা আছে। বেগম[২২২] যদিও বাহ্যত দুঃখিত, তথাপি আল্লাহ্ তার রক্ষক। নৈরাশ্য ব্যতীত স্ত্রীলোকের অদূরদর্শিতার কোনো ফল নেই। বিদায়! বিদায়! বিদায়।

১. আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র, ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, কিন্তু ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শেষ অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি পরনালা অবরোধেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তা অধিকার করেন। ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুলতানের সুবাদার এবং ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি গুজরাটের এবং ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে মালোয়ার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুয়য্যমের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন; কিন্তু ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে আগ্রার সন্নিকটে পরাজিত ও নিহত হন। তিনি তাঁর পিতার প্রিয় পুত্র ছিলেন (দ্র. ২৯নং পত্র)। খাফি খান বলেছেন যে শাহাজাদা আ'যম নিজেকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি, বিশেষ করে মুয়য্যমের প্রতি খুবই ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর সর্বশেষ উইলে লিখেছেন: "সম্রাটের সমস্ত কর্মচারী মহম্মদ আ'যম শাহের প্রতি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হোক।" তাঁর নিকট প্রেরিত সম্রাটের পত্রগুলির অধিকাংশই তিনি যখন গুজরাটের ভাইসরয় ছিলেন তখনকার লেখা বলে মনে হয়।

২. "এই স্থানে (শাজাহানাবাদে অবস্থিত প্রকাণ্ড রাজকীয় চত্বরে) দিবাবসানের সময় অশ্বগুলিকে নিয়মিত দৌড় করানো হয় এবং অনতিদূরবর্তী একটি প্রশস্ত আস্তাবলে সেগুলিকে রাখা হয়। এখানে কোবাৎ খান বা অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ সতর্কতার সহিত সেই অশ্বগুলি পরীক্ষা করেন, যেগুলিকে সরকারী কাজের জন্য নতুনভাবে নেয়া হয়েছে। যদি সেগুলিকে তুরুক দেশীয় অশ্ব বলে মনে হয়, যা তুর্কিস্তান বা তাতারদের দেশ থেকে এসেছে এবং সেগুলি যদি

পরিমিত আকার ও পর্যাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট হয় তাহলে তাদের উরুতে বাদশাহী মোহর অঙ্কিত করে দেয়া হয়; সেই সঙ্গে যে আমিরের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য তালিকাভুক্ত হয়, তাঁরও একটা ছাপ দেয়া হয়।"—বার্নিয়ার।

৩. "অম্বজ অথবা আম্রফলের উপযুক্ত মৌসুম হলো গ্রীষ্মকালের দু'টি মাস। সে সময়ে এই ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা; কিন্তু যেগুলি দিল্লীতে জন্মে সেগুলি সাধারণ শ্রেণীর। সর্বোৎকৃষ্ট আম আসে বঙ্গদেশ, গোলকুণ্ডা ও গোয়া থেকে এবং সেগুলি স্বাদে ও গন্ধে মিষ্টান্নকেও হার মানায় বলে সত্যই খুব চমৎকার।"—বার্নিয়ার। "এই ফল রঙে গন্ধে এবং স্বাদে অতুলনীয়। খোবানি, কুইন্স, নাশপাতি বা খরমুজের সঙ্গে এর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এবং ইহা এক সের (দুই পাউন্ড) বা তার অধিক ওজনেরও হতে পারে। সবুজ, হলুদ, লাল প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের এবং সুমিষ্ট ও ঈষৎ টক—এই দু'রকম স্বাদের আম হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশেষ করে বঙ্গদেশ, গুজরাট, মলোয়া, খন্দেশ এবং দাক্ষিণাত্যে আম পাওয়া যায়।" ('আইন-ই-আকবরি') সম্রাট আকবরের সময়ে ১০০টি আমের মূল্য ছিল ৪০ পেনির কাছাকাছি।

৪. একটি ভারতীয় শব্দ, যার অর্থ 'ঝুড়ি'। ফার্সী ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হল 'সবদ্'।

৫. দু'রকমের আমকে প্রদত্ত সংস্কৃত নাম। সংস্কৃত 'সুধা' শব্দের অর্থ অমৃত এবং 'রস' শব্দের অর্থ নির্যাস অর্থাৎ অমৃতের মতো মিষ্ট। সংস্কৃত 'রসনা' শব্দের অর্থ জিহ্বা এবং 'বিলাস' শব্দের অর্থ তৃপ্তি অর্থাৎ মুখরোচক। এখানে সংস্কৃত ভাষায় আওরঙ্গজেবের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

৬. একটি ভারতীয় শব্দ, চালের সঙ্গে ডাল মিশিয়ে ইহা রান্না করা হয়। "খিচুড়ি মটরশুঁটি জাতীয় ডালের মিশ্রণ, যা সাধারণ লোকের সাধারণ খাদ্য।" —বার্নিয়ার। তিনি আরও বলেছেন, ইহা "সম্রাট শাজাহানের প্রিয় খাদ্য" ছিল। অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, "ইহা চাল এবং অন্যান্য শাকসব্জির মিশ্রণ। ইহা যখন সেদ্ধ হয় তখন এর ওপর দ্রবীভূত মাখন ঢেলে দেয়া হয়।" এর উপকরণ হলো: চাল, ভাঙা ডাল (মটর ইত্যাদির), লবণ এবং ঘি (দ্রবীভূত মাখন)। সম্রাট আকবরের সময় ইহাকে 'সুফিয়ানাহ্'ও বলা হতো।

৭. একটি ভারতীয় শব্দ। ঝলসানো মাংস অর্থে ব্যবহৃত।

৮. আরেকটি ভারতীয় শব্দ, যা চাল ও শিমের মিশ্রণে প্রস্তুত এক ধরনের খাদ্য অর্থে ব্যবহৃত। উপকরণ: চাল, মাংস, ঘি, ছোলা, পেঁয়াজ, লবণ, টাটকা আদা, দারুচিনি ইত্যাদি।

৯. দ্র. ১২৫নং পত্র।

১০. এই পত্র এবং আগের পত্রটি যৌবনে ও বৃদ্ধ বয়সে আওরঙ্গজেবের সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের পরিচয় দেয়। এতে প্রমাণিত

হয় যে, তাঁর জীবনযাত্রার ধরন সরল ছিল না। (দ্র. ২১নং, ৫৭নং ও ১১৭নং পত্র)

১১. শাহাজাদা আ'যমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (দ্র. ৭৬নং পত্র)

১২. দ্র. ৮৫নং পত্র।

১৩. গুজরাটের পূর্বে অবস্থিত একটি প্রদেশ; কোনো এক সময়ে হিন্দু রাজা বিক্রমাজিত ও ভোজ কর্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হয়েছিল এবং তাঁদের রাজধানী ছিল উজ্জয়ন। পরবর্তীকালে মুসলমানদের শাসনামলে এর রাজধানী ছিল মাণ্ডু। আফিম এই প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

১৪. ইংরেজি 'general' বা সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়কের সংস্কৃত প্রতিশব্দ। সংস্কৃত 'সেনা'-র অর্থ সৈন্য এবং 'পতি'-র অর্থ নেতা। ফার্সী ভাষায় এর সমার্থক শব্দ 'স্নের্বিত'।

১৫. রাজপুতনার একটি যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আঠারো বার বিখ্যাত ভরতপুর দুর্গ রক্ষা করে। তারা শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং আগ্রার আশেপাশে তাদেরকে দেখা যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সর্বপ্রথম তারা একটি জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারা শাহী সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্দিক আক্রমণ করতে সাহসী হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় চুরামনের অধীনে একটি দস্যুদল হিসেবে সর্বপ্রথম তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে আকবরাবাদের নিকট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং কাবুল থেকে সম্রাটের নিকট প্রত্যাবর্তনের সময় অঘর খানকে হত্যা করে। তাদের বিরুদ্ধে খান জাহান বাহাদুর কোকলতশ প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে দমন করতে পারেননি। তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাঁর পরিবর্তে শাহাজাদা মহম্মদ বেদার বখ্‌তকে জাঠদের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়।

১৬. অম্বর কিংবা অমেইর-এর হিন্দু রাজা, রামসিংহের পুত্র এবং মির্যা রাজা জয়সিংহ সেওয়াইর পিতা। তিনি ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কচোয়া অম্বর কিংবা জয়পুরের রাজাদের উপাধি ছিল, সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আকবরের সময়কার রাজা ভগবান দাস এবং রাজা মানসিংহ এই গোত্রভুক্ত ছিলেন।

১৭. আগ্রার নিকটবর্তী একটি সহর। এর আভিধানিক অর্থ 'আকবরের সহর'। ইহা ছিল নতুন আগ্রা। (দ্র. ৯১নং পত্র)

১৮. কামান-গোলা দুই রকমের হয়: ভারী এবং হাল্কা। কিংবা পরের গুলিকে বলা হয় জিনের রেকাবের যুদ্ধাস্ত্র। ভারী অস্ত্রশস্ত্র সব সময় রাজাদের সঙ্গে যায় না। কিন্তু হাল্কা যুদ্ধাস্ত্র সর্বদাই রাজার লোকজনের সঙ্গে থাকাই অভিপ্রেত এবং সেই কারণে সেগুলিকে জিনের রেকাবের যুদ্ধাস্ত্র বলা হয়।

"গোলন্দাজ সৈন্যেরা অনেক বেতন পেয়ে থাকে; বিশেষত ইউরোপের গোলন্দাজদের সকলেই মাসিক ২০০ টাকা বেতন পায়। কিন্তু এখন সম্রাট তাদেরকে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে কাজে নিযুক্ত করেন এবং তাদের বেতন ৩২ টাকা ধার্য করে দিয়েছেন।"—বার্নিয়ার। ' "সম্রাটের অস্ত্রাগারে রয়েছে উৎপাদিত, ক্রয়লব্ধ এবং উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কামান। এগুলির কোনোটা লম্বা এবং কোনোটা খাটো; এবং সেগুলি আবার সাদাসিধে, রঙীন ও হেমার্ড কামানে বিভক্ত।" ('আইন-ই-আকবরি')

১৯. মলোয়া ও গুজরাটে প্রবাহিত একটি নদী; ইহা বিন্ধ্যাচল থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্যাম্বে উপসাগরে পড়েছে। নদীটি খুবই গভীর ও ঝটিকাসঙ্কুল এবং হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলে বিবেচিত। ব্রোচ সহরটি এই নদীর তীরে অবস্থিত। সংস্কৃত ভাষায় এর আভিধানিক অর্থ 'আনন্দদানকারী' (নর্মদা)।

২০. মথুরা ভারতের আর্যাবর্তের একটি সহর; এখানে হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, যা একদা গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল। ইহা ছিল কৃষ্ণের জন্মস্থান এবং হিন্দুদের নিকট পবিত্র। এখানকার সুমিষ্ট 'বল' সুপরিচিত। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এর মন্দিরটি ধ্বংস করে ফেলেন এবং সহরটির নাম পাল্টিয়ে ইসলামাবাদ (ইসলামের সহর) রাখেন। তুলনীয়: মাদুরা, 'দক্ষিণ মথুরা', দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের একটি সহর।

২১. সম্রাট শাজাহান কিভাবে তাঁর সময় কাটাতেন তার বিস্তারিত বিবরণ এই পত্রে পাওয়া যায়। দ্র. 'আইনি-ই-আকবরী' (প্রথম খণ্ড: আইন, ৭২); সম্রাট আকবর কিভাবে তাঁর সময় কাটাতেন, আবুল ফযল এই গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন।

২২. অর্থাৎ শাজাহান, আওরঙ্গজেবের পিতা, প্রকৃত নাম খুররম। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র ছিলেন; ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার রাজত্বকালে তিনি যখন দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি দিল্লির একজন জ্ঞানী উপযুক্ত ও জনপ্রিয় সম্রাট ছিলেন এবং এ পর্যন্ত যতগুলি শাহজাদা দিল্লি শাসন করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী জাঁকজমকশালী। কেবল খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ ছাড়া তাঁর শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন এবং ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে আগ্রার কারাগারে ইহলোক ত্যাগ করেন। ফার্সী ভাষার নিম্নলিখিত কথা দুটি থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ পাওয়া যেতে পারে: 'শাজাহান কর্দ রেফাৎ' (অর্থাৎ শাজাহান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন) এবং 'রেযা আল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লার ইচ্ছা)। তিনি প্রধানত

তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসনের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন শাজাহানাবাদ বা নতুন দিল্লির প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড তাঁর চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। তিনি 'সাহেব-করানে-সানি' বা দ্বিতীয় তৈমুর লং বলে অভিহিত হতেন; কারণ জুপিটার ও ভেনাস যেমন 'একই গৃহে' জন্ম নিয়েছিলেন তেমনি তিনিও তৈমুরের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে শাজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর পত্রাবলীতে তাঁর পিতাকে 'আ'লা হজরত' (মহামান্য সম্রাট) বলে অভিহিত করতেন এবং তাঁর কর্মচারীদেরকে তাঁর জান্নাতবাসী পিতার জন্য এই উপাধি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পিতার নিকট লিখিত আওরঙ্গজেবের একটি পত্রও এই সংগ্রহে উল্লেখিত হয়নি। শাজাহানের উদ্দেশে লেখা কমপক্ষে তিনটি পত্রের কথা খাফি খান উল্লেখ করেছেন। আওরঙ্গজেব তার বন্দী পিতার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন এবং তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান করতেন।

২৩. ফার্সী মূল গ্রন্থে 'ঘরি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, শব্দটি ভারতীয়। শব্দটির দ্বারা সময় পানি ইত্যাদির নির্দিষ্ট পরিমাণ বুঝায়। ইহা প্রায় অর্ধঘণ্টা সময়ের সমতুল্য। এক 'ঘরি'-তে ২৪ মিনিট হয়। তুলনীয়: ভারতীয় শব্দ 'ঘড়িয়াল' কিংবা 'ঘরিয়াল', যার অর্থ পেটাঘড়ি এবং তারপর টেঁকঘড়ি কিংবা বড়ঘড়ি—যা 'ঘরি' কিংবা 'ঘড়ি' থেকে ব্যুৎপন্ন।

২৪. সম্রাট শাজাহানের প্রাসাদের একটি ফোয়ারার নাম, যার আক্ষরিক অর্থ 'অনুগ্রহের জলপ্রপাত'—ওজু সম্পাদনের কাজে ইহা ব্যবহৃত।

২৫. মুসলমানদের মধ্যে যিনি আহ্বায়কের কাজ করেন অর্থাৎ নামাজের সময় হলে যিনি জনসাধারণকে মসজিদে আহ্বান করেন। শব্দটি আরবী 'আ'যান' থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ আহ্বান করা বা নিমন্ত্রণ করা।

২৬. খোলা বারান্দা বা প্রশস্ত খোলা জানালা, যার নিচে প্রজাগণ তাদের সম্রাটের মুখদর্শনের জন্য প্রত্যুষে সমবেত হতো। দিল্লিতে এ ধরনের বারান্দা এখনও দেখতে পাওয়া যায়। মোগল সম্রাটগণ দিনে একবার কিংবা দু'বার এই বারান্দায় আসন গ্রহণ করতেন। সম্রাট যে জীবিত আছেন প্রজাদের মনে সে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই তাঁরা এরূপ দর্শন দান করতেন। বেশ সংখ্যক অনুগত হিন্দু প্রভাতে সম্রাটের মুখদর্শন না করে তাদের খাদ্য গ্রহণ করত না। কেবলমাত্র ধর্মীয় মতবাদের কারণে আওরঙ্গজেব ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজত্বকালের একাদশ বৎসর থেকে যমুনা নদীমুখী এই ঝরুখাতে আসন গ্রহণের পদ্ধতি বন্ধ করে দেন এবং এর নিচে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। 'ঝরুখা' কিংবা 'ঝরুকা' একটি ভারতীয় শব্দ, যার অর্থ খোলা বারান্দা বা সমতল ছাদ। 'দর্শন' সংস্কৃত শব্দ, 'দৃশ্' থেকে ব্যুৎপন্ন; যার অর্থ 'দেখা'; এভাবে মূলত ইহা 'দর্শন' অর্থ প্রকাশ করে। তারপর ইহা কোনো মহান্ লোকের

সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁর মুখদর্শন করা অর্থে বুঝায়। হিন্দুদের কাছে ইহা একটি ধর্মীয় শব্দ, যা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। তারা শব্দটিকে মন্দিরে মূর্তি দর্শন করতে যাওয়া এবং পুজো করা অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

২৭. যারা সম্রাটের মুখদর্শনার্থে সমবেত হতো। (দ্র. উল্লিখিত ২৬নং পাদটীকা)

২৮. মোগল সম্রাটদের প্রসাদাস্থিত দু'টি দরবারের অন্যতম।

ইহা প্রজাবৃন্দের সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যবহৃত একটি বিশাল হল। অপর পক্ষে 'দেওয়ান-ই-খাস' কেবল আমির-ওমরাহগণ ব্যবহার করে থাকেন। এই হল দু'টি এখনও দিল্লিতে দেখতে পাওয়া যায়। বার্নিয়ার এদের সম্পর্কে অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"একটু আগে আমি যেসব স্থানের নামোল্লেখ করেছি সেগুলি অতিক্রম করার পর যার নিকট আপনি পৌঁছবেন, সেই 'আম-ও-খাসের' কথা আমি অবশ্যই ভুলতে পারব না। ইহা প্রকৃতই একটি চমৎকার অট্টালিকা, এতে রয়েছে খিলানের তৈরী বিশাল চতুষ্কোণ একটি কোর্ট, যা 'প্লেস রয়াল'-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; পার্থক্য শুধু এই যে 'আম-ও-খাস'-এর তোরণগুলির ওপর কোনো ঘরবাড়ি নেই। প্রতিটি খিলান দেওয়াল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তবে খিলানগুলি এমন কৌশলে নির্মিত হয়েছে যে একটি খিলান থেকে আর একটিতে যাওয়ার মতো ছোট ছোট দরজা রয়েছে। এই কোর্টের এক পার্শ্বের মধ্যভাগে অবস্থিত সিংহ দরজার ওপর একটি প্রশস্ত 'দেওয়ান' (উঁচু জায়গা) আছে, যা দরবারের দিকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। একে 'নাকাড়াখানা' বলা হয় (দ্র. ২৭নং পত্র)। যেখান থেকে এর নামের উৎপত্তি সেখানে তুরী কিংবা সানাই এবং কাড়া-নাকাড়া ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র রাখা হয়, যার সাহায্যে দিনে ও রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে কয়েকবার কনসার্ট বাজানো হয়। (তুলনীয় : হিন্দী 'চো-গাড়িয়া')। সদ্য আগত কোনো ইউরোপবাসীর কানে এই বাজনার সুর খুবই অদ্ভুত শোনায়; কারণ দশ বারোটা সানাই এবং এর সম-সংখ্যক কাড়া-নাকাড়া একই সঙ্গে বেজে ওঠে। 'কর্ণ' নামে অভিহিত এক একটি সানাই দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট এবং এর নিম্নাংশের ছিদ্রের ব্যাস ফরাসী দেশীয় দেড় ফুটের কম নয়। অতএব, এই 'নাকাড়াখানা' থেকে যে জোরাল শব্দ নির্গত হয় তা আপনারা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আমি যখন প্রথম আসি তখন এই শব্দ শুনে আমার মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল; আমার কাছে তা অসহ্য মনে হতো। কিন্তু অভ্যাসের এমনই ক্ষমতা যে সেই একই শব্দ এখন আমি আনন্দের সহিত শ্রবণ করি। রাত্রিকালে, বিশেষত যখন আমি বিছানায় থাকি ও দূরে আমার বাসভবনের ছাদের ওপর থাকি, তখন এই সঙ্গীত আমার কানে গম্ভীর চমৎকার ও শ্রুতিমধুর শোনায়। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ এমন লোকদের দ্বারা এগুলি

বাজানো হয়, যারা সকলেই প্রায় বাল্যকাল থেকেই বাদ্যচর্চা ও সুরচর্চা করে, সুরের তালতান ও মিড়-মূর্ছনায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে। তাই এই বাদ্য-যন্ত্রগুলির বিচিত্র শব্দধ্বনি ও সুরের মিশ্রণে তারা চমৎকার শ্রুতিমধুর ঐকতান রচনা করতে পারে, যা কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে শুনতে সত্যই ভালো লাগে। সম্রাটের নিজস্ব কক্ষগুলি থেকে দূরে একটি উঁচু মঞ্চে 'নাকাড়াখানা' প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে নৈকট্যের দরুন এই বাজনার সুরের তীব্রতা সম্রাটকে বিরক্ত না করে।

"যে সিংহ দরজার ওপর 'নাকাড়াখানা' প্রতিষ্ঠিত, যে দরজা দিয়ে আপনি কোর্ট অতিক্রম করবেন তার উল্টো দিকে একটি বিরাট ও জাঁকজমকশালী হলঘর রয়েছে ; হলঘরটি কয়েক সারি স্তম্ভে সুসজ্জিত। এই সকল স্তম্ভ এবং এর সিলিং-এর সবটাই সুন্দরভাবে চিত্রিত ও সোনার কাজ করা। হলটি জমি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত এবং তাতে প্রচুর আলো বাতাস খেলে ; এর তিন দিকই খোলা, বাইরের কোর্টমুখী। হারেম থেকে হলঘরটিকে যে দেয়াল দ্বারা আলাদা করা হয়েছে সে দেয়ালের মাঝখানে এবং মেঝে থেকে ওপরে মানুষের চেয়ে উঁচুতে একটি প্রশস্ত ও আড়ম্বরপূর্ণ গবাক্ষ অর্থাৎ প্রকাণ্ড জানালা রয়েছে। সেখানে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় সম্রাট সিংহাসনের ওপর বসেন ; তাঁর ডানে ও বামে কয়েকজন শাহাজাদা থাকেন ; তখন খোজা প্রহরিগণ রাজপুরুষদের চারপাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরপুচ্ছের তৈরী চামর দোলায়, প্রকাণ্ড পাখা দ্বারা বাতাসকে আলোড়িত করে তোলে। সিংহাসনের নিচেই রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি 'দেওয়ান' আছে ; তার ওপরে সমবেত ওমরাহের দল, রাজন্যবর্গ এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁদের চোখ নিচের দিকে অবনত, হাত দুটি সম্মুখের দিকে ক্রস করার ভঙ্গিতে স্থাপিত। সিংহাসন থেকে আরও দূরে মনসবদার অথবা নিম্নপদস্থ আমিরগণও সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত ঠিক একই ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান থাকেন। হলঘরের বাকী অংশ এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র চত্বরে উঁচু নিচু, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর লোক দ্বারা পূর্ণ থাকে। কারণ এই বিশাল হলঘরেই সম্রাট ছোট বড় নির্বিশেষে তাঁর সকল প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎ দান করেন। এই কারণে এটাকে 'আম-খাস' বা 'সর্ব সাধারণের রাজদর্শন গৃহ' বলা হয়।"

বার্নিয়ার আরও বলেছেন : "'আম-খাস'-এ সমবেত জনসাধারণের সমস্ত আবেদন পত্র সম্রাটের নিকট পেশ করা হয় এবং তাঁকে পড়ে শুনানো হয় ; সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে সম্মুখে ডেকে এনে সম্রাট নিজে তার আবেদন পরীক্ষা করে দেখেন এবং তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়িত দলের ওপর আরোপিত অন্যায়ের প্রতিবিধান করেন।"

২৯. দ্র. উপরোল্লিখিত ২৪নং পাদটীকা।

৩০. এর আক্ষরিক অনুবাদ 'সিংহ দুর্গ', প্রাসাদস্থিত একটি দুর্গ।

৩১. সম্রাটের প্রয়োজনের জন্য রক্ষিত সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য মনসবদারকে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি।

৩২. এই পত্র আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতা এবং অত্যাচারিতের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণার কথা প্রকাশ করছে। (দ্র. ৬৮নং, ১৫২নং এবং ১৭০নং পত্র) "আওরঙ্গজেব ছিলেন ন্যায়বিচারের প্রধান সমুদ্র" (ওভিংটন)। খাফি খান তাঁকে 'শান্ত ও কষ্টসহিষ্ণু বিচারক, সহজলভ্য ও আচার-ব্যবহারে মার্জিত বলে অভিহিত করেছেন। আওরঙ্গজেব স্বয়ং তাঁর প্রজাদের বিচারকার্য নির্বাহ করতেন। দরিদ্রদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায় বা তাদের ওপর অহেতুক নির্যাতনকে তিনি প্রশ্রয় দেননি।

৩৩. দুজন ফেরেস্তা, যাঁরা প্রতিটি মানুষের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা প্রতিটি মানুষের কাঁধের উভয় পার্শ্বে অদৃশ্যভাবে অধিষ্ঠিত আছেন বলে অনুমিত হয় (মুসলমানদের বিশ্বাস)।

৩৪. এই পত্র প্রমাণ করে যে আওরঙ্গজেব সৎলোকদের ভালোবাসতেন, তাঁদেরকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের সততার জন্য তিনি তাঁদেরকে পুরস্কৃত করতেন। দ্র. ৩৬নং পত্র। কোনো এক স্থানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, যে তাঁর সময়ে সৎলোকের খুব অভাব ছিল। (দ্র. ৫৬নং ও ৮০নং পত্র)

৩৫. সা'দ আল্লাহ্ খান আল্লামি বা ফাহামি সম্রাট শাজাহানের একজন যোগ্য মন্ত্রী ছিলেন এবং 'জমলত-উল-মুলক' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন ; পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৎ রাজনীতিবিদ। বার্নিয়ার তাঁকে 'এশিয়া মহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুণী রাজনীতিবিদ' বলে অভিহিত করেছেন। বলখ্ (১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ) ও কান্দাহার (১৬৪৮-১৬৫১ খ্রীস্টাব্দ) অবরোধের সময় তিনি শাহাজাদা ও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন। ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাজাহান তাঁকে চিতোর দুর্গ ধ্বংস করার জন্য এবং রাজা মানসিংহের পিতা রাণা জগৎসিংহকে শাস্তি দানের জন্য পাঠান। ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি দারার প্ররোচনায় নিহত হন। শুধু রাজনীতিবিদই নন, তিনি একজন সুপণ্ডিতও ছিলেন ; এ কারণে তাঁকে 'আল্লামি' (জ্ঞানী) বলা হয়। তিনি সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের প্রথম কুড়ি বৎসরের ইতিহাস 'বাদশাহ-নামা'র লেখক আবদুল হামিদ লাহোরীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শাজাহানের দীর্ঘ শাসনকালের একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন বলে আওরঙ্গজেব এই পত্রগুলিতে তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। (দ্র. ৫২নং পত্র)

৩৬. আসাদ খানের পুত্র কিংবা জুলফিকার খান নামে পরিচিত এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের একজন সাহসী সেনানায়ক। (দ্র. ৯২নং, ১৩৫নং এবং ১৬০ থেকে ১৬৪নং পত্র)

৩৭. মৎস্য পদবী, শাহাজাদা অথবা শাহী পরিবারস্থ অন্যদেরকে প্রদত্ত খেতাব বিশেষ। তাছাড়া ইহা মাছের ছবি বিশিষ্ট এবং বিশেষ পদমর্যাদার চিহ্নবিশিষ্ট (দু'টি গোলক) এক ধরনের পতাকা, যা পরিচয়ের নিদর্শন হিসেবে শাহাজাদা অথবা শাহী পরিবারের অন্য লোক কর্তৃক হাস্তিপৃষ্ঠে বহণ করা হয়।

৩৮. মোগল শাসনামলে শাহাজাদাদের প্রদত্ত সামরিক খেতাব, সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। শাহী পরিবারের যিনি ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেন, তাঁকে এই খেতাব দান করা হয়। শাহাজাদাদের মধ্যে যাঁরা ৬০০০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেছেন তাঁদেরকে 'শেশ হাজারি', 'হফৎ-হাজারি', 'দহ-হাজারি' ইত্যাদি খেতাবে অভিহিত করা হতো। যাঁরা ৫০০০ কিংবা তার কম অর্থাৎ ১০০০ থেকে ৫০০০ সংখ্যক সেনাদলের অধিনায়কত্ব করতেন তাঁদেরকে বলা হতো 'পঞ্জ-হাজারি', 'চাহার হাজারি' ইত্যাদি। এই শেষোক্ত খেতাবগুলি আমিরওমরাহ্ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে দেয়া হতো। (দ্র. ৪নং পত্র)

'পাঁচ হাজারি আমির' কথাটি ঠিক ৫০০০ অশ্বারোহীর ওপর আধিপত্যের অর্থ প্রকাশ করত না, যদিও ইহা প্রথমে তা-ই বোঝাত। কোনো কোনো সময় পাঁচ হাজারি 'আমির'-কে কেবল পাঁচ শত অশ্ব রাখার অনুমতি দেয়া হতো, বাকীগুলি থাকত কেবল হিসেবের খাতায়। একশো থেকে এক হাজারের অধিকারী মনসবদারগণ ছিলেন নিম্নপদস্থ কর্মচারী; সম্রাট তাঁদেরকে উচ্চপদে উন্নীত করতেন; তাঁরা সম্রাটের জন্য যে অশ্ব পালন করতেন সেগুলির জন্য সম্রাট তাঁদেরকে ভূমি দান করতেন।

"বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীদেরকে অধিকাংশ আমিরের পদে নিযুক্ত করা হতো। তাছাড়া সাধারণত এমন লোকদেরকে আমির করা হতো, যারা মূলত ছিল ক্রীতদাস এবং তাদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। মোগল সম্রাট তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিমতো তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় টেনে তোলেন, কিংবা তাদেরকে অন্ধকারময় জীবনে ঠেলে দেন। কোনো কোনো আমির 'হাজারি' খেতাব পেয়েছেন অর্থাৎ এক হাজার অশ্বের মালিকানা, কেউ পেয়েছেন 'দু-হাজারি' অর্থাৎ দু'হাজার অশ্বের মালিকানা; আবার কেউ পেয়েছেন 'দহ-হাজারি'—দশ হাজার অশ্বের মালিকানা। কোনো কোনো সময় একজন আমির হয়ত সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্রের মতো 'দোয়াজদাহ্ হাজারি' খেতাব অর্থাৎ বার হাজার অশ্বের মালিকানা লাভ করে থাকেন। তাঁদের বেতন ধার্য করা হয় অশ্ব-সংখ্যার অনুপাতে, সৈন্য-সংখ্যার অনুপাতে নয় এবং সাধারণত একজন অশ্বারোহী সৈনিককে দু'টি অশ্ব রাখার অনুমতি দেয়া হয়।" —বার্নিয়ার।

কখনো কখনো বেতনের পরিবর্তে কোনো কোনো আমিরকে কিছু 'জায়গির' বরাদ্দ করে দেয়া হয়। আমিরগণ হলেন 'সাম্রাজ্যের স্তম্ভ'।

"মনসবদারগণ হলেন অশ্বারোহী সৈনিক; তাঁরা 'মনসব' বেতন নামক এক প্রকার অদ্ভুত বেতন পেয়ে থাকেন, যা সম্মানজনক এবং পর্যাপ্ত দুই-ই। তাঁদের বেতন আমিরদের বেতনের সমান না হলেও সাধারণ বেতন থেকে অনেক বেশী। এ কারণে তাঁরা ক্ষুদ্র আমির বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। সম্রাটকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা মনিব বলে স্বীকার করেন না।"—বার্নিয়ার।

"আমির-ওমরাহ থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সমগ্র সেনাবাহিনীকে প্রতি দুই মাস অন্তর বেতন দেয়া হয়; কারণ সম্রাটের বেতনই ছিল তাদের উপজীবিকার একমাত্র উপায়।" —বার্নিয়ার।

"এ কারণে মহামান্য সম্রাট (অর্থাৎ, আকবর) 'দহবাসী' (দশটি অশ্বের অধিনায়ক) থেকে 'দহ-হাজারী' (দশ হাজার অশ্বের অধিনায়ক) পর্যন্ত বিভিন্ন মনসবদার (কর্মচারী) পদসমূহের প্রবর্তন করেন; তবে তিনি পাঁচ হাজারের অধিক অশ্বের অধিনায়কত্ব কেবল তাঁর মহামাশ্বিত শাহাজাদাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মনসবদারদের সংখ্যা হলো ৬৬।" ('আইন-ই-আকবরী')

'পাঞ্জ-হাজারি-ই-যাত-ই-সেহ্-হাজার সওয়ার'—ব্যক্তিগতভাবে যিনি পাঁচ হাজার অশ্বের অধিনায়ক এবং প্রকৃতপক্ষে তিন হাজার অশ্বের ওপর আধিপত্য করেন।

'পাঞ্জ-হাজারি, পাঞ্জ-হাজার সওয়ার-ই-দু আস্‌পাহ্-সেহ্-আসপাহ্' পাঁচ-হাজারের অধিনায়ক, পাঁচ হাজার নির্বাচিত অশ্বারোহীর দল, দু'টি অশ্বসহ, তিনটি অশ্বসহ।

যদি একজন অশ্বারোহী সৈনিকের দু'টি অশ্ব থাকে তাহলে তাকে বলা হয় 'দু-আসপাহ্' এবং যদি তিনটি অশ্ব থাকে, তাহলে বলা হয় 'সেহ্-আস্‌পাহ্'। সৈনিকদের একাধিক অশ্ব থাকার কারণ 'এলঘার' কিংবা জরুরী অবস্থায় দ্রুত অগ্রগতির সময় তারা যেন অশ্ব বদল করতে পারে। উচ্চপদস্থ মনসবদারদের অধিকাংশই ছিলেন সুবার (প্রদেশের) শাসনকর্তা। পরবর্তী শাসনামলের মনসবদারদের থেকে সম্রাট আকবরের মনসবদারগণ অধিক সংখ্যক বাছাই করা অশ্বারোহী সৈনিক বিশেষত অশ্ব লাভ করতেন। পরবর্তী শাসমামলে নামমাত্র পদগুলি (জাঠ—যা অশ্বারোহী পদ থেকে স্বতন্ত্র) অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। মনসবদারদের মাসিক বেতন ৬০০০০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত ছিল।

৩৯. শাহাজাদা আ'যমের মন্ত্রী। তিনি ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে বুরহানপুরের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর নাম পরিবর্তন করে আমির খান রাখেন, যাঁর দরবারে তিনি একজন আমির ছিলেন। এই নামের আরও অনেক লোক আওরঙ্গজেবের দরবারে ছিলেন। (দ্র. ৯৯নং ও ১৬৮নং পত্র)

৪০. দ্র. ১১নং পত্র।

৪১. হিন্দুদের সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামির আরেকটি দৃষ্টান্ত। (দ্র. ২নং, ৬৫নং ও ১০৮নং পত্র)

৪২. শাহাজাদা আ'যমের উপমন্ত্রী; ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে পাহার সিং গুর্খা উজ্জয়নের নিকট বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি তাকে একটি তীরের সাহায্যে হত্যা করেন। এই কাজের জন্য তালুকচান্দ আওরঙ্গজেব কর্তৃক 'রায় রাহান' উপাধিতে ভূষিত হন এবং সম্রাটের কাছ থেকে সম্মানজনক খেলাত প্রাপ্ত হন। 'মা-আসিরি আলমগিরি'-তে তাঁর নাম মালুকচান্দ বলে উল্লেখিত হয়েছে; উক্ত গ্রন্থে লেখক বলেছেন যে তাঁকে 'হফ্‌ৎ-সাদি' খেতাব দান করা হয়।

৪৩. একজন বিধর্মী হিন্দু বলে তাকে নরকে যেতে হবে—কথাটা আওরঙ্গজেবের অতিরিক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিচায়ক। দ্র. শিবাজীর মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের কথা খাফি খান ব্যবহার করেছেন—'কাফর বহু জাহান্নাম রফৎ' অর্থাৎ, বিধর্মী নরকবাসী হয়েছে।

৪৪. "টাকা গোলাকার এবং এর ওজন সাড়ে এগারো 'মাশা' (১২ মাশায় এক তোলা)। শের খানের আমলে এর প্রথম প্রচলন হয়। বর্তমান শাসনামলে (আকবরের রাজত্বকালে) ইহা পূর্ণতা লাভ করে এবং এর পার্শ্বে 'আল্লাহু আকবর', 'জল্লা জলালুহা' এবং অপর পার্শ্বে তারিখ সম্বলিত নতুন সীলমোহরের ছাপ দেয়া হয়। যদিও কোনো কোনো সময় এর বাজার দর কমবেশী ৪০ 'দাম' হয়, তথাপি বেতন প্রদানের সময় টাকার মূল্য সর্বদা ৪০ দামের মধ্যেই নির্দিষ্ট থাকে।" ('আইন-ই-আকবরী')

বর্তমান কালে এক টাকা ষোলো আনার সমান এবং পনেরো টাকায় এক ইংলিশ পাউণ্ড হয়।

৪৫. মূলগ্রন্থে নেকলেসকে 'মালা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে; শব্দটি ভারতীয়। ফার্সী ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হলো 'হার'।

৪৬. দ্র. ৪নং পত্র।

৪৭. একটি সংস্কৃত শব্দ, এর ইংরেজি অর্থ 'king', কিছুটা 'রাজা'র মতো। 'রাও' এবং 'রাজা' শব্দ দু'টি ব্যুৎপত্তির দিক থেকে এক হলেও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তুলনীয়: 'রাও সাহেব' এবং 'রাও বাহাদুর'।

৪৮. শাহাজাদা আ'যম যখন গুজরাটের ভাইসরয় ছিলেন (১৭০৩-১৭০৫ খ্রীস্টাব্দ) তখন তাঁর উদ্দেশ্যে লিখিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্রাবলীর (অর্থাৎ এই পত্র এবং ৩৭নং পত্রের) কোনো কোনো অংশ প্রমাণ করে যে স্বীয় ভাইসরয়দের শাসন ব্যবস্থার জন্য পোষিত এই বৃদ্ধ সম্রাটের উৎসাহ কত তীব্র ও গভীর ছিল।

৪৯. কাথিয়াওয়ারের যুদ্ধপ্রিয় আফগান উপজাতি বাব্বি কিংবা বাব্রির গুরুত্ব মোগলদের বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে খুবই বৃদ্ধি পায়। সুপরিচিত সফদর খান এই উপজাতির অধিবাসী ছিলেন।

৫০. মোগলদের শাসনাধীনে কাথিয়াওয়ারের একটি জেলা। গুজরাটের পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র কাথিয়াওয়ার উপদ্বীপেরও এই নাম ছিল। 'সুরাট' হলো সৌরদের দেশ সংস্কৃত 'সৌরাষ্ট্রের' বিকৃত রূপ। হিন্দুদের বিখ্যাত কৃষ্ণ এখানকার দ্বারকায় ইহলীলা ত্যাগ করেন। সমগ্র কাথিয়াওয়ার নয়, এর কিয়দংশ মাত্র মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সমগ্র কাথিয়াওয়ারই হলো দেশীয় শাসকের শাসনাধীন। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে সুরাটকে শাহাজাদা আ'যমের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি হিসেবে বরাদ্দ করে দেয়া হয়।

৫১. "একইরূপে মহামান্য সম্রাট (অর্থাৎ, আকবর) সাম্রাজ্যের উন্নতি-বিধানার্থে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য একজন সিপাহসালার নিযুক্ত করেছেন, এভাবে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য তিনি একজন অছির তত্ত্বাবধানে কয়েকটি পরগণা (জেলা) বণ্টন করে দেন। এই অছি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও বিশিষ্ট কর্মচারী, ন্যায়নীতিবোধসম্পন্ন এবং অঙ্গীকার পালনে দৃঢ়চিত্ত। তাঁকেই উপরোক্ত (অর্থাৎ, ফৌজদার) নামে অভিহিত করা হয়েছে। সিপাহসালারের অধীনস্থ কর্মচারী ও সহকারী হিসেবে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। যদি কোনো কৃষক, শাহী ভূসম্পত্তির রাজস্ব আদায়কারী কিংবা জায়গিরদার বিদ্রোহী বলে প্রমাণিত হয়, ফৌজদার মহাশয় তাঁকে মিষ্ট কথায় আত্মসমর্পণ করতে প্রবৃত্ত করবেন; যদি তাতে ফল না হয় তাহলে তিনি প্রধান কর্মচারীদের লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং তাঁকে শাস্তির দ্বারা সংশোধনের চেষ্টা করবেন। যখন তিনি বিদ্রোহী শিবির লুণ্ঠন করবেন, তখন লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টনের বেলায় তাঁকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করতে হবে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ শাহী রাজস্ব বিভাগের জন্য পাঠাতে হবে। তিনি সর্বদা অশ্বাদির এবং সেনাবাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের তদারক করবেন।" ('আইন-ই-আকবরী')

"সম্রাট (আকবর) দশ, বিশ বা ত্রিশটি হাতীর দলের ওপর একজন করে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন। এ ধরনের দলকে বলা হয় হলকুয়াহ্ এবং এর তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয় 'ফৌজদার'। তাঁর কাজ হলো হস্তিগুলির অবস্থা ও শিক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।" "এইরূপে ফৌজদারগণ ভূম্যাধিকারীর পদমর্যাদায় জায়গিরদারের ওপরে ছিলেন।" ('আইন-ই-আকবরী')

৫২. 'উযির' (বা Vizier) নামে অভিহিত ব্যক্তির ওপর প্রযুক্ত উপাধি যাঁর হাতে প্রাসাদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত; অপরপক্ষে যেমন 'দেওয়ান' নামে অভিহিত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকে সমগ্র দেশের কাজকর্মের

তাহ্র। এখনও কাথিয়াওয়ারের দেশীয় রাজ্যগুলিতে এই উপাধিগুলির প্রচলন আছে।

৫৩. ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাফ শেকান খানের স্থলে মুল্লার ফৌজদার নিযুক্ত হন। 'পঞ্জ-হাজারি'-র জন্য ১৬নং পত্র দ্রষ্টব্য।

৫৪. অর্থাৎ, আমানুল্লাহ যিনি ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে আকবরাবাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৫৫. যাঁর প্রকৃত নাম ছিল শুজা'ত খান, যিনি ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে সাফ শেকান খান উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি গোলন্দাজ-বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই বৎসরই তিনি হায়দ্রাবাদ অবরোধ-কালে ফিরোয জঙ্গের সহিত ঝগড়া করার দায়ে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

৫৬. তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে আহমেদাবাদে প্রাণত্যাগ করেন। (দ্র. ১১৭নং পত্র)

৫৭. এখানে আওরঙ্গজেব গুজরাটবাসীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। গুজরাটবাসীরা সাধারণত ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের চাইতে অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির ও কম দাঙ্গাবাজ ছিল।

৫৮. এই পত্রটি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের উৎকণ্ঠার আরেকটি প্রমাণ। (দ্র. ৭নং পত্র) মনে হয় তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দস্যুতা ও রাজদ্রোহ দমন করা।

৫৯. খান্দেশের অন্তর্গত বুরহানপুরের নিকটস্থ একটি সহর, ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে শম্ভুজি কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেনারসের নিকট এই নামে পরিচিত আরেকটি সহর আছে, যেখানে শাহাজাদা শুজা রাজা জয়সিংহ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে দারা রাজা জয়সিংহকে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। বরোদার নিকটবর্তী গুজরাটে এই একই নামের তৃতীয় আরেকটি সহর আছে।

৬০. অর্থাৎ আওরঙ্গাবাদ, রাজা নিযাম বাহাদুরের রাজ্যের একটি সহর, ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের মালিক অম্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্ব-নাম ছিল খিরকি। ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় বারের মতো তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করছিলেন, তখন তিনি তাঁর স্বীয় নামানুসারে এর নামকরণ করেন আওরঙ্গাবাদ (আওরঙ্গজেবের সহর) এবং সেখানে তাঁর সরকারী দফতর প্রতিষ্ঠিত করেন। এর আভিধানিক অর্থ 'সৌভাগ্যশালী ভিত্তি'।

৬১. ফার্সী গ্রন্থে বণিকদের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে 'বেপারিয়ান'—এটি একটি ভারতীয় শব্দ। এর ফার্সী প্রতিশব্দ হলো 'সওদাগরন'।

৬২. "মহামান্য সম্রাট (অর্থাৎ, আকবর) চৌদ্দজন আগ্রহী, অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ কেরানী নিযুক্ত করেছেন ; তাদের দু'জন প্রত্যহ পালাক্রমে কাজ করে থাকে, যাতে প্রতি পক্ষ অন্তর অন্তর এক এক জনের পালা আসে। সম্রাটের সকল হুকুম ও রোজনামচা এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ যে সমস্ত বিবরণ দান করেন তা সমস্তই লিপিবদ্ধ করা তাদের কাজ।" ('আইন-ই-আকবরী') 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি'-র বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখতে পাই যে সুবার বখ্‌শিগণ একই সঙ্গে প্রায়ই 'ওয়াকেনবিস' (নিবেশিক বা সংবাদদাতা) পদ ধারণ করে থাকেন। (দ্র. ২৭নং পত্র)

৬৩. কচ্ছপের খোলার তৈরি এক ধরনের জিনিস অর্থে ব্যবহৃত একটি ভারতীয় শব্দ।

৬৪. দ্র. ৯নং পত্র।

৬৫. শেখ আবদুল লতিফ বুরহানপুরের একজন মুসলমান দরবেশ ছিলেন ; তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় জীবিত ছিলেন। তিনি বুরহানপুরের প্রতিষ্ঠাতা শেখ বুরহানের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর ওপর আওরঙ্গজেবের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ছিলেন ইসলামের যথার্থ অনুসারী এবং সম্রাটের মতো তিনি সঙ্গীত পছন্দ করতেন না। শেখ বুরহান তাঁর জন্য খুবই গর্ব অনুভব করতেন এবং তিনি বলতেন যে এমন একজন সাধু ও ধার্মিক লোক তাঁর সমসাময়িক ছিলেন বলে তিনি আল্লাহুকে ধন্যবাদ জানাতেন। 'মিয়া' সাধারণত মুসলমানদের বেলায় প্রযুক্ত একটি হিন্দুস্তানী সম্মানজনক উপাধি। (দ্র. ৯২নং ও ১৭৯নং পত্র)

৬৬. অর্থাৎ কহরগাঁও, অর্থাৎ বিজাগড়, বুরহানপুরের ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নর্মদা ও তাপ্তি নদীর মধ্যস্থ একটি সহর ও জেলা।

৬৭. মনে হয় আওরঙ্গজেব মিয়াঁ আবদুল লতিফের উপদেশ মেনে নিয়েছিলেন এবং সেই মোতাবেক কাজ করেছিলেন।

৬৮. দ্র. ১৪নং পত্র।

৬৯. স্বীয় প্রজাদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আরেকটি প্রমাণ হলো এই পত্র। "সপ্তাহের আরেকটি দিনে তিনি (আওরঙ্গজেব) দশজন লোকের আবেদন গোপনে শোনার জন্য দু'টি ঘণ্টা ব্যয় করে থাকেন ; এই আবেদন পত্রগুলি নিম্নতর সম্প্রদায় থেকে সযত্নে বেছে নেয়া হয় এবং একজন ভালো ও ধনবান বৃদ্ধ লোক কর্তৃক সম্রাটের নিকট উপস্থাপিত হয়। সপ্তাহের অপর একদিন তিনি দু'জন প্রসিদ্ধ কাযি বা প্রধান বিচারপতি সমভিব্যাহারে 'আদালতখানাহ্' নামে অভিহিত বিচার কক্ষে হাজির হতে ভুল করেন না। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে আমরা এশিয়ার রাজন্যবর্গকে অসভ্য বলে বর্ণনা করতে তৎপর হলেও তাঁরা

সব সময় তাঁদের প্রজাদের প্রাপ্য ন্যায় বিচার সম্পর্কে অমনোযোগী নন।" —বার্নিয়ার।

"তিনি (আওরঙ্গজেব) প্রত্যহ দু'বার বা তিনবার প্রফুল্ল বদনে ও শান্ত দৃষ্টিতে আম-দরবারে উপস্থিত হন; সেখানে যে বিচারপ্রার্থীগণ বিনা বাধায় দলে দলে এসে উপস্থিত হয়, তাদের বিচারকার্য সমাধা করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শোনেন বলে তারা নিঃশঙ্কচিত্তে ও বিনা দ্বিধায় তাঁর নিকট তাদের অভিযোগ পেশ করে এবং তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে যথার্থ প্রতিকার লাভ করে।" ('মির-আতে-আলম')

খাফি খান বলেছেন যে আওরঙ্গজেব একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।

৭০ অর্থাৎ আমানুল্লাহ্ বেগ। (দ্র. ৩৭নং পত্র)

৭১ সম্ভবত ইহা কাথিয়াওয়ারের নবনগর হবে; ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের ভাইসরয় কুতুবউদ্দিন কর্তৃক এই সহর গুজরাটের সহিত সংযুক্ত হয় এবং এর নামকরণ হয় ইসলামাবাদ।

৭২. গুজরাটের একটি জেলা ও বড় সহর। এই সহর সবরমতি নদীর তীরে অবস্থিত এবং গুজরাটের প্রথম আহমদশাহ কর্তৃক ১৪১০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা গুজরাটের মুসলমান শাসকের রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালে গুজরাটস্থ মোগল সুবাদারের প্রশাসনিক কর্মস্থলে পরিণত হয়। বর্তমানে ইহা বহু শিল্পের, বিশেষ করে তুলা শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

"শেষোক্তটি (অর্থাৎ, আহমেদাবাদ) সমৃদ্ধির উচ্চস্তরে উপনীত একটি অভিজাত সহর। এর জলবায়ুর মনোহারিত্বে এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট উৎপন্ন শস্যের জন্য ইহা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর দু'টি দুর্গ আছে। সহরে এক সহস্র পাথরের মসজিদ আছে, প্রতিটি মসজিদের দু'টি মিনার এবং দুর্লভ উৎকর্ণলিপি রয়েছে।" ('আইন-ই-আকবরী')

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে গুজরাটের ঐতিহাসিকগণ ইহাকে 'নগরসমূহের অলঙ্কার' বলে অভিহিত করেছেন।

৭৩. কয়েকটি গ্রামের কর্তৃত্ব। মূলগ্রন্থে এই শব্দটি হচ্ছে 'থানাজাত'; ফার্সী বহুবচন সম্বলিত একটি ভারতীয় শব্দ। 'থানা' অথবা 'থানাহ্'-র আভিধানিক অর্থ দুর্গ বা সহর রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যদল; কিন্তু ইহা সাময়িক নিবাস অর্থেও বুঝায় যেখানে রাজস্ব বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণ দেশকে রক্ষার জন্য অবস্থান করে, পুলিশকে সাহায্য করে এবং রাজস্ব আদায় করে; সেই নিবাস দুর্গেই হোক কিংবা উন্মুক্ত গ্রামেই হোক।

৭৪. এখানে আওরঙ্গজেব নিজেকে প্রকাশ করেছেন ধর্মভীরু ও ধার্মিক লোক হিসেবে। (দ্র. ২৮নং পত্র) ধর্মীয় মতবাদের দিক দিয়ে আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া এবং তাঁর সমসাময়িক ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েলের সঙ্গে তাঁকে তুলনা

করা চলে। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ মুহম্মদীয় পন্থী, একজন কঠোর সুন্নি এবং একজন খাঁটি মুসলমান। একমাত্র হজ্জব্রত পালন ব্যতীত তিনি ধর্মের সমস্ত নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানাদি নিয়মিত পালন করেছেন।

৭৫. শাহাজাদা আ'যমের পালিকা-মাতা। (দ্র. ১৭৯নং পত্র)

৭৬. ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে রাজা মানসিংহ কর্তৃক বিজাপুর অবরোধের সময় তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেন।

৭৭. যাহেদা বানুর পুত্র। (দ্র. ৪৫নং পত্র) 'মা-আসিরি-আলমগিরি'র গ্রন্থকার কর্তৃক এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে (১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ)। কিন্তু শাহাজাদা আ'যমের জীবন যিনি রক্ষা করেছেন, সেই মির বধুর নাম তিনি উল্লেখ করেননি।

৭৮. প্রাচীন পারস্যের একজন খ্যাতনামা বীরপুরুষ, যিনি তাঁর অসাধারণ দৈহিক শক্তির জন্য পরিচিত। তিনি সাতটি অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছেন; তন্মধ্যে একটি হলো তিনি শ্বেত দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে হত্যা করেছেন। না জেনে তিনি তাঁর নিজের পুত্র সোহরাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। তিনি যালের পুত্র ছিলেন। রক্ষ ছিল তাঁর প্রিয় অশ্ব, যে তার প্রভুর সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পারস্যের আল-ফান্দিয়াদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ সুপরিচিত। গ্রীসের হারকুলেস ও ভারতের ভীমের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে। ফার্সী ভাষায় রোস্তমের আভিধানিক অর্থ 'আমি নিজেকে (প্রসব বেদনা থেকে) মুক্ত করেছি', রোস্তমের মাতা রুদাবা পুত্রকে জন্ম দেয়ার অব্যবহিত পরেই একথা উচ্চারণ করেছিলেন এবং প্রসব বেদনা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

৭৯. সুরাত বন্দরের তত্ত্বাবধায়ক (মুৎসদ্দি) মোল্লা তাহের নামে অভিহিত। তিনি আহমেদাবাদের শুজা'ত খানে-ইস্ফানির একজন বন্ধু ও সহচর ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁকে 'দু-হাজারি' মনসবদারি দান করেছিলেন। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই আক্রমণ করে তথাকার ইংরেজদের দুর্গ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে জাঞ্জিরার সৈয়দ ইয়াকুব খানের সঙ্গে যোগদানের জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে আদেশ করেন। কারণ তখন ইংরেজগণ সুরাটের নিকটবর্তী 'গঞ্জ সিবাই' নামক শাহী জাহাজ লুণ্ঠন করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজগণ সম্রাটের সঙ্গে অবমাননাকর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় বোম্বাই রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে এই খানকে আহমেদাবাদের 'দেওয়ান' (মন্ত্রী) পদে নিযুক্ত করা হয়। আকা মহম্মদ খান নামে তাঁর এক ভাই ছিল। তাঁর এই ভাইটি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করায় সে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত আ'তিমাদ খানের মুখ-দর্শন করেনি। তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার পুত্র মহম্মদ মহসিন (আহমেদাবাদের) মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর পূর্বনাম ছিল

আমানত খান এবং ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি আ'তিআদ খান উপাধিতে ভূষিত হন। (দ্র. ২৪নং পত্র)

৮০. দ্র. ১৫নং, ৩৪নং এবং ১৫৪নং পত্র।

৮১. ইহা একটি সাধারণ বিশ্বাস যে যদি কেউ অধিক অর্থ দান করেন তাহলে আল্লাহ্ তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেন।

৮২. গযনির মাহমুদ কর্তৃক প্রবর্তিত এক ধরনের পোশাক। মূলগ্রন্থে পুলিন্দা অর্থে ভারতীয় শব্দ 'থান' ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফার্সী সমার্থক শব্দ হলো 'তকাহ্'।

৮৩. মূলগ্রন্থে ভারতীয় পদ 'নাকাড়াখানা' ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা এমন একটি স্থান যেখানে দিনে পাঁচবার ঢাক বাজানো হয়। (দ্র. ১২নং পত্র, পাদটীকা ২৮) "ইতিপূর্বে বাদ্যকরেরা রাত শুরু হওয়ার আগে চার ঘড়ি (চোঘড়িয়া) ঢাক বাজাত এবং একইরূপে সূর্যোদয়ের আগেও চার ঘড়ি বাজাত; এখন তারা মধ্যরাত্রে প্রথমবারের মতো বাজায়, যখন সূর্য তার উদয়ের সূচনা করে এবং প্রত্যূষে বাজায় দ্বিতীয়বারের মতো।" ('আইন-ই-আকবরী')

৮৪. এখানে মনে হচ্ছে আওরঙ্গজেব শাহাজাদা আ'যমকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করছেন, যদিও আ'যম ছিলেন তাঁর তৃতীয় পুত্র। তিনি তাঁর অন্য পুত্রদের চাইতে তাঁকে অধিক ভালোবাসতেন, এবং সেজন্য মনে হচ্ছে তিনি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেছেন। (দ্র. ৪১নং এবং ৪৭নং পত্র)

৮৫. মূলগ্রন্থে ভারতীয় শব্দ 'হরকরা' সংবাদদাতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা প্রথমত সংবাদ সরবরাহের জন্য বণিকদের কর্তৃক নিযুক্ত লোকদেরকে বোঝাত; তারপর এর অর্থ দাঁড়াল গুপ্তচর। এখানে সংবাদদাতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। "আওরঙ্গজেব সরকারী সংবাদদাতা নিযুক্ত করেছিলেন; দূরতম ও নিকটতম জেলাসমূহে যে সমস্ত ঘটনা ঘটত, তারা সম্রাটকে সে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত করাতো এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপের হিসাব রাখত।" "একথা সত্য যে মহান্ মোগল সম্রাট বিভিন্ন প্রদেশে 'ওয়াকে-নাভিস' প্রেরণ করতেন; তাদের কাজ ছিল বিভিন্ন প্রদেশে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার সংবাদ সম্রাটকে প্রদান করা। কিন্তু এই কর্মচারীর দল ও সুবাদারের মধ্যে সাধারণত একটা লজ্জাকর গোপন চুক্তি সম্পাদিত হতো, যার ফলে হতভাগ্য জনসাধারণের ওপর যে নির্যাতন চলত, তাদের উপস্থিতি তাকে কদাচিৎ বাধা দিত।"—বার্নিয়ার। (দ্র. ২০নং পত্র)

৮৬. এই পত্রদৃষ্টে মনে হয় যে শাহাজাদা আ'যম অলস প্রকৃতির ছিলেন এবং সরকারী কাজে অতিরিক্ত মনোযোগ দান করতেন না। (দ্র. ১২নং এবং ১০৬নং পত্র) ইহা আরও প্রমাণ করে যে আওরঙ্গজেব সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন

এবং যাবতীয় সরকারী কর্ম নিজে দেখাশোনা করা পছন্দ করতেন (ইহা কি অবিশ্বাসের জন্য ?)।

৮৭. তল কিংবা তাপ্তি, খান্দেশ এবং বেরারের একটি নদী।

৮৮. দ্র. ১২নং পত্র।

৮৯. এককথায় প্রমাণিত হয় যে আওরঙ্গজেব সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁর উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন।

খান জাহান বাহাদুর যাফর জঙ্গ কোকলতাস আওরঙ্গজেবের দুধ ভাই ও শাহী দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমির ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মির মালিক হোসাইন। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসেবে প্রেরিত হন। তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে সুরাটের দুর্গ পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। গোলকুণ্ডার সর্বশেষ রাজা আবুল হাসানের বিরুদ্ধে তিনি প্রেরিত হন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে সাত শত অশ্বারোহীর অধিনায়কত্বের পদ থেকে সাত হাজারি মনসবদারের পদে উন্নীত করেন এবং তাঁকে খান জাহান বাহাদুর যাফর জঙ্গ উপাধি দান করেন। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। সেই বৎসরই তাঁকে পাঞ্জাবের সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। যুদ্ধে তাঁর নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতায় আওরঙ্গজেব খুব বিরক্ত হন। তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে 'তারিখ-ই-আসাম' (আসামের ইতিহাস) নামক গ্রন্থের লেখক বলে মনে করা হয়। 'বেশী কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না।' তিনি প্রায়ই মারাঠাদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করতেন। (দ্র. ৯২নং, ১২৭নং এবং ১৩৪নং পত্র। আ'কেল খানের জন্য দ্র. ১৬৭নং পত্র ; শুজাত খানের জন্য দ্র. ১২৭নং পত্র ; এবং মুহম্মদ বেগের জন্য দ্র. ৩২নং পত্র)

৯০. দ্র. ২৩নং পত্র।

৯১. অথবা দহোদ ; বরোদা এবং উজ্জয়নের মধ্যে গুজরাট ও মলোয়ার সীমান্তে অবস্থিত গুজরাটের একটি সহর, সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান। (দ্র. ৪৮নং পত্র) সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যখন আওরঙ্গজেবের পিতা শাজাহান দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন তখন আওরঙ্গজেব এখানে ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফার্সী কথা 'আফতাব-ই-আলমতব (বিশ্ব আলোকারী সূর্য) থেকে তাঁর জন্ম তারিখ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ ১০২৮ হিজরি কিংবা ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দ।

৯২. এখানে আওরঙ্গজেব সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন বলে মনে হয়।

৯৩. দ্র. ৪৮নং পত্র।

৯৪. ভণ্ডামি সম্পর্কে কোরানের একটি বাণী।

৯৫. আহমেদাবাদের মুহম্মদ বেগ খান, আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপতি। তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবু'দার নিকট আহমেদাবাদে শাহী সেনাদল পরিচালনা করেন। এই দুঃসাহসিক কাজে গুজরাটের কোলিরা তাঁর সহযোগিতা করেছিল। মারাঠারা পরাজিত হয় এবং পলায়ন করে। পরে সেনাবাহিনী মারাঠাদের কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হয় এবং অনেকেই নিহত হয়। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুরাটের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সোরাথের সুবাদার ছিলেন।

৯৬. ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি আকবরাবাদের দুর্গরক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়রে পরলোকগমন করেন। দিয়ানত খানের পুত্র দেব আফগান নামে আরেকজন লোক ছিলেন; তিনিও ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে মু'আতেমাদ খান উপাধিতে ভূষিত হন এবং সেই বৎসরই তিনি 'দাগ তসিহা' দফতরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

৯৭. দ্র. ১১৭নং পত্র।

৯৮. দ্র. ৩৮নং এবং ১২৮নং পত্র।

৯৯. এই পত্র সমধর্মাবলম্বিদের প্রতি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতিত্ব এবং হিন্দুদের প্রতি তাঁর বীতরাগ মনোভাবের পরিচায়ক, যা প্রমাণ করে যে তিনি উদার মনের অধিকারী ছিলেন না। আকবরের অনুসৃত নীতি অনুসরণ না করে আওরঙ্গজেব সরকারী কার্য থেকে যোগ্য কর্মচারীদেরকে সরিয়ে তাঁদের পদে অধস্তন মুসলমানদেরকে নিযুক্ত করেছেন। খাফি খান তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারদের নিকট এই মর্মে একটি আদেশ প্রচার করেন যে, সরকারী কার্য থেকে হিন্দুদের বরখাস্ত করে তদস্থলে মুসলমানদেরকে নিযুক্ত করতে হবে। কিন্তু এই আদেশ যথাযথভাবে পালিত হয়নি।

১০০. "ভূসম্পত্তির মালিক হিসেবে সম্রাট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি সামরিক বিভাগের কর্মচারীদেরকে তাদের বেতনের পরিবর্তে প্রদান করেন; এই প্রদত্ত ভূমিকেই 'জায়গির' কিংবা তুর্কীতে 'তিমার' বলা হয়। 'জায়গির' শব্দটি একটি নির্দিষ্ট এলাকার অর্থ প্রকাশ করে, যেখান থেকে বেতন লওয়া হয় অথবা যা বেতনের স্থান বোঝায়। বেতনের পরিবর্তে এবং সেনাবাহিনীর ভরণ পোষণের জন্যও সুবাদারগণকে একই রকম জায়গির মঞ্জুর করা হয়। তবে শর্ত হলো এই যে, তাদের জায়গির থেকে যে বাড়তি রাজস্ব আদায় করা হবে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতি বছর সম্রাটকে দিতে হবে।"—বার্নিয়ার।

১০১. ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি আকবরাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। পরে

তাঁকে মির বখ্‌শি পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সফি খান উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। এরূপে একজন সৎ ও খাঁটি কর্মচারীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আওরঙ্গজেব খুবই দুঃখিত হন।

১০২. সৈয়দ হাসান আলি খান, সৈয়দ আবদুল্লাহ খান বড়ের পুত্র। তিনি হোসঙ্গাবাদের ও নদরবারের 'ফৌজদার' ছিলেন। উদয়পুরের রানার সঙ্গে যুদ্ধের সময় সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর আলমগীর শাহী উপাধিতে সম্মানিত হন। তারপর তিনি মন্দেশ্বরে প্রেরিত হন। তিনি ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি খুবই সাহসী, সৎ ও খাঁটি লোক ছিলেন।

১০৩. দ্র. ১৫নং পত্র।

১০৪. দ্র. ১৫নং পত্র।

১০৫. দ্র. ২৩নং পত্র।

১০৬. দ্র. ৩২নং পত্র।

১০৭. দ্র. ১৯নং পত্র।

১০৮. দ্র. ১৯নং পত্র।

১০৯. কুতুবউদ্দিন খেশগাই ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে সোরাথের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি অস্থায়ীভাবে গুজরাটের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হন। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি গুজরাটের সঙ্গে নবনগরকে সংযুক্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন ইসলামনগর।

১১০. সৈয়দ কামিলের পুত্র; তিনি ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে (গুজরাটস্থ) সাদ্রার দুর্গরক্ষক পদে নিযুক্ত হন।

১১১. দ্র. ২৩নং এবং ৩৭নং পত্র।

১১২. দ্র. ১নং পত্র।

১১৩. ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আওরঙ্গজেব তাঁর কাজে একজন বিশ্বস্ত, সৎ কিংবা যোগ্য লোক খুঁজে পাচ্ছেন না। সম্ভবত তাঁর সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাস প্রবৃত্ত স্বভাবই এর কারণ। (দ্র. ১৫নং এবং ২৮নং পত্র) যদিও আওরঙ্গজেব তাঁর দরবারে সৎলোকের অভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তথাপি ফাযেল খান, আমানত খান, মির্যা ইয়ার আলি, মুহম্মদ ইয়ার খান, শুজা'ত খান এবং আরও কয়েকজন সৎলোক তাঁর অধীনে কর্মরত ছিলেন।

১১৪. গুজরাটের একটি জেলা।

১১৫. গুজরাটের আরেকটি জেলা।

১১৬. গুজরাটস্থ নিম্নশ্রেণীর আদিম উপজাতি। কুলি কিংবা কোলিরা ছিল "হিন্দুস্তানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু এবং সম্পূর্ণরূপে নীতিজ্ঞান বিবর্জিত

লোক।"—বার্নিয়ার। কিন্তু এখন তারা সেরূপ নয়। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে দারা যার কাছে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং যার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন, কদির সেই কাজি কোলি এই উপজাতিরই লোক ছিলেন।

১১৭. গুজরাটের একটি সহর।

১১৮. দ্র. ২৩নং এবং ৩৬নং পত্র।

১১৯. দ্র. ২৩নং পত্র।

১২০. দ্র. ২৩নং পত্র।

১২১. অথবা সফদর খান-ই-বাবি, ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে (গুজরাটস্থ) পাতনের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি আহমেদাবাদের সুবাদার শুজা'ত খানের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মলোয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে রাজপুত দুর্গাদাসকে হত্যা করার জন্য কিংবা জীবন্ত বন্দী করে আনার জন্য শাহাজাদা আ'যমের নিকট প্রস্তাব দেন; কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি মারাঠাদের কর্তৃক নর্মদার নিকট পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন (১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে রতনপুরের যুদ্ধে)। পুনরায় তিনি দুর্গাদাসকে হত্যা কিংবা বন্দী করতে সচেষ্ট হন। খুব সম্ভব এবার (১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে) তিনি উক্ত রাজপুতকে হত্যা করেন। তিনি খুবই সাহসী ছিলেন।

১২২. মুহম্মদ বহলুল খান শেরোয়ানি। ইদরের রাজপুত-প্রধান আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তিনি এই রাজপুত-প্রধানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তিনি তাঁকে পরাজিত করেন। রাজপুত-প্রধান পরাজিত হয়ে একটি পর্বত গুহায় পলায়ন করেন এবং ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সেখানে আফিমের প্রয়োজনীয় মাত্রার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে বহলুল খান শেরোয়ানি বরোদার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সেখানে পরলোকগমন করেন এবং মুহম্মদ বেগ খান তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন।

১২৩. দ্র. ২৩নং এবং ৩৫নং পত্র।

১২৪. দ্র. ৭নং এবং ৪৬নং পত্র।

১২৫. শেখ-উল-ইসলাম, কাযি আবদুল ওহাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি 'দস্তুর-উল-আমল'-এর লেখক ছিলেন, যে গ্রন্থ তিনি আওরঙ্গজেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আহমেদাবাদের অধিবাসী। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক শেখ-উল-ইসলাম (প্রধান কাযি) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মৃত পিতার সমস্ত সম্পত্তি তাঁর তিনজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং নিঃস্ব ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মক্কায় হজ্জব্রত পালন করতে যান এবং ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে সেখান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন; তখন তিনি দাক্ষিণাত্যে সম্রাট কর্তৃক সসম্মানে

অভ্যর্থিত হন। কিছুদিন পরে তিনি পবিত্র সাধুপুরুষদের সমাধি ও তাঁর পরিবারকে দেখার উদ্দেশ্যে আহমেদাবাদে যান। তারপর তিনি ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় সম্রাটকে সাক্ষাৎদানের জন্য দাক্ষিণাত্যের দিকে রওয়ানা হন, কিন্তু পথিমধ্যে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। খাফি খান বলেছেন যে, এই লোকটির মতো এমন একজন কর্তব্য-পরায়ণ, ধার্মিক ও সৎ কাযি সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে আর কেউ ছিলেন না। 'কাযির পদে' অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি কোনো ঘুষ গ্রহণ করেননি।

১২৬. একজন বিচারক, মোগলদের আমলে রাজা বা শাহাজাদা কোনো অভিযানে বা শিকারে বের হলে যিনি তার সহগামী হতেন। এর আভিধানিক অর্থ "যে কাযি রাজা বা শাহাজাদার অশ্বের জিনের রেকাব অনুসরণ করেন।"

মৃত কর্মচারীর পুত্রদের স্বার্থের প্রতি আওরঙ্গজেবের উৎকণ্ঠার কথা লক্ষ্য করুন। (দ্র. ৩৩নং ও ১২৮নং পত্র)

১২৭. একটি কল্পিত পাখি, এই নামে পরিচিত; কিন্তু পৃথিবীতে কখনও দেখা যায় না। এর ফার্সী সমার্থক শব্দ 'উক্বা' আরবী 'উক্ব' থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ ঘাড়; কারণ এর লম্বা ঘাড় আছে বলে অনুমিত হয়। তুলনীয়: সেক্সপিয়রের 'আরব্য পাখি'।

১২৮. দ্র. ১৫নং, ২৮নং এবং ৩৬নং পত্র।

১২৯. আহমেদনগরের নিকটস্থ দাক্ষিণাত্যের দু'টি সহর।

১৩০. তুলনীয়: ৩৯নং পত্র, যেখানে আওরঙ্গজেব উত্তম ও সৎলোকদের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন।

১৩১. দ্র. ২৭নং পত্র।

১৩২. ওরফে সৈয়দ আহমদ, ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে খান উপাধিতে ভূষিত হন এবং বাংলার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি লাহোরের দুর্গরক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি সুরাটের তত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। (দ্র. ২৫নং পত্র)

১৩৩. পর্বতশ্রেণী অর্থে একটি ভারতীয় শব্দ। তুলনীয়: দাক্ষিণাত্যের পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। "সমুদ্রোপকূলবর্তী কমারিন থেকে দমন পর্যন্ত সমুদ্রের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত পাহাড়ময় বিরাট এলাকাকে ঘাট বলা হয়; এটা একটা ভারতীয় শব্দ, যার অর্থ 'প্রবেশপথ'।" 'ঘাট'-এর আভিধানিক অর্থ 'বিরতি'। ইহা কোনো কোনো সময় নদী প্রভৃতির অবতরণ স্থানকে বুঝায়। মূলগ্রন্থের এস্থলে ইহা পশ্চিমঘাট কিংবা সিহাদ্রি পর্বতশ্রেণীকে বোঝাচ্ছে।

১৩৪. কঙ্কনের একটি সহর ও দুর্গ, ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব কর্তৃক অধিকৃত এবং তদীয় পুত্র আ'যমের নামানুসারে 'আ'যমতারা (আভিধানিক

অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ তারকা' নামে অভিহিত। ধর্মোন্মত্ততা বশত নগর ও সহরের হিন্দু নামের পরিবর্তে মুসলমানী নামকরণ করা আওরঙ্গজেবের একটা খেয়াল ছিল। (দ্র. ১১নং পত্র) সতারার আভিধানিক অর্থ একটি 'চমৎকার বা উজ্জ্বল তারকা'। সতারা প্রথমে বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু পরে ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে শিবাজি কর্তৃক অধিকৃত হয়। পুনার আগে ইহাই ছিল দীর্ঘকালের জন্য মারাঠা রাজ্যের রাজধানী। ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে সতারা তরিবত খান, দ্বিতীয় রুহ আল্লাহ্ খান এবং ফতেহ্ আল্লাহ্ খান কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। প্রয়াগজি প্রভু ইহা রক্ষা করে। দীর্ঘ ও ক্রমাগত অবরোধের পর ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে ইহা শাহী সেনাবাহিনীর অধিকারে আসে। খাফি খান সতারা অবরোধের দীর্ঘ ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। একজন কবি সতারা সম্পর্কে বলেছেন, "বালা-ই-সরূপ ষাহ্ আর্যমন্দি, তাবেন্দাহ্ সিতারাহ্ বুলন্দি" (অর্থাৎ, এর চূড়ার উচ্চতা—অত্যুৎকৃষ্টতার জন্য মহান্ ও উজ্জ্বল তারকার অনুরূপ)। ইহা একটি সুদৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল। "ইহা ছিল অগণিত ঐশ্বর্য ও মহামূল্য দ্রব্যাদির রক্ষক ও আশ্রয়স্থল।" ইহা আদিল শাহী রাজবংশের রাষ্ট্রীয় কারাগার ছিল। পরে মারাঠারাও একে রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবেই ব্যবহার করত।

১৩৫. ইহা একটি হিন্দুস্তানী কথা, যার অর্থ 'আব্বা, (ঢাক থেকে শব্দ নির্গত হচ্ছে) ধুন, ধুন'। 'ধুন' একটি দ্বিরুক্ত অনুকারক শব্দ। যখন ঢাক পেটানো হয় তখন তা থেকে উৎপন্ন ধ্বনি।

১৩৬. পরনালা, দাক্ষিণাত্যের কোলাপুরের একটি সহর ও দুর্গ। পূর্বে ইহা বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু পরে ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে শিবাজি তা চাতুরির সাহায্যে অধিকার করেন। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে রুস্তম খান নামে বিজাপুরের একজন সেনাপতি এখানে পরাজিত হন। শাহাজাদা আ'যম ইহা দখল করেন। কিন্তু ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে মারাঠারা ইহা পুনরায় অবরোধ করে। পরে ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে মোগলেরা ইহা পুনর্দখল করে। (দ্র. ১১১নং পত্র) খাফি খান বলেছেন যে, আওরঙ্গজেব এর নামকরণ করেন 'বনি (কিংবা নবি) শাহ্ দরগ্'।

১৩৭. আওরঙ্গজেব তাঁর যৌবনকালে যে সমস্ত পাপকার্য ও অপরাধ করেছিলেন, এখানে সে সম্পর্কে অনুশোচনা করছেন। (দ্র. ৭নং পত্র)

১৩৮. দ্র. ২৬নং পত্র।

১৩৯. পারস্যের একজন বিখ্যাত সুফি কবি এবং প্রধানত 'মসনবি' রচনার জন্য পরিচিত মৌলানা জালালউদ্দিন রুমির উপাধি। তিনি ১২০৭ খ্রীস্টাব্দে বলখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৩ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন। (দ্র. ৪৪নং পত্র)

১৪০. দ্র. ৯২নং পত্র।

১৪১. অর্থাৎ খাহেদা খান্। (দ্র. ২৪নং পত্র)

১৪২. পারস্যের আরেকজন বিখ্যাত কবি, প্রধানত 'গযল' রচনার জন্য পরিচিত। তাঁকে পারস্যের শ্রেষ্ঠ নৈতিক শিক্ষক বলে মনে করা হয়। তিনি আনুমানিক ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সর্বপ্রথম তিনি একজন সৈনিক হিসেবে চাকরি করেন। তিনি একজন বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন এবং ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন, যে কাজ হাফিজ পারেননি। পারস্যের কবি জামি তাঁকে 'শিরাজের কুঞ্জবনের বুলবুল পাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

১৪৩. দ্র. ১৫নং পত্র।

১৪৪. দ্র. ৫নং পত্র।

১৪৫. কিন্তু আওরঙ্গজেব নিজেই তাঁদের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে সন্দিগ্ধ ছিলেন।

১৪৬. প্রাসাদের একটি স্থান যেখানে শাজাহান সরকারী কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার পর অপরাহ্নে যেতেন।

"আম-ও-খাসের (দ্র. ১২নং পত্র) বিশাল হলঘরের ভেতর দিয়ে অপর একটি নিভৃত কক্ষে যাওয়া যায়, তার নাম 'গোসলখানা' কিংবা হাত-মুখ ধোয়া ও গোসল করার ঘর। এই গোসলখানায় খুব কম সংখ্যক লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে এবং এর আয়তনও আমখাসের মতো বিশাল নয়। তা না হলেও কক্ষটি দেখতে খুবই সুন্দর ও মনোরম, বেশ প্রশস্ত এবং চমৎকারভাবে রঙীন চিত্র ও নকশায় সুশোভিত; চার কিংবা পাঁচ ফুট উঁচু ভিতের ওপর তৈরী, বড় প্ল্যাটফর্মের মতো। এই গোসলখানার নির্জন কক্ষে সম্রাট একটি আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আমিরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সঙ্গোপনে তাঁর কর্মচারীদের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন, তাঁদের কাছ থেকে রাজ্যের বিবরণাদি গ্রহণ করেন এবং ধীরস্থিরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সলাপরামর্শ করেন। সকালের দিকে আমখাসে যেমন আমিরগণ উপস্থিত থাকেন, তেমনি সন্ধ্যার দিকেও গোসলখানায় তাঁদের উপস্থিত থাকতে হয়। দুবেলা হাজিরা দিতে তাঁরা বাধ্য, তা না হলে তাঁদেরকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।"—বার্নিয়ার। (দ্র. ৭০নং পত্র)

১৪৭. দ্র. ১৫নং পত্র।

১৪৮. কান্দাহারে নিযুক্ত পারসিক সুবাদার; তিনি ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে শাজাহানের নিকট এই সহর সমর্পণ করেন এবং তাঁর চাকরিতে যোগদান করেন। শাজাহান তাঁকে পর পর কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহাজাদা মুরাদের সঙ্গে বল্খ্ ও বদখ্শানে প্রেরিত হন এবং সহর দুটি অধিকার করেন। (দ্র. ১নং পত্র) সম্রাট শাজাহান কর্তৃক তিনি

'আমিরুল উমরা' পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি লাহোরে একটি খাল খনন করেন; খালটি এখনো বিদ্যমান আছে। "আলি মর্দান তাঁর রুচি ও প্রবণতায় তিনি Roman Lucullus-কে অসম্মান করেননি বলে জনসাধারণের জন্য অসংখ্য অট্টালিকা ও বাগান নির্মাণ করে গেছেন।"

১৪৯. আবিদ খানের উপাধি, যিনি সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সম্রাট তাঁকে চার হাজারি মনসবদারির পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। গোলকুণ্ডা অবরোধের সময় তিনি কামানের গোলায় ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। তিনি গাযি-উদ্দিন খান ফিরুয জঙ্গের পিতা (দ্র. ১৫৭নং পত্র) এবং হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত নিযাম-উল-মুলক আসফ্ঝার পিতামহ ছিলেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে (ব্যক্তিগতভাবে) কিলিচ খান উপাধি দান করেন। মুহম্মদ আরেফ নামে তাঁর আরেকটি পুত্র ছিল।

১৫০. দ্র. ১৬নং পত্র।

১৫১. আকবরের রাজত্বকালে প্রচলিত গোলাকার স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ, যার মূল্য প্রায় পনেরো টাকার সমান।

১৫২. এক ধরনের শাস্তি (কসাস্)—জীবনের পরিবর্তে জীবন, হাতের পরিবর্তে হাত, পায়ের পরিবর্তে পা, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, জখমের পরিবর্তে জখম—যা পবিত্র কোরানে যথার্থ শাস্তি বলে অভিহিত হয়েছে।

১৫৩. ফার্সী কবিরা কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে 'কাফুর' (কর্পূর) নাম ধরে ডাকেন, যার রঙ সাদা। একজন নিগ্রোকে 'কাফুর' নামে ডাকা যেমন হাস্যকর, তেমনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান সাহিসকে 'সফ শেকন খান' নামে ডাকাও তেমনি হাস্যকর ব্যাপার ছিল।

১৫৪. পথ অতিক্রমণের শুল্ক, মোগলদের সময়ে পর্যটকদের কাছ থেকে আদায়কৃত এক ধরনের কর। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনারোহণের পর আওরঙ্গজেব আরো উনআশিটি করের সঙ্গে এই করও মৌকুফ করে দেন। তথাপি সম্রাটের সাহিষ্ণুতার অন্যায় সুযোগ গ্রহণকারী দূরবর্তী সরকারী কর্মচারীগণ এই কর কঠোরতার সঙ্গে আদায় করত।

১৫৫. ইহা আওরঙ্গজেবের চরিত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, যা তিনি তাঁর ধর্মের নির্দেশানুযায়ী পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই মর্মে উইল করে যান যে তাঁর কাফন-দাফনের খরচ তাঁর নিজের হাতে তৈরী টুপির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে নির্বাহ করতে হবে।

১৫৬. শাজাহানের অধীনে কর্মরত একজন মনসবদার। তিনি ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কাবুলের সুবাদার ছিলেন।

১৫৭. অর্থাৎ সা'দ আল্লাহ্ খান। (দ্র. ১৫নং পত্র)

১৫৮, অর্থাৎ দারা। (দ্র. ৫নং পত্র)

১৫৯. দ্র. ৪৬নং পত্র।

১৬০. দ্র. ৫নং পত্র।

১৬১. দ্র. ২৬নং পত্র।

১৬২. প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ, ওজন এক 'মিসকাল' (অর্থাৎ ৯৬ রতি)।

১৬৩. এই পত্রটি আওরঙ্গজেবের এবং তাঁর তিন ভাই দারা, শুজা ও মুরাদের চরিত্রের পরিচয় দেয়।

১৬৪. দ্র. ৪৮নং পত্র।

১৬৫. দ্র. ২৫নং পত্র।

১৬৬. শাজাহান অদৃষ্ট কর্তৃক প্রতারিত হয়েছিলেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুর আগেই সিংহাসনারোহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর অকৃতজ্ঞ পুত্র কর্তৃক অন্তরীণ হয়েছিলেন এবং আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের আট বৎসর পর পরলোকগমন করেছিলেন।

১৬৭. অর্থাৎ দারা। (দ্র. ৫নং পত্র)

১৬৮. খুব সম্ভবত ইতিহাসের দিক থেকে একথা ভ্রান্ত। সন্দেহ নেই যে, তিনি সৎ ও উপযুক্ত লোক সা'দ আল্লাহ্ খানের হত্যায় উৎসাহ দান করেছিলেন, যার সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল না বলে মনে হয়।

১৬৯. দ্র. ৯১নং পত্র।

১৭০. দ্র. ১নং পত্র।

১৭১. এখানে আওরঙ্গজেব পুনরায় বিনীতভাবে এবং শিষ্টতার সহিত নিজের সম্পর্কে বলেছেন। তিনি তাঁর দূরদর্শিতার অহঙ্কার করলেও ইতিহাস প্রমাণ করে যে তিনি মোটেই এই গুণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয় করে মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন। তিনি যদি এই রাজ্য দুটির কর্তৃত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন তাহলে উদীয়মান মারাঠা শক্তির দমনে তারাই নিয়োজিত থাকত। খুব সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের এই দুটি মুসলমান রাষ্ট্রের সহায়তায় তিনি এই মারাঠা শক্তিকে এর শৈশবেই পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হতেন। দূরদর্শিতার অভাবে তিনি বুঝতে পারেননি যে, এই উদীয়মান শক্তি তাঁর মৃত্যুর পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। পুনরায়, তিনি রাজপুত জাতিকে মোগলদের থেকে পৃথক্ করে এবং এভাবে আকবরের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে মস্তবড় ভুল করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি যে এক শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে মোগলদের স্থান দখল করবে। অদূরদর্শী নীতির জন্য আওরঙ্গজেবের জীবন ব্যর্থতায় পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু, সন্দেহ

নেই যে তিনি একজন দৃঢ়সঙ্কল্প লোক ছিলেন, ইতিহাস যার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি অটল ও স্থির মনোভাবের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর জীবৎকালে তিনি এই মানসিক দৃঢ়তার অজস্র প্রমাণ দিয়েছেন। শাহাজাদা হিসেবে যখন তিনি বলখে শত্রুদের কর্তৃক চতুর্দিক থেকেই পরিবেষ্টিত হন এবং ভয়াবহ বিপদে পড়েন তখনও তিনি সূর্যাস্তের সময় হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য সেজদায় পড়েছিলেন। সমূগড়ে দারার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি পরাজিত হওয়ার মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তাতে নিরুৎসাহ না হয়ে স্থির ছিলেন এবং তাঁর হস্তীর পাগুলি একত্রে শৃঙ্খলা-বন্ধ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। পুনরায় তাঁর পুত্র আকবর যখন রাজপুতদের সঙ্গে যোগদান করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন, তখনও তিনি একই সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বার্নিয়ার বলেছেন, "তিনি (আওরঙ্গজেব) ছিলেন সংযত চরিত্র, চতুর ও ধূর্ততার শিরোমণি।" তিনি পুনরায় বলেছেন যে, তিনি (দারার চাইতে) অধিকতর নিখুঁত বিচারক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং "পুত্র আওরঙ্গজেব সম্পর্কে সম্রাট শাজাহানের উচ্চ ধারণা দারার হিংসার উদ্রেক করত।"

১৭২. দ্র. ৪৫নং পত্র।

১৭৩. পাহারা, একটি ভারতীয় শব্দ।

"হিন্দীতে প্রহরীকে 'চৌকি' বলা হয়। তিন শ্রেণীর প্রহরী আছে। সেনা-বাহিনীর চারটি ডিভিশনকে সাতটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে; তাদের প্রতিটি দল একজন বিশ্বস্ত 'মনসবদার'-এর তত্ত্বাবধানে এক এক দিনের প্রহরায় নিযুক্ত হয়।" ('আইন-ই-আকবরী')

১৭৪. দ্র. ৪৮নং পত্র।

১৭৫. দ্র. ৪৮নং পত্র।

১৭৬. পানপাতা, একটি ভারতীয় শব্দ। (দ্র. ১৪৮নং পত্র)

১৭৭. রঘুনাথের মৃত্যুর পর (১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে) আওরঙ্গজেবের উপমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সেই বৎসরই পরলোকগমন করেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল আবুল মুলক তুনি এবং তিনি মুহম্মদ ওয়ারেস বিরচিত 'বাদশানামা'র সংশোধন করেন। সর্বপ্রথম তিনি আওরঙ্গজেবের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন খোরাসানের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক এবং খুবই সৎ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর পরামর্শ আওরঙ্গজেবের নিকট অপরিহার্যরূপে হিতকর ছিল। বার্নিয়ার তাঁর গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে "মহান্ ফাযিল খান, সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ববহনকারী একজন উযির, যার সিদ্ধান্তের ওপর চিকিৎসক হিসেবে আমার বেতনের পরিমাণ নির্ভর করত" বলে অভিহিত করেছেন।

একই উপাধিধারী আরেকজন লোক ছিলেন, যাঁর পূর্বনাম ছিল আ'তিমাদ খান। তিনি ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফাযিল খান উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনিও প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এই একই উপাধিধারী তৃতীয় আরেকজন লোক ছিলেন, তিনিও প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে আবু নসর খানের স্থলে কাশ্মীরের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীর ছেড়ে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশে রওয়ানা হন, কিন্তু পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে এখানে কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

১৭৮. বুরহানপুরের সুবাদার। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি উজ্জয়নের সুবাদার নিযুক্ত হন;

১৭৯. দ্র. ৩৬নং পত্র।

১৮০. আওরঙ্গজেবের প্রধান সচিব যিনি 'রুক্'আতে আলমগিরি' নামে পরিচিত সম্রাটের পত্রাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, যা এখানে ইংরেজিতে (এবং মৎকর্তৃক বাংলায়—বাংলা অনুবাদক) অনূদিত হয়েছে। (দ্র. ভূমিকা এবং ১১৬নং পত্র)

১৮১. শাহাজাদা আ'যমের পরিষেবিকা, এনায়েতুল্লাহ্ খানের মাতা এবং আওরঙ্গজেবের কন্যা শাহ্জাদী জেবুন্নেসা বেগমের গৃহশিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে তাঁর পুত্র ক্রমশ আড়াই হাজারী পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৮২. একজন হিন্দু সর্দার, যিনি সা'দ আল্লাহ্ খান কর্তৃক প্রতিপালিত, অনুগৃহীত এবং শাজাহানের শাহী দরবারে পরিচিত হয়েছিলেন। শাজাহান তাঁকে তাঁর উযির মনোনীত করেন। তিনি রায়রায়ান অর্থাৎ রাজাধিরাজ নামে অভিহিত হতেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে রাজা রঘুনাথ খেতাবে বিভূষিত করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের একজন উপমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বার্নিয়ার তাঁকে রাজা রঘুনাথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যিনি আওরঙ্গজেবের কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গে থেকে উযিরের কাজ করেছেন।

১৮৩. দ্র. ৯নং পত্র।

১৮৪. গুজরাট 'গুর্জর রাষ্ট্র'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ বলে কথিত: ইহা 'গুর্জর'-দের দেশ, যারা পারস্যের দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমানে রাশিয়ার অধিকারভুক্ত ও তার সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত গুরজারিয়া বা জর্জিয়া প্রদেশ থেকে আগত বলে অনুমিত হয়; তুলনীয়: গুজরাট, পাঞ্জাবের একটি শহর, যেখানে শিখ ও ইংরেজদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

১৮৫. অর্থাৎ পীর মনখা। (দ্র. ৩১ নং পত্র)

কেউ কেউ বলে থাকেন 'দহুদ' ফার্সী 'দুহুদ' থেকে ব্যুৎপন্ন। ফার্সী 'দু

অর্থ দুই এবং 'হদ' অর্থ সীমানা, কারণ ইহা গুজরাট ও মালোয়ার দুই সীমান্তে অবস্থিত। কেউ বলে থাকেন ইহা গুজরাটী 'দহি-বদ' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ, যার অর্থ দধি বা দুধওয়ালার স্থান।

১৮৬. এই পত্রটি আওরঙ্গজেবের অর্থলিপ্সার প্রমাণস্বরূপ। তিনি স্বীয় পুত্রকে তাঁর আমিরদের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ না করার জন্য ভর্ৎসনা করছেন।

১৮৭. বণিকগণ ইরাক-ই-আরব এবং ইরাক-ই-আজম থেকে, তুরস্ক, তুর্কিস্তান, বদখশান, তিব্বত, কাশ্মীর এবং অন্যান্য দেশ থেকে ভালো ভালো অশ্ব রাজদরবারে আনত।...দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জাত চমৎকার অশ্ব আছে, শ্রেষ্ঠতার দিক দিয়ে কচ্ছ প্রদেশের অশ্ব আরবী অশ্বের সমকক্ষ। দুই শ্রেণীর অশ্ব আছে: (১) খাস (বিশেষ); (২) যেগুলি খাস নয়। উচ্চপদস্থ আমির ও অন্যান্য মনসবদার এবং প্রধান আহেদিগণের ওপর আস্তাবলগুলির তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হতো। সরকারের অধিকারে যে সমস্ত অশ্ব ছিল সেগুলির তত্ত্বাবধানের ভার 'আতবেগি'র ওপর ন্যস্ত ছিল। অশ্ব তদারকে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে তিনি পরিচালনা করতেন। এই অশ্ববিভাগের দপ্তর ছিল রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দপ্তর।

"প্রতিটি আস্তাবলের জন্য একজন দারোগা নিযুক্ত হতো। পাঁচ হাজারী সেনানায়কের মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদার থেকে প্রধান 'আহেদি' পর্যন্ত কর্মচারীগণ এই পদের অধিকারী হতেন। এই দেশে অশ্বগুলি সাধারণত তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তাদের মূল্য ছিল ৫০০ মোহর থেকে দুই টাকা পর্যন্ত।" ('আইন-ই-আকবরী')

"অশ্বগুলি সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সাতটি বিভাগ ছিল আরবী, পার্সী, মুজন্নস, তুর্কী, ইয়াবু, তাযি ও জংলী অশ্ব।" ('আইন-ই-আকবরী')

১৮৮. আওরঙ্গজেবের দরবারস্থ একজন উচ্চপদস্থ আমির, তাঁর আসল নাম হলো মুয়া'য-উদ্দীন মুহম্মদ। তিনি একজন ভালো কবি ছিলেন; কবি হিসেবে তিনি প্রথমে ফিৎরত এই নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে এই নাম পরিবর্তন করে মুসাবি রাখা হয়, যার সঙ্গে আওরঙ্গজেব খান উপাধি জুড়ে দেন। তিনি ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ৫১ বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যে পরলোকগমন করেন।

১৮৯. তাঁর পূর্ব নাম ছিল সুলতান হুসাইন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম বৎসর তাঁকে ইফতিখার খান উপাধি দেয়া হয়। তিনি জৌনপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই পরলোকগমন করেন।

১৯০. আওরঙ্গজেবের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। তিনি খুব সৎ, ধার্মিক ও জ্ঞানী ছিলেন; তিনি সুরাটের ধনী ব্যবসায়ী মুহম্মদ মুহসিনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

১৯১. দ্র. ৫৬নং পত্র।

১৯২. তিনি একটি প্রকাশনালয়ে (দারুল ইনশার) চাকরি করতেন।

১৯৩. দ্র. ১১নং পত্র।

১৯৪. কিন্তু হায়! গুজরাট এখন এই উপাধি লাভের যোগ্য নয়। আওরঙ্গজেব যদি পুনর্বার জীবন লাভ করতেন, তাহলে তিনি দেখতে পারতেন যে, গুজরাট এককালে যা ছিল এখন তার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিককালে তার শিল্পকলা ও পেশা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে হীন অবস্থায় পতিত হয়েছে।

বার্নিয়ার মোগল যুগের ভারতের শিল্পদ্রব্য হিসেবে "গালিচা, কিংখাব, সুক্ষ্ম সুচীকর্ম, সোনারুপার কারুকার্য করা মূল্যবান কাপড় এবং নানা রকমের রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হতো কিংবা বিদেশে রপ্তানি হতো।" তিনি আরো বলেছেন, "ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে নিপুণ কারিগর রয়েছে। উঁচুদরের কারুশিল্পের প্রচুর নিদর্শন দেখা যায়, যা কারিগরেরা যন্ত্রপাতি বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও এবং কোনো গুরুর কাছ থেকে কোনোরকম শিক্ষা না পেয়েও তৈরী করে থাকে।" পুনরায় তিনি বলেছেন, "ভারতীয় চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্র ও ক্ষুদ্র চিত্রের সৌন্দর্য, নমনীয়তা ও সুক্ষ্মতার প্রশংসা আমি অনেকবার করেছি। আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছে কোন এক বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্রিত একটি ঢাল; তাতে আকবর বাদশার বীরোচিত কার্য চিত্রিত হয়েছিল, চিত্রকর সাত বৎসর ধরে ঐ ঢালের চিত্রগুলি এঁকেছিলেন বলে কথিত আছে। এটা একটা বিস্ময়কর চিত্রকর্ম বলে আমার মনে হয়েছিল।"

"লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আহমেদাবাদ ও গুজরাট সহরস্থ সম্রাটের কারখানাগুলি নিপুণ কারিগরির পরিচয়বাহী বহু উৎকৃষ্ট শিল্প প্রস্তুত করে থাকে; এবং অধুনা প্রচলিত শিল্প দ্রব্যের গঠন ও ছাঁচ, গ্রন্থি ও ফ্যাশনের বৈচিত্র্য অভিজ্ঞ পর্যটকদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।" ('আইন-ই-আকবরী')

"চিত্রকর, সিলমোহর খোদাইকর ও হস্তশিল্পীর সংখ্যা প্রচুর। তারা যথেষ্ট নৈপুণ্যের সহিত ঝিনুকাদির অভ্যন্তরস্থ মুক্তা খচিত করে এবং সুন্দর সুন্দর বাক্স ও দোয়াতদান তৈরী করে। সোনালী সুতায় কারুকার্য করা চিরাহু, ফোতাহু, জমহোয়ার, খারা, মখমল ও কিংখাব জাতীয় রেশমী বস্ত্র এখানে নৈপুণ্যের সহিত উৎপাদিত হয়। তুরস্ক, ইউরোপ এবং পারস্য থেকে আগত রেশমী বস্ত্রের অনুকরণে অনেক বস্ত্র উৎপাদিত হয়। তারা একইরূপে জমধর এবং খপোয়া জাতীয় চমৎকার তরবারি এবং ছোরা, তীর ও ধনুক তৈরী করে থাকে। তুরস্ক এবং ইরাক থেকে আমদানিকৃত সর্বপ্রকার অলঙ্কার ও রূপোর অবাধ বাণিজ্য চলে।" ('আইন-ই-আকবরী')

"মহামান্য সম্রাটের (আকবরের) আনুকুল্যের জন্য যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্য, পশমী ও রেশমী গালিচা এবং কিংখাবের উৎপাদন ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হতো।" ('আইন-ই-আকবরী')

১৯৫. দ্র. ৯নং পত্র।

১৯৬. দ্র. ৩৭নং পত্র।

১৯৭. সন্তাজি গোরপারে, রামরাজার একজন সাহসী সেনাপতি ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মচারী, যিনি আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীকে সাহসিকতার সহিত আক্রমণ করেছিলেন। তিনি জিঞ্জির নিকটে আওরঙ্গজেবের বহু সেনানায়ককে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। তিনি কাসেম খানকে পরাজিত করেছিলেন। পুনরায় তিনি হিম্মত খানকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। তিনি জুলফিকর খানের অধীনস্থ মোগলবাহিনীকে জিঞ্জি অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর সহচর দানাজি জাদোর সহিত কলহ করেছিলেন, তাঁর সমর্থকদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন এবং নাগোজি মনাই কর্তৃক ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে নিহত হয়েছিলেন। এই নাগোজি মনাই একদিন সন্তাজি কর্তৃক অপমানিত হয়েছিল। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজারাম কর্তৃক সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং রাও মমলুকাত মদার নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিবাজির সময়ে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি একজন অসামান্য, যোগ্য ও কর্মক্ষম কর্মচারী ছিলেন। তিনি "সাত বৎসরের জন্য মোগল বাহিনীর ত্রাসস্বরূপ" ছিলেন।

আওরঙ্গজেব হিন্দু নাম লেখার বেলায় শিষ্টতার পরিচয় দেননি। তিনি হিন্দু নামের বিশেষ করে মারাঠী নামের সম্মানসূচক প্রত্যয় 'জি' বর্জন করতেন। একইরূপে তিনি শিবাজির পরিবর্তে কেবল 'শিবা' লিখতেন।

ইহা আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামিমূলক চেতনার আরেকটি দৃষ্টান্ত। (দ্র. ২নং ও ১০৮নং পত্র)

১৯৮. তিনি সর্বপ্রথম বোখারার সুবাদার আবদুল আজিজ খানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। (দ্র. ১৭২নং পত্র)

১৯৯. খান জাহান বাহাদুরের পুত্র এবং আওরঙ্গজেবের সেনানায়ক ছিলেন; তিনি সন্তাজির বিরুদ্ধে প্রেরিত হন এবং ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে দোদেরির নিকট সন্তাজি কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল সৈয়দ মুজাফ্ফর। সম্রাট শাজাহান তাঁকে হিম্মত খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে দু'বার এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন।

২০০. হযরত মুহম্মদের (দঃ) বংশধর।

২০১. ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি উসফজি আফগানদেরকে শায়েস্তা করার জন্য মির খানের সঙ্গে কাবুলে উপস্থিত ছিলেন। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে দুর্গরক্ষক হিসেবে তিনি কাবুলে প্রেরিত হয়েছিলেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত

তিনি বিহারের সুবাদার ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুরশিদাবাদ উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। (দ্র. ৮২নং পত্র)

২০২. দ্র. ১নং পত্র।

২০৩. দ্র. ২৭নং পত্র।

২০৪. দ্র. ১৬নং, ১৩২নং এবং ১৭০নং পত্র।

আওরঙ্গজেব ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়াশীল এবং হিতৈষী সম্রাট।

২০৫. দ্র. ৬২নং পত্র।

২০৬. অথবা ক্ষত্রি, (আভিধানিক অর্থ—যোদ্ধা) হিন্দুদের চারটি মূল বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ এবং ব্রাহ্মণের (হিন্দু পুরোহিত) পরবর্তী বর্ণ।

২০৭. দ্র. ১৮নং পত্র।

২০৮. দ্র. ৪৮নং পত্র। এর সমস্ত দেয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকা হয়েছে।

২০৯. (আভিধানিক অর্থ) 'the brand of correction' অর্থাৎ যেখানে অশ্বগুলিকে ছাপ দেয়া হতো, অর্থাৎ আস্তাবল।

ছাপ দেয়ার নিয়মাবলী :

"প্রতারণাপূর্ণ বিনিময় নিবারণ এবং সন্দেহপূর্ণ মালিকানার মোহর অপসারণের উদ্দেশ্যে অশ্বগুলিকে কিছুদিনের জন্য 'নজর' (দৃষ্টি) শব্দ দ্বারা, কোনো কোনো সময় 'দাগ' (চিহ্ন) শব্দ দ্বারা এবং কোনো কোনো সময় সংখ্যাবাচক '٧' (সাত) এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হতো। সরকার যে সকল অশ্ব পেতেন তার প্রত্যেকটির ডান গালে তপ্ত লৌহের ছাপ ছিল ; আর যেগুলিকে ফেরৎ দেয়া হতো সেগুলির ছাপ ছিল বাম দিকে।...বর্তমানে প্রতিটি আস্তাবলের অশ্বের মূল্য অঙ্কে লিখে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।...সমাবেশের সময় যখন অশ্বগুলিকে উচ্চতর কিংবা নিম্নতর পদমর্যাদায় রাখা হয়, তখন পুরোনো ছাপ অপসারিত হয়ে যায়।" ('আইন-ই-আকবরী')

"নিজের রাজত্বকালের অষ্টাদশবর্ষে মহামান্য সম্রাট (আকবর) ছাপ দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন।" "যখন সর্বপ্রথম ছাপ দেয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়, তখন 'সিন' বর্ণের মস্তকাকৃতি ছাপ ব্যবহৃত হতো এবং অশ্বের ঘাড়ের ডান পার্শ্বে মারা হতো। কিছুদিনের জন্য ইহা পরস্পর সমকোণে ছেদকারী দুই 'আলিফ'-এর আকৃতিবিশিষ্ট ছিল, আলিফের মাথাগুলি ছিল মোটা এবং ডান উরুতে এই ছাপ দেয়া হতো। আবার কিছুকালের জন্য ইহা খোলা ছিলে সহ তীরের মতো ছিল। অবশেষে সংখ্যার প্রবর্তন হলো, যে পরিকল্পনা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত প্রতারণামূলক কাজকে ব্যর্থ করেছে। তারা লৌহ সংখ্যা প্রস্তুত করে...। এই নতুন ছাপগুলিও ডান উরুতে মারা হয়ে থাকে।" ('আইন-ই-আকবরী')

"মহামান্য সম্রাটের (আকবরের) কর্মচারীগণ (মনসবদারগণ) তাদের অশ্বগুলিকে প্রতি বৎসরই নতুন করে ছাপ মারতেন।" ('আইন-ই-আকবরী')

২১০. সামরিক বিভাগের একটি পদ। এর অন্য কয়েকটি অর্থও আছে :
(ক) ভারী আশাসোঁটা ; (খ) দুর্গের বাইরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা।

২১১. মোগলদের আমলে ভারতবর্ষের অর্থদপ্তরের কর্মচারী। আভিধানিক অর্থ 'এক কোটির অধিকারী'।

২১২. এই পত্র পবিত্র সিদ্ধপুরুষদের জন্য আওরঙ্গজেবের অপরিমিত শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রমাণ দেয়।

আওরঙ্গজেব তপস্যাপরায়ণ মানসিক প্রবণতার অধিকারী ছিলেন। সম্রাট শাজাহানের শাসনামলে তিনি যখন প্রথমবারের মতো দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, তখন তিনি জাগতিক কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রায় এক বৎসরকাল 'ফকির' অর্থাৎ মুসলমান তাপসের মতো জীবনযাপন করেন (১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। দারা (ব্যঙ্গচ্ছলে) তাঁকে বলতেন 'সেই সাধু লোকটি'। যখন (১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে) তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তখন তিনি তাঁর নির্বোধ ভাই মুরাদকে তাঁর সঙ্গে যোগদান করার জন্য এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন, "আমি তোমাকে সিংহাসনের ওপর অধিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমি রাজমুকুট পছন্দ করি না। তোমার সিংহাসনারোহণের পর আমি তাপস জীবনে ফিরে যাব এবং হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় চলে যাব।" এই কথাগুলি থেকে আমরা তাঁকে একজন ভণ্ড ও দ্বিমনা হিসেবে দেখতে পাই ; কারণ স্বীয় পিতাকে এবং ভাই মুরাদকে বন্দী করে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমানেরা তাঁকে সাধু বলে প্রশংসা করলেও খ্রীস্টানেরা তাঁকে ভণ্ড বলে তাঁর নিন্দা করে। (দ্র. ৯৩নং পত্র)

খাফি খান আওরঙ্গজেবের খোদাভক্তি, তপস্যা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস, দীর্ঘ কষ্ট ভোগ এবং সুবিচারের প্রশংসা করেছেন। বার্নিয়ার আওরঙ্গজেবকে সংযত, ধূর্ত এবং ভণ্ডামির চূড়ান্ত শিরোমণি বলে অভিহিত করেছেন।

আওরঙ্গজেবের সময়ে বহু সাধুপুরুষ জীবিত ছিলেন। নিম্নে তাঁদের কয়েক-জনের নাম দেয়া হলো :

শেখ মুহম্মদ ওয়ারিস, শেখ বায়াযিদ, শেখ বুরহান, শেখ আবদুল লতিফ, মির নাসিরুদ্দিন হরবি এবং সৈয়দ সা'দুল্লাহ্।

২১৩. একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুপুরুষ, ১৩২১ খ্রীস্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল সদর-উদ্দিন মুহম্মদ হুসাইনি ; কিন্তু তিনি সাধারণভাবে 'গিসু-দরায' বলে অভিহিত হতেন, কারণ তাঁর মাথায় লম্বা 'কোঁকড়া চুল' ছিল। তিনি দিল্লির শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগের শিষ্য ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহমনি রাজাদের আমলে গুলবার্গে বাস করতেন এবং শাহাজাদা আহমদ শাহ্‌কে তাঁর শিষ্য করেন। ১৪২২ খ্রীস্টাব্দে আহমদ শাহের রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি দাক্ষিণাত্যে পরলোকগমন করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে

সকল তীর্থযাত্রীই গুলবার্গে (কিংবা হাসনাবাদে) তাঁর সমাধি পরিদর্শন করত। তিনি একজন গ্রন্থকারও ছিলেন এবং নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন : 'আদাব-উল-মুরিদ', 'ওয়াজুদ-অল-আশিকিন', এবং 'আস্মার-অল-আসরার'। বিজাপুরে বিজয়ের পর ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব গুলবার্গে তাঁর সমাধি পরিদর্শন করেন।

২১৪. "লম্বা ও সুন্দর দেহের অধিকারী দেখে বেছে নেওয়া গুর্জ-বরদার বা আসাবরদারগণ 'কাউর' এবং 'মনসবদার'-দের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, যাদের কাজ হলো সভার শৃংখলা রক্ষা করা, রাজার পরোয়ানা বহন করা এবং অত্যন্ত ত্বরার সহিত তাঁর আদেশ কার্যকরী করা।"—বার্নিয়ার।

২১৫. দ্র. ৫৬নং পত্র।

২১৬. দ্র. ৭নং ও ৭৩নং পত্র।

পরবর্তী পত্রসহ এই পত্রটি করুণ ও মর্মস্পর্শী। বিলম্বে হলেও এখানে আওরঙ্গজেব তাঁর অতীতের পাপ ও অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করছেন। আবার এই পত্রগুলিতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর প্রজাদের বিশেষ করে মুসলমান-দের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের পরিচয় পাই।

২১৭. দ্র. ৭৩নং পত্র।

২১৮. সংস্কৃত বিজয়পুরের (বিজয়ী সহর) হিন্দুস্থানী রূপ। পূর্বে ইহা দাক্ষিণাত্যের একটি সম্পদশালী শহর ছিল এবং এর স্থাপত্যশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এর পূর্ব গৌরব এখন আর নেই। ইহা বাহমনি রাজ্যের আদিলশাহী রাজাদের রাজধানী ছিল; ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তা অধিকার করেন। এই সহরকে দাক্ষিণাত্যের তালবৃক্ষ বলা হয়।

২১৯. অর্থাৎ মুয়যযম, আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহাজাদা। (দ্র. ১নং পত্র)

২২০. মুয়যযমের দ্বিতীয় পুত্র। (দ্র. ৮৭নং পত্র)

২২১. আ'যমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (দ্র. ১১নং ও ৭৬নং পত্র)

২২২. অর্থাৎ, যিনাত-উন্নেসা, আওরঙ্গজেবের একমাত্র জীবিতা কন্যা, যিনি ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

কাম বখশের[১] উদ্দেশে লিখিত পত্র

৭৩নং পত্র[২] (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ)

[এই পত্রটি আওরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুর সময় শাহাজাদা সুলতান মহম্মদ কাম বখ্শের নিকট লিখেছিলেন]

আমার মনোমুগ্ধকারী পুত্র, যদিও (এই) ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের জগতে (যেখানে মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারে), আমি তোমাকে আল্লার অভিপ্রায় সম্পর্কে, এবং এর চাইতেও বেশী, আল্লার ক্ষমতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছি, তথাপি একথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে তুমি এই উপদেশ কর্ণপাত করবে না বা গ্রহণ করবে না। এখন আমি অতিথি হিসেবে তোমার কাছ থেকে (পরলোকে) চলে যাচ্ছি। তাই তোমার বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার অভাবের জন্য আমার করুণা হয় ; কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করে লাভ কি ? আমি আমার সঙ্গে পাপ ও অপরাধের ফল (পরলোকে) বহন করে নিয়ে যাচ্ছি, যা আমি (এই পৃথিবীতে) সম্পাদন করেছি। প্রকৃতি (এমনি) অদ্ভুত যে (এই পৃথিবীতে) একাকী (অর্থাৎ নগ্ন অবস্থায়) এসেছি এবং (পাপের) এই বোঝা সহ (পরলোকে) গমন করছি। যদিও জ্বর আমাকে বারো দিনের জন্য আক্রমণ করেছিল, তথাপি ইহা (এখন আমার শীর্ণতা) সহ্য করতে পারেনি বলে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। যেখানেই আমি দৃষ্টিপাত করি না কেন, আমি আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার কর্মচারী ও সেনাবাহিনী এবং তাদের ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তা আমার মানসিক দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (অর্থাৎ আমার দুঃখ এই যে আমার দুর্বল উত্তরাধিকারিদের দ্বারা আমার কর্মচারী ও সেনাবাহিনী যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে না)। আমি আমার নিজের সম্পর্কে কিছুই অবগত নই। আমি বহু পাপ করেছি। আমি জানি না (আল্লাহ্‌) আমাকে কেমন শাস্তি দেবেন। যদিও উভয় লোকের প্রভু (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) আমার প্রজাদেরকে রক্ষা করবেন, তথাপি বাহ্যিক অবস্থানুযায়ী তাদেরকে রক্ষণ ও পালন করা মুসলমানদের এবং আমার পুত্রদেরও অবশ্য কর্তব্য। আ'যমও আমার নিকটেই আছে। তোমার সম্পর্কে তাকে যা বলার প্রয়োজন ছিল আমি তা-ই বলেছি। আমার শেষ উইল[৩] তোমারও মেনে নেয়া উচিত। (যুদ্ধে) মুসলমানদেরকে নিহত হতে দেবে না ; তাহলে (তাদের নিহত হওয়ার) অপবাদ এ অপদার্থ জীবের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) স্কন্ধের ওপর বর্তাবে। আমি তোমার ও তোমার পুত্রদের

দায়িত্ব আল্লার (তত্ত্বাবধানের) ওপর ন্যস্ত করেছি এবং আমি নিজে (এই পৃথিবী থেকে) প্রস্থানের জন্য তোমাদের অনুমতি চাচ্ছি। (আমার) অবস্থা এখন উন্মত্ত প্রায় (অর্থাৎ আমি এখন অস্থিরচিত্ত)। বাহাদুর শাহ্ যেখানে ছিল, এখন সেখানেই আছে। (আমার) পৌত্র যশস্বী আ'যিম ভারতবর্ষের সীমান্তে চলে গেছে। (আমার) পৌত্র বাহাদুর গুজরাটের কাছাকাছি আছে। দুনিয়ার আনন্দ ভোগ করতে পারেনি বলে হিন্নাত-উন্নেসা (অথবা যিনাত-উন্নেসা?) দুঃখে আছে। বেগম তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে (অর্থাৎ তার অবস্থা এতই শোচনীয় যে তা অবর্ণনীয়) তোমার আম্মা উদেপুরী[৪] (আমার) অসুখের সময় আমার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি (আমার মৃত্যুর পর) আমার সহগামিনী হতে চান (অর্থাৎ তিনি আমার মৃত্যুর পর শীগগিরই হিন্দু 'সতী'-র মতো মরতে চান)। যদিও আমার জ্ঞাতি কর্মচারীগণ গম দেখিয়ে বার্লি বিক্রী করে (অর্থাৎ কপটাচারী), তথাপি দয়া, কোমলতা এবং (তাদের কপটতার প্রতি) অমনোযোগিতাবশত তোমরা তাদেরকে চাকরিতে নিযুক্ত করবে। তোমরা আয় অনুসারে ব্যয় করবে। তোমাদের ওপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক।

১. আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ এবং প্রিয় পুত্র, উদেপুরীর গর্ভে ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। তিনি ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে জুলফিকার খানের সাহায্যার্থে আসাদ খানের সঙ্গে জিঞ্জিতে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে কলহ করেন এবং শত্রুদলের সঙ্গে যোগদান করার মতো পর্যায়ে পৌঁছান; ঠিক সেই সময় তিনি পিতা ও পুত্র কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। (দ্র. ১৭৪নং পত্র) পরে ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আওরঙ্গজেবের আদেশে মুক্তি লাভ করেন। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেরারের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তিনি হায়দ্রাবাদের সুবাদার ছিলেন। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে বিজাপুরের সুবাদার নিযুক্ত করেন। হায়দ্রাবাদের নিকট তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুয়য্যমের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং আঘাতের দরুন ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। (দ্র. ১২২নং পত্র)

২. দ্র. ৭নং ও ৭২নং পত্র।

৩. এই উইল অনুসারে আওরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যকে তাঁর জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং মুয়য্যমকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু শাহাজাদা আ'যম কিংবা শাহাজাদা কাম বখ্শ এই উইল মেনে নিতে পারেননি; কারণ তাঁরা সিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুয়য্যমের বিরুদ্ধে পর পর যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

৪. কাম বখ্‌শের মাতা এবং আওরঙ্গজেবের প্রিয় মহিষী ছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে তিনি জর্জিয়ার খ্রীস্টান ছিলেন এবং দারা তাঁকে ক্রয় করেন; দারার প্রাণদণ্ডের ফলে তিনি আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পিত হন। অন্যান্যদের মতে তিনি যোধপুরের নিসোদীয় রাজপুত মহিলা ছিলেন। একদা তিনি চিতোরের রানার অধীনস্থ রাজপুতদের কবলে পতিত হন; কিন্তু রানা সসম্মানে তাঁকে সম্রাটের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। (১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ)।

মেজর টড এবং গ্র্যান্ট ডাফ তাঁকে যোধপুরী বলে অভিহিত করেছেন।

[সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ]

সুলতান মুহম্মদ মুয়য্যম শাহ আলম বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহাজাদা মুহম্মদ ম'য়াযউদ্দিন বাহাদুরের[১] উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

৭৪নং পত্র (১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ)

পৌত্র বাহাদুর, মালেক গাযির ওপর তোমার বিজয় এবং তার পরাজয় আমাকে খুবই আনন্দ দান করেছে ; সেইজন্য আমি তোমার প্রশংসা করছি। এই মহান্ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে 'লখি' জঙ্গলের'[২] ফৌজদারের পদ, সামরিক খেতাব 'দহ-হাজারী'[৩] এবং আরো একটি অতিরিক্ত খেতাব দেয়া হলো। এই পদগুলি অর্পণের আদেশের সহিত একটি সম্মানসূচক খেলাত, একটি তরবারি, একটি অশ্ব, একটি হস্তী এবং কিছু মণিমাণিক্য তোমার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। তুমি রাজ্যজয়ের এবং জেলা (অর্থাৎ লখি জঙ্গল) থেকে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার দিকে আরো বেশী মনোযোগী হবে ; এই দায়িত্ব শাহাজাদাদেরকেই পালন করতে হবে। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার বেলায় (আমার) আদেশের জন্য অপেক্ষা করো না এবং (সরকারী) কর্মচারীদের মতো অতিরিক্ত খেতাবের আশা করো না, কারণ সাম্রাজ্যের মালিক তো তুমিই (অর্থাৎ তুমি একজন শাহাজাদা)। আমি এখন দিগন্তের প্রান্তভাগের ওপর অবস্থিত সূর্য-সদৃশ (অর্থাৎ আমি বৃদ্ধ এবং মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি)।

৭৫নং পত্র

সাহসী পৌত্র, সংবাদদাতাদেরকে অতিরিক্ত খেতাব দানের জন্য (আমার) নিকট পত্র লেখা বিচক্ষণ পুত্রদের উচিত নয়। তুমি কেন আমার নিকট এ ধরনের অযৌক্তিক অনুরোধ করছ ? কিন্তু তুমি যদি ইহাকে যথার্থ বলে মনে কর তাহলে সংবাদদাতার পদ অন্যকে দেয়া হবে, কারণ বর্তমান সংবাদদাতা তার দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করছে না (সে একজন প্রকৃত সংবাদদাতা নয়)।

(শ্লোক): "যখন স্বার্থপরতা দেখা দেয়, তখন যোগ্যতাকে গোপন রাখা হয় ; হৃদয়ের (অর্থাৎ মানুষের) একশত পর্দা চোখের ওপর পতিত হয় (অর্থাৎ

স্বার্থপর লোকদের দ্বারা যোগ্যতার যথার্থ মর্যাদা বা পুরস্কার দেয়া হয় না ; যোগ্যতার প্রতি তারা অন্ধ) ।"

১. মুয়য্যমের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে জন্ম। ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরনালার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। আওরঙ্গজেব তাঁকে মুলতানের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি জাহান্দর শাহ্ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ফরুখশিয়র কর্তৃক আগ্রার নিকট পরাজিত হন, তারপর কারারুদ্ধ হন এবং অবশেষে ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। তিনি তাঁর শিক্ষয়িত্রী লাল কেনোয়ারের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটাতেন।

২. দিল্লীর কাছাকাছি পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি জেলা। শেরশাহের আমলে ইহা ফতেহ্ খান জাঠ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩. দ্র. ১৬নং পত্র। (২০০০×২+২০০০×৩=১০০০০)।

সুলতান মুহম্মদ আ'যম শাহ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র
শাহজাদা মুহম্মদ বেদার বখতের[১]
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

৭৬নং পত্র

আমার পৌত্র বাহাদুর, বাইরের সংবাদ থেকে আমি অবগত হতে পেরেছি যে ফতেহ্‌পুরে[২] তোমার অবস্থানের সময় দুষ্ট লোকেরা দোহরা এলাকা আক্রমণ করেছিল ; এই এলাকাটি জাহানারা বেগমের[৩] উদ্যানের খরচ নির্বাহের জন্য তাঁকে দেয়া হয়েছিল। বেগম তোমাকে এইকথা লিখেছে ; এবং তুমি তোমার দোষ স্বীকার করে ও দুঃখপ্রকাশ করে তাঁর নিকট পত্র পাঠিয়েছ। তুমি কেন এই ঘটনার কথা আমাকে অবগত করাওনি ? তোমার ও বেগমের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছে তা তুমি গোপন করেছ কেন ?

৭৭নং পত্র

সাহসী পৌত্র, বরোতি শাহের দুর্গ বিজয়ের জন্য ইতিপূর্বে তুমি আমার নিকট একটি উপহার পাঠিয়েছ বলে একই উদ্দেশ্যের জন্য এই (দ্বিতীয়) উপহার (কেবল) পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি একটি অভিযানে চলেছ বলে আমি দ্বিতীয় উপহার গ্রহণ করলাম না (কারণ অভিযানের জন্য তোমার অধিক অর্থের প্রয়োজন হবে) : কিন্তু তোমার পক্ষে এই কথার অবহেলা করা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

৭৮নং পত্র

পৌত্র বাহাদুর, শারীরিক ব্যাধি দূরে করার জন্য এবং বিপদ এড়াবার জন্য তোমার ফজরের নামাজ নিয়মিতভাবে আদায় করা উচিত, যা আল্লাহ্‌ কর্তৃক গৃহীত হয়। সমস্ত বিদ্বান ও আলেম ব্যক্তি সমবেতভাবে স্বীকার করেছেন যে 'সুরায়ে-এখলাস' ও 'সুরায়ে-শাফা'[৪] আবৃত্তি করে পানির ওপর ফুঁক দিয়ে সেই পানি পান করলে সঙ্গে সঙ্গে (ব্যাধি থেকে) আরোগ্য লাভ করা যায়। একজন লোকের সম্পূর্ণ দেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তৈল এবং অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে ওজন করা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশের এবং এই দেশের (অর্থাৎ ভারতবর্ষের) মুসলমানদের প্রথা না হলেও এ প্রথার দ্বারা অনেক দুস্থ ও দরিদ্র লোক উপকৃত হয় (অতএব আমাদেরও এই প্রথা পালন করা উচিত)[৫]। মহামান্য সম্রাটও

(শাজাহানও) তাঁর পবিত্র দেহ বৎসরে দু'বার (স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি দিয়ে) ওজন করাতেন এবং (তারপর) দরিদ্রদের মধ্যে তাঁর নিজের দেহের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করে দিতেন। যদি আমার এই চোখের জ্যোতি (অর্থাৎ পৌত্র বাহাদুর) এই পত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে তার দেহ বৎসরে চৌদ্দবার ওজন করায়, তাহলে মানসিক ও শারীরিক দুঃখকষ্ট দূরীকরণে তা নিশ্চিত ফলপ্রসূ হবে।

(শ্লোক): "তুমি (অর্থাৎ আল্লাহ্) আমাদের (মানুষের) দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা এবং অসামর্থ সম্পর্কে অবগত আছ; এবং তুমি আমাদের ব্যাধি-সমূহের প্রতিকার ও আরোগ্যবিধান সম্পর্কেও অবগত আছ।" আল্লাহ্ যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসক ও প্রতিকারক; আল্লাহ্ সর্বগুণের আধার এবং তিনি পবিত্র।

৭৯নং পত্র

প্রিয় পৌত্র, তোমার কর্মচারী সরকারী কার্য সম্পাদনে অনুপস্থিত থাকে কেন? তাকে কোনো সরকারী পদ দেয়া উচিত নয়, কারণ সে রাষ্ট্রের এবং সেনা-বাহিনীর কোনো কাজই করে না। তোমার কর্মচারীর মতো কাজ করা তোমার উচিত নয়। তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও কিংবা তাকে তোমার ভৃত্য হিসেবে রেখে দাও। ইহা (সরকারী কর্মচারী হয়েও সরকারী কাজ না করা) ফিরুযজঙ্গ ও নসরৎ জঙ্গের[১] অভ্যাস। এই ধরনের লোকদের অনুসরণ করা আমার এই চোখের জ্যোতির (অর্থাৎ পৌত্র বাহাদুরের) উচিত নয়।

(চতুষ্পদী শ্লোক): "নিত্যতার (অর্থাৎ পৃথিবীর) সময় মরুভূমির বাতাসের মতো অতিক্রান্ত হয়ে যায়। দুঃখ এবং সুখ, সৌন্দর্য এবং কদর্যতা অদৃশ্য হয়ে যায় (অর্থাৎ সময় কারও জন্যই অপেক্ষা করে না)। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অত্যাচারী মনে করেছে যে সে আমাদের (অর্থাৎ অন্যদের) ওপর অত্যাচার করেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারের বোঝা তার নিজের স্কন্ধেই পড়েছে এবং আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে (অর্থাৎ অত্যাচারী মনে করে যে অত্যাচারিত জনগণ তার অত্যাচারের জন্য ভুগছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারিত জনগণ নির্দিষ্ট সময়ের পরে অত্যাচারের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পায়; অপরপক্ষে অত্যাচারী তার জীবনে কখনও এই অত্যাচারের বোঝা থেকে রেহাই পায় না; কারণ তার অত্যাচারের জন্য পরলোকে তাকে শাস্তি পেতে হবে)।"

৮০নং পত্র

আমার সাহসী পৌত্র, এই সময় ভালো লোক ও ভালো স্ত্রীলোকের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে (অর্থাৎ খুবই দুর্লভ)।[১] হৃদয়ের আদেশেই কাজ করতে হবে,

দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের কথায় নয়। এর চাইতে বেশী কথা লেখা যায় না; কারণ ইহা কুৎসা ও পাপের জন্ম দেয়। (চরণ): "দেয়ালেরও কান আছে; খুব ভেবে চিন্তে তোমার ঠোঁট নাড়িয়ো (অর্থাৎ কথা বলার আগে চিন্তা করো)।"

৮১নং পত্র

আমার সাহসী পৌত্র, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল খান আলম[৮] এবং নসরৎ জঙ্গের মধ্যে শত্রুতা আছে। রাও দুলিপকে[৯] তাদের মধ্যস্থ নিযুক্ত করে তাদের পরস্পরের মধ্যে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করো। নসরৎ জঙ্গের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করে তার সচিবকে মলোয়ার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করো। ফিদা খানকে[১০] কর্মাধ্যক্ষের পদের জন্য পাঠাতে হবে।

৮২নং পত্র

আমার প্রিয় পৌত্র, ধর্মীয় ও পার্থিব ব্যাপারে তুমি উপকৃত ও সমৃদ্ধ হও। তুমি পাপী ও পথভ্রষ্টদের হাত থেকে তরকন্দ[১১] এবং নবলকন্দ[১২] অধিকার করেছ। সমস্ত প্রশংসা আল্লার প্রাপ্য। এই প্রিয় পুত্রের কৃতিত্ব অপরিমিত সম্মান ও প্রশংসা লাভের যোগ্য। তোমার শমসের খানও[১৩] একজন সৎপরামর্শদাতা। একজন সৎলোকের দ্বারা সৎকাজ সাধিত হয়। আমি তরকন্দের নাম বদল করে শমসের গড় (অর্থাৎ শমসের খানের দুর্গ) রাখলাম। একজনের দ্বারা (অর্থাৎ তোমার দ্বারা) দুর্গ জয় এবং অন্যজনের (অর্থাৎ আমার দ্বারা) সে জয়ের দাবি বিশ্ববিজয়ীর (অর্থাৎ আমার) কোষাগারের অসামান্য লোভকে উত্তেজিত করে।

(শ্লোক): "লোভী লোকের চোখের গর্ত কখনও পূর্ণ হয় না (অর্থাৎ লোভীরা কখনও তৃপ্ত হয় না)। (মুক্তায়) পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শঙ্খ সন্তুষ্ট হয় না (অর্থাৎ এমন কি শঙ্খের ভেতর অনেক মুক্তা থাকা সত্ত্বেও ইহা পরিতৃপ্ত নয়)।"

৮৩নং পত্র

পৌত্র বাহাদুর, সৈন্যদের হৃদয় জয় করা কৃতকার্যতার সবচেয়ে বড় অংশ।[১৪] যে ব্যক্তি সুস্থ মেজাজের অধিকারী এবং উচ্চ বংশজাত (অর্থাৎ তুমি), তার উচিত পূর্বপুরুষদের সম্পূর্ণ অভ্রান্ত উপদেশ অনুযায়ী এই ব্যাপার কার্যকরণে আপ্রাণ চেষ্টা করা। কারণ ভারত মহাদেশে এই রুটির টুকরো (অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্য) আমাদের নিকট মহামান্য সম্রাটদের, সুখী সংযোগ-কর্তার (অর্থাৎ

তৈমুরলঙের) এবং জান্নাতবাসীর (অর্থাৎ সম্রাট আকবরের) দান।[১৫] যদি মনুষ্যজ্ঞানের অতীত আল্লার দানের আশীর্বাদে (সাম্রাজ্যের) স্থায়িত্ব ও বিস্তারের জন্য তুমি কিছু করতে পার তাহলে বাগ্মী ঐতিহাসিকগণ সেই কথার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে, যা মহাকালের বইয়ের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(শ্লোক): "যদি তুমি বাগানে সৌন্দর্য উপভোগ করতে যেতে চাও, তাহলে জলদি কর; কেন না বাগানের রঙীন গুল্মগুলির রঙ চলে যাবে। (অর্থাৎ তোমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করো না; নতুবা তুমি এই সুযোগ হারাবে এবং তা ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না)।"

৮৪নং পত্র[১৬] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

পৌত্র বাহাদুর, খান ফিরুয জঙ্গ তার সহচরদের জন্য (বাহাদুরগড় থেকে আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে অভ্যার্থনা জানাতে) যে খরচ করেছে, তা আমার কাছে তার পদমর্যাদা ও বেতনের তুলনায় অধিক বলে মনে হয়েছে। (আমাকে সে অভ্যার্থনা জানাবার সময়) আমি বন্দুক, 'রাখলা'[১৭], 'বাণ'[১৮], 'রাম-জঙ্গি'[১৯], 'জযায়ার'[২০], 'গোদনাল'[২১], 'শুতুর-নাল'[২২], 'গজ-নাল'[২৩], প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ আরোহণযোগ্য অশ্ব, রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত বর্ম দ্বারা সজ্জিত অশ্ব ও হস্তী, অন্যান্য প্রয়োজনীয় আড়ম্বর ও মর্যাদার জিনিস এবং প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় আরো অনেক জিনিস দেখতে পেলাম। কাজেই আমি খানের অনেক জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করলাম। খানের যা আছে তার দ্বিগুণ জিনিসপত্র তোমারও আছে। তুমি কেন এত অর্থের অপচয় কর এবং বিনা কারণে তা খরচ কর? প্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে খরচ করা উচিত; কিন্তু অন্যান্য জিনিসের (অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় জিনিসের) পেছনে টাকা ব্যয় করার অর্থ হলো আত্ম-সৌন্দর্য সম্পাদন।

৮৫নং পত্র

পৌত্র বাহাদুর, আমি (তোমার) দরখাস্তের প্রতিটি শব্দ পাঠ করেছি। ইহা দুটি বিকল্পের নির্দেশ দেয় (অর্থাৎ তুমি দুয়ের যে কোনো একটিকে বেছে নেবে)। আমি অবশ্যই মালোয়া এবং আকবরাবাদে[২৪] যাব আর তুমি যাবে দাক্ষিণাত্যে, কিংবা তুমি মালোয়া এবং আকবরাবাদে আর আমি যাব দাক্ষিণাত্যে। এ দুটির কোনটিকে তুমি উপযুক্ত বলে মনে কর, আমাকে লিখে জানাও।

৮৬নং পত্র

সাহসী পৌত্র, আমার এই চোখের জ্যোতি (অর্থাৎ প্রিয় পৌত্র বাহাদুর আমার নিকট) অনেক পত্রেই (এর প্রারম্ভে) লিখে থাকে, "আপনার সৌভাগ্যের সঙ্গে নিত্যতার যোগ হোক (অর্থাৎ তোমার আওরঙ্গজেবের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হোক)"। (কারও) সৌভাগ্য বংশপরম্পরায় স্থায়ী হওয়া অসম্ভব। (তাহলে) কিভাবে ইহা নিত্যতায় পৌঁছবে ? (অর্থাৎ সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নয়)। (এখন থেকে) তুমি প্রতিটি পত্র (এভাবে) শুরু করবে : "অপ্রতিদ্বন্দ্বী উন্নত আল্লার দানসমূহের আশীর্বাদের নামে"। কারণ প্রকৃতই আল্লাহু বলেছেন, "মানুষকে নিঃসহায় করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২০]

(শ্লোক) : "একথা জেনে রেখো যে শত্রুর শত্রুতা এবং বন্ধুর বন্ধুত্ব আল্লার কাছ থেকেই আসে ; কারণ তাদের উভয়ের অন্তঃকরণ তাঁরই অধিকারভুক্ত (অর্থাৎ শত্রুতা এবং বন্ধুত্বের উৎস হলেন আল্লাহ্, মানুষ নয় ; কারণ মানুষের কার্যাবলী আল্লার ইচ্ছার অধীন")।

১. আ'যমের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'বাহাদুর' খেতাব দান করা হয়। তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে খান্দেশের এবং ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে মালোয়ার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গুজরাটের ভাইসরয় ছিলেন। ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে আগ্রায় তাঁর পিতা ও মুয়যযমের মধ্যে যুদ্ধ চলার সময় তিনি নিহত হন। (দ্র. ১১নং পত্র)

২. আভিধানিক অর্থ 'বিজয়ের নগর' ; আগ্রার নিকটস্থ একটি সহর।

৩. মমতাজ মহলের গর্ভজাত সম্রাট শাজাহানের কন্যা, ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা, সুন্দরী ও সাহসী রমণী। একদা তিনি বিপজ্জনকভাবে অগ্নিদগ্ধা হন এবং ডাক্তার বাওটন নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসকের দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতা এবং ভাই দারার প্রতি প্রবলভাবে অনুরক্ত ছিলেন ; তাঁদেরকে তিনি সমর্থন করতেন এবং এভাবে তাঁর মধ্যে কনিষ্ঠা ভগ্নী রৌশনআরার বিপরীতধর্মী মানসিকতা গড়ে উঠে। রৌশনআরা আওরঙ্গজেবের উচ্চাভিলাষী অভিসন্ধির সহায়তা করেন এবং সম্রাট শাজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করার পথ সুগম করে দেন। জাহানারা জীবনে কখনও বিয়ে করেননি এবং 'বেগম সাহেবা' নামে সাধারণভাবে পরিচিতা ছিলেন। আগ্রায় তাঁর পিতার বন্দী জীবন যাপনের সময় তিনি তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে শাজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্ব আচরণ ক্ষমা করেন এবং তাঁর সঙ্গে সদয় ও উদার ব্যবহার করতেন।

(এই পত্রে কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যা স্পষ্ট নয়)

৪. আভিধানিক অর্থ 'অকপটতার পরিচ্ছেদ' ও 'প্রতিকারের পরিচ্ছেদ'—কোরানের দু'টি পরিচ্ছেদ। এ ধারণাটি কিছুৎ পরিমাণে জোরোয়াস্টার সম্বন্ধীয় বলে মনে হয়।

৫. এই 'তোলা দান' (দানের ওজন) প্রথা আগেকার হিন্দু রাজাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শিবাজিও এর অনুষ্ঠান করতেন। এখানে আওরঙ্গজেব একটি হিন্দু আচারের অনুমোদন করছেন, যদিও অন্যত্র (দ্র. ২নং পত্র) তিনি হিন্দু আচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছেন। আওরঙ্গজেবও তাঁর জন্মদিনে নিজেকে স্বর্ণ দিয়ে ওজন করেছেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিয়েছেন। 'তোলা দান' (দানশীলতা) ছাড়াও 'মির-আতে-ইসলাম'-এ আওরঙ্গজেবের দানশীলতা সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে যে, "বৎসরের দান হিসেবে তিনি যা ব্যয় করতেন তার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা।" (দ্র. ১৭৬নং পত্র)

"আনুকূল্যের যুক্তি থেকে এবং দরিদ্রদেরকে উপহার দানের সুযোগ হিসেবে সম্রাট (আকবর) বৎসরে দু'বার নিজেকে ওজন করাতেন। তুলাদণ্ডে বিভিন্ন রকমের দ্রব্য রাখা হয়। পার্সী আবান মাসের প্রথম তারিখে (১৫ই অক্টোবর) সম্রাটের সৌর বার্ষিক জন্মোৎসবের দিনে সম্রাট নিম্নলিখিত দ্রব্য দিয়ে ১২ বার নিজেকে ওজন করাতেন: স্বর্ণ, পারদ, রেশম, সুগন্ধিদ্রব্য, তাম্র, রূহ্-ই-তুতিয়া, ঔষধ, ঘি, লোহ, পায়েস, সাত রকমের শস্য-দানা এবং লবণ। সম্রাট ৫ই রজব (সম্রাটের চান্দ্র বার্ষিক জন্মদিনে) দ্বিতীয়বার আটটি দ্রব্য দিয়ে নিজেকে ওজন করাতেন; যথা—রৌপ্য, টিন, বস্ত্র, সীসা, বিভিন্ন ফল, সরিষার তৈল এবং শাকসব্জি।"

"উভয় উপলক্ষেই 'সালগিরি' (জন্মদিনের) উৎসব পালন করা হয়; তখন সর্বশ্রেণীর লোকদের মধ্যে দান খয়রাত কিংবা তাদেরকে ক্ষমা প্রদান করা হয়।"

"সাম্রাজ্যের শাহজাদাগণ অর্থাৎ মহামান্য সম্রাটের পুত্র ও পৌত্রগণ প্রতি সৌর বৎসরে একবার নিজেদেরকে ওজন করাতেন।" ('আইন-ই-আকবরী')

'তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি' এবং 'পাদশাহ্-নামায়' উল্লেখ আছে যে রাজপুরুষদের তোলা-দান প্রথা সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ইহা একটি প্রাচীন হিন্দু আচার। এমন কি সৌর 'ওয়াযন' (১৫ই অক্টোবর) পর্যন্ত আওরঙ্গজেব পালন করতেন।

৬. আওরঙ্গজেবের দুইজন সেনানায়কের বিরুদ্ধে ইহা একটি খারাপ মন্তব্য। (দ্র. ১৬নং ও ৮৪নং পত্র)

৭. দ্র. ৫৬নং পত্র।

৮. এখলাস খানের উপাধি, যিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরি করতেন। তিনি ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে খান আলম খেতাব সহ পাঁচ-হাজারী পদে উন্নীত হন।

১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ছয়-হাজারী পদ দান করা হয়। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শম্ভুজিকে বন্দী করতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি মুয়ুযযমের বিরুদ্ধে আ'যমের পক্ষাবলম্বন করেন এবং ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধে নিহত হন।

৯. দ্র. ১৬২নং পত্র।

১০. ফিদা খান কোকাহ্ ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের সুবাদার নিযুক্ত হন।

১১. দাক্ষিণাত্যের শাহপুরের নিকটবর্তী একটি সহর ও দুর্গ।

১২. দাক্ষিণাত্যের একটি সহর ও দুর্গ।

১৩. দ্র. ৬৭নং পত্র।

১৪. দ্র. ৫নং পত্র।

১৫. আওরঙ্গজেবের বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

১৬. এই পত্রে আমরা দেখতে পাই যে আওরঙ্গজেবের সেনানায়কগণ তাঁর চাইতেও বেশী আড়ম্বর ও মর্যাদা প্রদর্শন করলে তিনি তা সহ্য করতে পারেননি এবং তাঁদের অনেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন। এই পত্রের কিয়দংশ 'মা-আসিরি আলমগিরি'-র লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। (দ্র. ১৫৭নং পত্র)

১৭. চাকা কিংবা গাড়ি, যার ওপর কামান বহন করে নেয়া হয়। এটা একটি ভারতীয় শব্দ, বলদে-টানা গাড়ি অর্থেও ব্যবহৃত হয়; বোম্বাইয়ে এই ধরনের গাড়ি প্রায়ই দেখা যায়।

১৮. 'অগ্নিবাণ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ = আগ্নেয় তীর। (সংস্কৃত)।

১৯. এক ধরনের বীণা যা ‹ees-এর প্রেমিক রাম আবিষ্কার করেন। (ফার্সী জঙ্গ = চাঙ্গ = বীণা), তার থেকে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে সামরিক শিঙ্গা।

২০. বড় হাত বন্দুক (একটি ভারতীয় শব্দ)।

২১. অশ্ব-পৃষ্ঠের ওপর বাহিত কামান (একটি ভারতীয় শব্দ)।

২২. উষ্ট্র-পৃষ্ঠের ওপর বাহিত কামান (একটি ভারতীয় শব্দ)।

২৩. হস্তী-পৃষ্ঠের ওপর বাহিত কামান (একটি ভারতীয় শব্দ)। সংস্কৃত 'গজ' কিংবা 'গণ' = একটি হস্তী। তুলনায়: 'গজপতি' কিংবা 'গণপতি' (হস্তীদের প্রভু), একজন হিন্দু অবতার, শিব ও পার্বতীর পুত্র।

"পুনরায়, তিনি (আকবর) আরেক ধরনের কামান তৈরী করেন, যা একটি মাত্র হস্তী সহজেই বহন করতে পারে; এই ধরনের কামানকে 'গজনাল' বলা হয়।"

('আইন-ই-আকবরী')

২৪. দ্র. ৯নং পত্র।

২৫. কোরানের একটি কথা।

মুয়য্যম শাহ আলম বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ আযিমউদ্দিন বাহাদুরের[১] উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

৮৭নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

(আমার) পৌত্র, পবিত্র কোরান শরিফে সুদক্ষ হাফেজ, কতিপয় রাজনৈতিক বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। আমি এই চোখের জ্যোতিকে (অর্থাৎ আমার প্রিয় পৌত্রকে) দেখার জন্য অত্যধিক পরিমাণে আগ্রহী। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজকর্মের সুরাহা করে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী হয়ে আমার আদেশ পালনার্থে তোমার জায়গায় (অর্থাৎ বাংলাদেশে) মুর্শিদকুলি খানকে[২] সুবাদারের পদে নিযুক্ত করবে; (তারপর) হস্তী ও শাহী কোষাগার সহ তুমি আমার সমক্ষে এসে হাজির হবে। কেবল তাই নয়, (আমার) আদেশ পাওয়ার আগেই যদি তুমি (আমাকে দেখার জন্য) রওয়ানা দিয়ে থাক, তাহলে ইহাও তোমার পক্ষে কর্তব্যপরায়ণতা হিসেবেই বিবেচিত হবে।

৮৮নং পত্র

পৌত্র আযিম, করুণাময় আল্লার প্রতি এবং যারা সৃষ্টিকর্তার আমানত[৩] সেই জনসাধারণের ওপর আপতিত অত্যাচারের প্রতি আমার নিজের মতোই অমনোযোগী হওয়া ভালো নয়। বিশেষত শাহজাদাদের পক্ষে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া খুবই অন্যায়।[৪] মৃত্যু, কিয়ামত, 'সিরাত'[৫] এবং (মৃত্যুর পর) আল্লার শাস্তি সম্পর্কিত সত্য (ধর্মীয়) মতবাদগুলি আন্তরিকভাবে ও সঙ্গোপনে সর্বদাই তোমাকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তেই তোমাকে জানতে হবে যে এই পৃথিবী থেকে তোমাকে বিদায় নিতে হবে; তার ফলে প্রত্যাশার ধূলি থেকে নতুন আশার আলো জন্ম নেবে এবং অনুগ্রহের পুষ্পরাশি অত্যাচারী-দের দীর্ঘশ্বাসের বাতাসের দ্বারা অপসারিত হবে না (অর্থাৎ তুমি অত্যাচারীদের অভিশাপের দ্বারা নিরাশ হবে না)। যে (অত্যাচারের) অভ্যাস তোমার পিতা বা পিতামহের ছিল না সেই অদ্ভুত অভ্যাসের শিক্ষা তুমি কোথায় পেয়েছ ? তোমার মন থেকে (অত্যাচারের) এই আহাম্মকি অভ্যাসের মূলোৎপাটন করে দাও। আমি তোমাকে অন্যান্য শাহজাদার (অর্থাৎ আমার পুত্র ও পৌত্রগণের) চাইতে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করি এবং তোমাকে ভাবী সম্রাট হিসেবে মনে

করি। (চরণ) "আমরা যা ভাবি তা মিথ্যা (কিংবা বিপরীত) বলে প্রমাণিত হয় (অর্থাৎ মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙেন)।"

৮৯নং পত্র

উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পৌত্র, শক্করপুর জেলাটি 'জায়গির' হিসেবে শাহ আলিজার (অর্থাৎ তোমার পিতার) নিকট হস্তান্তর করার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ। আমি বুঝতে পারলাম না তুমি কিরূপে এরূপ সদেচ্ছা অর্জন করলে। তুমি যে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করেছ, সে-বিষয়ে আলিজা স্বয়ং অনুরোধ করলেও কোনো ফল হবে না। কাজেই (তোমার) মাথা থেকে এ ধরনের বাজে কল্পনা দূরীভুত কর; কারণ সেগুলি (আমাদের মধ্যে) ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে না। কেবল তাই নয়, এ ধরনের বাজে কল্পনা আত্মশ্লাঘা ও অহমিকায় ক্লেশ উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

৯০নং পত্র

পৌত্র আযিম, যদিও মহলের[১] তাড়ি[১] উৎপাদনের অর্থ ধনোপার্জন করা তথাপি অসৎ 'কাজি' তোমাকে ('তাড়ি' বিক্রয় ও পানের) সিদ্ধান্ত জানিয়েছে কেন তা বুঝতে পারলাম না। তোমার জান ও মালের শত্রুর মতো এবং তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিপদ কামনাকারীদের মতো যারা পরিবারের ধ্বংসের কারণ, সেই ধরনের পরামর্শদাতাদের প্রতি তোমার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। পবিত্র ও মহান্ আল্লার দানের জন্য তাঁকে তুমি ধন্যবাদ জানাবে। কারণ তিনি তোমাকে উর্বর ও উৎপাদনক্ষম জেলাগুলি দান করেছেন এবং সেখানকার সবকিছুই সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণকে ইহকালের ও পরকালের সুখের উৎস হিসেবে ধারণা করবে।

১. আযিম-উশ-শান, মুয়যমের দ্বিতীয় পুত্র, ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু রাজকুমারীর গর্ভে জন্ম। আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলার ভাইসরয় এবং কোচবিহারে ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি পাটনাকে তাঁর সরকারী কর্মস্থল করে তার নাম আযিমাবাদ রাখেন। তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ইংরেজদের নিকট বিক্রি করেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে) তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে যোগদান করেন এবং মুয়যম ও আ'যমের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য তাঁর পিতা কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৭০৭-১৭১২ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি জাহান্দার শাহ্ ও তার অন্যান্য ভায়ের সঙ্গে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ চলার

সময় (১৭১২ খ্রীস্টাব্দে) শেষের দিকে পাঞ্জাবের রাবি নামক একটি নদীতে তাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন ফররুখশিয়রের পিতা, যিনি জাহান্দর শাহের মৃত্যুর পর ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

২. জাফর খান মুর্শিদকুলি খান ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে তিনি মুহম্মদ আযিম-উদ্দিনের মন্ত্রী ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলার ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর আসল নামের অনুসরণে এর নামকরণ করেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন। তাঁর জামাতা শুজা-উদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তিনি কলিকাতার অন্ধকূপের সঙ্গে জড়িত সিরাজউদ্দৌলার পূর্বপুরুষ ছিলেন।

৩. মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লার আমানত বলে বিবেচিত হয়। (দ্র. ৭নং পত্র)

৪. কিভাবে শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলী নির্বাহ করতে হয়, সে সম্পর্কে শাহাজাদাদের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব উপদেশ বিতরণ করতেন। তিনি তাঁদের মনের উপর সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর রাজোচিত কাজের আদর্শের ছাপ মারতে চেয়েছিলেন।

৫. দোজখের সীমান্তস্থিত পুল, যা আবেস্তা এবং কোরানে বর্ণিত মৃত ব্যক্তিরা পার হবে। পারসিকগণ এর নামকরণ করেছেন 'চিনবুদ পুল'। এখানে আমরা আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতা এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তুর ওপর তাঁর বিশ্বাস দেখতে পাই। (দ্র. ১৩২নং পত্র)

'মির-আতে-আলম'-এর লেখক আওরঙ্গজেবকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক সম্রাট' বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, "ধর্মের প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তির জন্য তিনি বিখ্যাত"। লেখক পুনরায় বলেছেন, "যেসব পোশাক পরিধানের কথা ধর্মে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তিনি সেসব পোশাক পরিধান করেননি, কিংবা রৌপ্য ও সোনার পানপাত্র কখনও ব্যবহার করেননি।" সেখানে একথা বর্ণিত হয়েছে যে একজন কঠোর সুন্নি হিসেবে আওরঙ্গজেব আবু হানিফার মতবাদ অনুসরণ করতেন এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যা, হাদিস ও আইনের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে পরিচিত ছিলেন।

৬. অর্থাৎ রাজমহল, বাংলার একটি জেলা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মহল (আভিধানিক অর্থ 'জেলা') রয়েছে। তুলনীয়: গুজরাটের পঞ্চমহল, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বার মহল।

৭. গুজরাট, বঙ্গদেশ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের হাল্কা মদজাতীয় পানীয়, খেজুর বৃক্ষ ও তালবৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত। কোরানে মুসলমান-দের জন্য উত্তেজক মাদক দ্রব্য পান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আকবরাবাদ[১]-এর সুবাদার
আমিরুল-ওমরাহ শায়েস্তা খানের[২]
উদ্দেশে লিখিত পত্র

৯১নং পত্র (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ)

শুভলক্ষণযুক্ত প্রকৃতির বিশ্বস্ত বন্ধু, উন্নত আল্লার আশ্রয়াধীনে আপনি বেঁচে থাকুন। আমি আপনার জন্য উৎকণ্ঠিত। ২০শে রবি-উল আওয়াল[৩] মঙ্গলবার—আপনার নিকট এই পত্র লেখার দিন—পরাজয়-বিজড়িত ভাগ্যের অধিকারী শুজা[৪], মহিমান্বিত নামের অধিকারী আল্লার নিকট যে লোক দীনতম সেই লোকের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের) বিজয়ী রেকাবের অধীনস্থ বিজয়ী সেনাদলের মোকাবেলা করেছিল এবং তার দুষ্কর্মের দুর্বিপাক-পূর্ণ প্রতিফল সে তার ক্রোড়ে পেয়েছে (অর্থাৎ যে আমার হাতে পরাজিত হয়েছে)।

(শ্লোক): "কার হাত এবং মুখ থেকে আল্লাহ্‌কে পুরোপুরিভাবে ধন্যবাদ দেয়ার দায়িত্ব প্রচারিত হয় (অর্থাৎ, এই পৃথিবীর কোনো লোকই আল্লাহ্‌কে তাঁর দানের জন্য পুরোপুরিভাবে ধন্যবাদ দেয় না) ?" এই মহান্ বিজয়ের[৫] (কাজোয়ায় শুজার ওপর) বিবরণ আপনাকে পরে লিখে জানাব। আমি কাপুরুষ যশোবন্ত সিংহের[৬] পশ্চাদ্ধাবন করেছি, যে গতরাত্রে যুদ্ধের আগে শত্রুর (অর্থাৎ শুজার) সঙ্গে যোগদান করেছিল ; কিন্তু সে পালিয়ে আকবরাবাদে চলে গেছে। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে সে তার স্বীয় জন্মভূমিতে (অর্থাৎ রাজপুতনায়) চলে গেছে। (কাপুরুষ হওয়ার জন্য) সে ইহলোকে বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরলোকেও তাকে (একজন কাফের হওয়ার জন্য) এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে (কেন না সে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না)। এই শাহী পরোয়ানার তাৎপর্য শুনে, এই প্রবল প্রতাপের (অর্থাৎ শায়েস্তা খানের) বাহু যেন আনন্দ ও উল্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে (অর্থাৎ সাধারণ উৎসব হিসেবে বিজয়ের দিনটিকে পালন করবেন) ; প্রকৃত দাতাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে) ধন্যবাদ দেবেন এবং আপনার শাসনাধীন এই প্রদেশের (অর্থাৎ আকবরাবাদের) রক্ষণাবেক্ষণে আপনাকে পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রিয় পুত্র মুহম্মদ সুলতান

বাহাদুরকে[১] এই অকৃতজ্ঞ লোকের (অর্থাৎ শুজার) অন্বেষণে পাঠিয়েছি। আমি শীঘ্রই আকবরাবাদে আসব।

১. মোগল বাদশাহদের বিশেষ করে সম্রাট আকবরের প্রিয় আবাসস্থল, যেখানে তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন। সম্রাট আকবর (আগ্রা) শহরটির পুনর্নির্মাণ করে তাঁর নিজের নামানুসারে এর নামকরণ করেন। ইহা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত এবং তাজমহলকে ধারণ করে আছে। (দ্র. ১১নং পত্র)

২. সম্রাট শাজাহানের একজন সেনাপতি এবং আওরঙ্গজেবের মাতুল ছিলেন; শাজাহানের দরবারে তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের প্রধান সমর্থক। তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাই আসফ খানের পুত্র; পিতার মৃত্যুর পর ১৬৪১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাজাহান তাঁকে বেরারের সুবাদার এবং ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করেন। শাজাহানের শাসনামলে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে তিনি আওরঙ্গজেবের সহিত অংশ গ্রহণ করেন, যিনি ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে খান জাহান খেতাব দান করেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি শাজাহান ও দারাকে পরিত্যাগ করে তাঁর ভাগ্নে আওরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করেন তখন তাঁর ভাগ্নে তাঁকে 'আমিরুল-ওমরাহ্' খেতাবে ভূষিত করেন। (দ্র. ভূমিকা) সেই বৎসরই তিনি আগ্রার সুবাদার নিযুক্ত হন। কাজোয়ার যুদ্ধে শুজার ওপর বিজয়লাভের সময় তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আকবরাবাদের (আগ্রার) সুবাদার ছিলেন। পরে (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে) আওরঙ্গজেব তাঁকে দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় নিযুক্ত করেন এবং শিবাজিকে শায়েস্তা করার জন্য আদেশ দেন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় এক রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি শিবাজির অধীনস্থ একটি বিয়ের মিছিলের একদল মারাঠা কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হন এবং কোনোরকমে মৃত্যুকে এড়াতে সক্ষম হন; তবে এই আক্রমণে তাঁকে হাতের কয়েকটি আঙ্গুল হারাতে হয়। তারপর ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং পরলোকগত মিরজুমলার স্থলে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি বঙ্গোপসাগরস্থ আরাকান জলদস্যুদের দমন করেন, যারা তখন বাংলা দেশে উৎপাত করত। এখানে তিনি নিজেকে প্রবল অত্যাচারী হিসেবে প্রমাণ করেছেন। বাংলাদেশে একজন স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী শাসক হিসেবে তাঁর নাম প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলা থেকে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং (দ্বিতীয় বারের জন্য) আকবরাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। (দ্র. ১২৮নং পত্র) তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মির্যা মুরাদ। "শাহী রক্তের অধিকারী না হলেও তাঁর জন্ম ও আত্মীয়তার জন্য তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম

প্রজা ; এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আওরঙ্গজেব তাঁর সঙ্গে সেরূপ ব্যবহারই করতেন।" তিনি আওরঙ্গজেবের একজন অমূল্য সহকারী ছিলেন। তিনি সঙ্কেতমূলক পত্র লেখায় এবং উদ্দীপনামূলক বাগ্মিতার ব্যবহারে হিন্দুস্তানের যে-কোনো লোকের চাইতে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

৩. তৃতীয় মুসলমানী মাস। আভিধানিক অর্থ 'বসন্তের কিংবা শস্য-সংগ্রহের প্রধান কাল'।

৪. শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর পিতার শাসনামলে তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাজাহান যখন পীড়িত হন, তখন শুজা বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু বেনারসের নিকট বুরহানপুরে রাজা জয়সিংহ ও দারার পুত্র সুলেমান শেকো কর্তৃক পরাজিত হন। পরে আওরঙ্গজেব যখন সম্রাট হন, তখন শুজা তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন; কিন্তু ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদের নিকটবর্তী কাজোয়াতে পরাজিত হন। এই (কাজোয়া) বিজয়ের কথাই পত্রে উল্লিখিত হয়েছে। তারপর শুজা আসামের দিকে পলায়ন করেন এবং আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ এবং সেনাপতি মিরজুমলা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হন। অবশেষে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের আরাকানে শোচনীয়-ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। "শুজা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, মদ্যপায়ী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁর এত প্রবল যে তিনি তার দাস ছিলেন।" —বার্নিয়ার। "তিনি ছিলেন অধিকতর বিচক্ষণ ও সঙ্কল্পে অটল এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার ও শিষ্টাচারে তিনি তাঁকে (দারাকে)-ও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।" —বার্নিয়ার।

৫. আওরঙ্গজেব পরাজয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন; কিন্তু মিরজুমলার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য অল্পক্ষণের মধ্যেই শুজার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল। সমুগড়ে দারার মতো এই যুদ্ধেও তিনি হস্তীপৃষ্ঠে থেকে অবতরণ করে যে ভুল করেছিলেন তাতেই তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। নিম্নলিখিত ফার্সী কবিতা থেকে যুদ্ধের তারিখ (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে) পাওয়া যেতে পারে: 'শবদ ফতাহ্ মুবারকবাদা' (বিজয় সুখের হোক)।

৬. রাজা যশোবন্ত সিংহ (আভিধানিক অর্থ: গৌরবময় কিংবা বিজয়ী সিংহ) রাজপুতনার অন্তর্গত মারোয়ারের মহারাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট শাজাহানের রাজপুত সেনাপতি এবং তাঁর সঙ্গে সম্রাটের আত্মীয়তাও ছিল। মুরাদ এবং আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তিনি কাশেম খানের সঙ্গে দারা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষ যখন ধর্মতপুরে নর্বদা নদীর অপর তীরে এসে পৌঁছেছিল, তখন যদি তিনি তাদেরকে আক্রমণ করতেন তাহলে শত্রুপক্ষ অতি সহজেই পরাজিত হতো এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ

ভিন্ন পথে মোড় নিত। তিনি বিলম্ব করে দু'দিন পর তাঁদেরকে আক্রমণ করলেন ; কিন্তু কাশেম খানের এবং তাঁর মুসলমান অনুসারীদের নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পরাজিত হয়ে তিনি মারোয়ারের দিকে পলায়ন করলেন। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। এই লজ্জাকর পলায়নের জন্য রাজা যশোবান্ত সিংহ স্বীয় মহিষী কর্তৃক তিরস্কৃত হন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে সমুগড়ে দারার পরাজয়ের পর তিনি দারাকে পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান করেন। শুজার সঙ্গে এলাহাবাদের নিকটবর্তী কাজোয়ার যুদ্ধের আগে তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষ পরিত্যাগ করে তাঁকে পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করেন ; কিন্তু শুজার পরাজয় বরণের আগেই তিনি আকবরাবাদের মধ্য দিয়ে মারোয়ারের দিকে পলায়ন করেন (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ)। রাজা আগ্রায় পৌঁছলে আকবরাবাদের সুবাদার শায়েস্তা খান ভয়ে নিজেকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। পরে আওরঙ্গজেব রাজাকে ক্ষমা করেন এবং পুনরায় তাঁকে তাঁর চাকরিতে নিয়োগ করেন। তাঁকে আহমেদাবাদের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। তারপর তিনি শিবাজির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। পরে তিনি কাবুলের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। 'হিন্দুস্তানের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা' মহারাজা যশোবান্ত সিংহ দৃঢ়মনা ও সঙ্কল্পে অটল ছিলেন না ; তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসঘাতক। রাজা জয়সিংহের উপদেশ ও হুমকির ফলে তিনি ভাগ্যাহত দারাকে সাহায্য করেননি। অমুসলমানদের ওপর ধার্যকৃত জিজিয়া কিংবা 'মাথা-পিছু কর' সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের নিকট লিখিত একটি পত্র সাধারণত যশোবান্ত সিংহের প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে।

৭. আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। তিনি সমুগড় (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ) এবং কাজোয়ার (১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দ) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শুজার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য তিনি মিরজুমলার সহিত আসামে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনি কিছুকাল পরে মিরজুমলাকে পরিত্যাগ করে তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে যোগদান করেন। শুজা তাঁর সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিঃসঙ্গ মিরজুমলার হাতেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং আরাকানে পলায়ন করেন। তখন শাহাজাদা নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর পিতার সেনাদলে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। তিনি ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। গোলকুণ্ডার রাজার এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

উমদাতুল-মুল্‌ক (সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ), মদারুল-মহাম (রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির প্রাণকেন্দ্র), (অর্থাৎ) আসাদ খান[১]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

৯২নং পত্র[২] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

(আমার জন্য) যিনি উৎসর্গীকৃত, তাঁর (অর্থাৎ আসাদ খানের) অনুরোধে দ্বিতীয় সচিবের পদ সদরউদ্দিন মুহম্মদ খান সফাবিকে[৩] দেয়া হলো। এখন তাকে ডেকে পাঠাতে হবে এবং এই অনুগ্রহের কথা তাকে জানাতে হবে। তার আগমন পর্যন্ত এই সৎ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকটিরও (অর্থাৎ আপনার) উচিত খতিয়ান বহিগুলি পরীক্ষা করে দেখা, যাতে কেরানীগণ নীতিহীনতার দ্বারা অনিষ্টকর ক্ষমতা না পেতে পারে এবং কার্য বন্ধের জন্য ব্যবসায়ীগণ অসুবিধা ভোগ না করে।

(চতুষ্পদী শ্লোক) : "প্রত্যেককেই তার মন পবিত্র করতে হবে, প্রত্যেককেই তার দর্পণ (অর্থাৎ অন্তঃকরণ) ঘষে-মেজে পরিষ্কার রাখতে হবে। দুর্দশাগ্রস্তদেরকে সাহায্য কর; শুনে রাখ যে এই পানপাত্র (অর্থাৎ পৃথিবী কিংবা জীবন) একদিন কথা কয়ে উঠবে (অর্থাৎ এই জীবনেই তুমি তোমার কাজের পুরস্কার পাবে)।"

সেই ত্যাগী (অর্থাৎ আপনি) খান জাহান বাহাদুরের[৪] নিকট (এই মর্মে) একটি পত্র লিখবেন, "অশ্ব-ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা অভিযোগ করছে। ইহা একটি অভ্রান্ত হাদিস যে, 'অত্যাচার শেষ বিচারের দিনে দুর্বিপাকের কারণ ঘটাবে'। তুমি কেন এই হাদিসের কথা স্মরণ কর না ? মৃত্যুর কথা ভুলে গেলে কেন, যা তোমার ধমনীর নিকটবর্তী (অর্থাৎ যা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে) ? আল্লার ক্রোধকে এবং সম্রাটের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) শাস্তিকে ভয় করো[৫]।"

(শ্লোক) : "আল্লার অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে কোমলভাবে কাজ করে; কিন্তু তুমি যদি (এই কোমল আচরণের) বাইরে যাও তাহলে তুমি (আল্লাহ্ কর্তৃক) অপছন্দ হবে (কিংবা শাস্তি পাবে)।"[৬]

সেই ত্যাগী (অর্থাৎ আপনি) নসরৎ জঙ্গকে (আপনার স্বীয় পুত্রকে) বলবেন এবং জ্ঞাত করাবেন যে আমি (উপহার স্বরূপ) তাকে একটি পান্নার আংটি পাঠাব, যাতে (এর মণিবন্ধন স্থানের ওপর) তার সমস্ত খেতাব উৎকীর্ণ থাকবে না। যদি সে স্বীকৃত হয় তাহলে কেবলমাত্র 'নসরৎ জঙ্গ' নামটি আংটিতে উৎকীর্ণ হবে এবং তারপর সেটা উপহার হিসেবে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া

হবে। (চরণ) "সোলেমানের আংটিতে[৭] কি উৎকীর্ণ ছিল তা কি তুমি জানো? আংটিটির মণিবন্ধন স্থানে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল 'এই পৃথিবী মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে'।"

(দ্বিতীয়) রুহ আল্লাহ্ খান[৮] যে সিদ্ধ পুরুষটিকে আমার সম্মুখে এনেছিল তাঁকে আমি দেখেছি। সে দেখতে ফুলবাবুর মতো ছিল; আগের দিনের খাঁটি সিদ্ধ পুরুষের মতো নয়। এই সিদ্ধ পুরুষটিকে দেখে মির্ঝা আবদুল লতিফের[৯] উপদেশ আমার স্মরণ পথে উদিত হলো—তাঁর পবিত্র সমাধি পাপমুক্ত হোক—যিনি একদা এই পাপীকে (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবকে) বলেছিলেন, "সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আপনার উচিত নয়।"[১০] আমি বললাম, "আমাদের মতো সম্পূর্ণরূপে পাপে মগ্ন পার্থিব লোক যদি সত্যিকারের সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্যও সাক্ষাৎ দান করার মধ্যে আল্লার কাজ না করে, তাহলে তাদের দশা ও পরিণাম কি হবে?" তিনি জবাব দিলেন, "কেবল আধুনিক কালের সিদ্ধ পুরুষদের বেলায় এই নিষেধ প্রযোজ্য, যারা অতীত কালের মহান্ সিদ্ধ পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। আপনি যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাহলে আপনি (আগের চাইতে) অধিক প্রবঞ্চিত হবেন। এবং ইহা নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক নয়। আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করুন।" সেই ত্যাগী (অর্থাৎ আপনি) সিদ্ধ পুরুষটিকে লিখে দিন, "সম্রাট (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) কর্তৃক এই আদেশ প্রদত্ত হয়েছে যে আপনি আল্লার আদেশ অবশ্যই পালন করবেন এবং তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) সন্তুষ্ট করবেন। আপনাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাওয়ার স্বাধীনতা দেয়া গেলো। এখন থেকে আপনি আপনার দর্শনদানে সম্রাটকে এবং আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। আপনাকে একটা নির্দিষ্ট ভাতা দেয়া হবে।"

৯৩নং পত্র[১১] (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

সেই ত্যাগী, আপনাকে জ্ঞাত করানো যাচ্ছে যে এই পাপী (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব), যে (৯২নং পত্রের) উল্লিখিত সাধুপুরুষকে সাক্ষাৎ দান করতে অসম্মত হয়েছিল, মুসলমানী আইনে সুদক্ষ পণ্ডিতদের সঠিক মতামত পাঠ করে তাঁকে ক্ষমা করেছে। যখন আমি (এ বিষয়ের ওপর) ভালোভাবে চিন্তা করেছি, তখন দেখতে পেলাম যে অত্যন্ত মন্দ রিপুর চাতুরী ও প্রবঞ্চনার জন্যই আমি উক্ত সাধু পুরুষকে সাক্ষাৎদানে অসম্মত হয়েছিলাম।[১২] তা না হলে কিভাবে আমি আমার (সাধুপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের) আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পেরেছিলাম? (চরণ) "রিপু হলো ড্রাগনের মতো (অর্থাৎ ইহা অন্যের ক্ষতি করে): ইহা কিভাবে মরতে পারে? উপায়ের অভাব হেতু ইহা জমাট বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকে (অর্থাৎ রিপু মানুষের মধ্যে সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় যে

অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ইহা কখনও মরে না)" । আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে আমি রিপু ও এর প্রবঞ্চনার নিকট আত্মসমর্পণ করিনি। বিশেষভাবে, অপরের ক্ষতিতে আনন্দবোধ করা রিপুর কাজ। সেই বিশ্বস্ত ত্যাগী (অর্থাৎ আপনি) পবিত্র সাধুকে অনুরোধ করবেন (আমার) মঙ্গল, সুখ এবং রিপুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য দোয়া করতে। (উল্লিখিত) সাধু নিজে একজন ধার্মিক ও মহানুভব সৈয়দ (হজরত মুহম্মদের একজন খাঁটি বংশধর)। তিনি যদি (আমাদের জন্য) আন্তরিকতার সহিত দোয়া করেন, তাহলে ভালো কথা। হে আল্লাহ্‌, আমাকে সাধুর মতো বাঁচতে দাও। আমাকে সাধু হিসেবে মরতে দাও এবং শেষ বিচারের দিন আমাকে সাধুদের মধ্যে পুনর্জীবিত করো।[১৩] আমিন ! আমিন ! আমিন !

১৪নং পত্র

সেই ত্যাগীর (অর্থাৎ আসাদ খানের) অনুরোধক্রমে আতিকুল্লাহ্‌ খানকে তার পদে স্থায়ী করা হয়েছে। এর জন্য তাকে অবশ্যই অনেক শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমত, তাকে অবশ্যই প্রতি বৎসর (তার) জেলার রাজস্ব বাড়াতে হবে ; দ্বিতীয়ত, সে আহাদিদের[১৪] ওপর অত্যাচার চালাতে পারবে না এবং কোনো গ্রাম ধ্বংস করতে পারবে না ; তৃতীয়ত তাকে অবশ্যই তার নিজস্ব ফৌজদারির সীমান্তগুলিকে ডাকাতমুক্ত করতে হবে এবং সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পর্যটক, পথচারী, বণিক ও বেপারিগণ[১৫] নিরুদ্বেগে চলাফেরা করতে পারে। যদি সে এই শর্তগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হয় এবং শর্তানুসারে কাজ করে তাহলে তাকে উক্ত পদের জন্য লিখিত দলিল দেয়া হবে, অন্যথায় নয়। যখন বিশ্বাসীদের নেতা দ্বিতীয় খলিফা উমর[১৬]—আল্লাহ্‌ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন—তাঁর 'খিলাফতে' কোনো প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করতেন, তখন তিনি তাঁর ওপর কয়েকটি শর্ত আরোপ করতেন ; (১) তিনি যেন দরবারের দরজায় কোনো দ্বারোয়ানকে পাহারা দিতে না দেন, যাতে জনসাধারণ তাঁর নিকট বিনা বাধায় তাদের দাবি দাওয়া পেশ করতে পারে। (২) তিনি যেন অবশ্যই আল্লার বান্দাদের কার্য সম্পাদনে তাঁর সময় কাটান। (৩) তিনি যেন আরোহণ না করেন (অর্থাৎ পদব্রজে চলেন, যাতে জনসাধারণ তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতে পারে)। (৪) তিনি যেন তাঁর নিজের জন্য কিংবা তাঁর পরিবারের জন্য রাজকোষ থেকে কোনোকিছুই গ্রহণ না করেন[১৭]। তাঁকে অবশ্যই একটি পেশায় নিযুক্ত থাকতে হবে এবং (এভাবে) তাঁকে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তাঁর জীবিকা অর্জন করতে হবে। যদি বার্ধক্য কিংবা অসুস্থতাবশত জীবিকা অর্জন করতে না পারেন, তাহলে তিনি খাঁটি মোমেনদের উপদেশে (রাজকোষ থেকে) মাঝে মাঝে এক কিংবা তিন 'দেরহাম'[১৮] গ্রহণ করতে পারেন ; তাঁকে কিছুতেই

এই পরিমাণের বেশী গ্রহণ করতে দেয়া হবে না। (৫) জনসাধারণকে ন্যায়-পরায়ণতা দেয়ার মতো (তাঁর) সাহস তাঁকে অবশ্যই দেখাতে হবে; এবং কোনো ঘটনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বেলায় তিনি কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারবেন না। আরো অনেক শর্তের কথা ঘটনাপঞ্জী ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা খলিফাদের অনুসারী বলে উপরোক্ত শর্তাবলী পালনে আমাদের সামর্থানুযায়ী আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সঠিক পথে চালিত কর; এবং সৎ ও ধার্মিক লোকদের ওপর শান্তি বর্ষিত কর।

১৫নং পত্র[১৯] (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ)

সেই ত্যাগী, আপনি শাহ আলমের প্রতিনিধি মুনা'য়েম খানকে[২০], যে তাকে মন্ত্রী পদেও নিযুক্ত করেছিল, তার চলে যাওয়ার অনুমতিদানের জন্য আমার সম্মুখে নিয়ে আসুন; আমি পাপমতি আকবরের[২১] দুরভিসন্ধির বিস্তারিত বিবরণ তাকে জানাব। আকবর পারস্যের জংলী শয়তানের[২২] সাহায্য (লাভ)-এর আশায় কান্দাহারের[২৩] নিকটবর্তী হিরাতে[২৪] অপেক্ষা করছে এবং সেই প্রদেশের সুবাদারের ইঙ্গিতে আর বেশীদূরে অগ্রসর হচ্ছে না। আর সে আমার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। (চরণ) "আমি সেই সঙ্গীতজ্ঞের কথা ভুলিনি, যে তার পেয়ালায় (বা পাত্রে) বিপজ্জনক ছড় ব্যবহারের সময় বলে থাকত[২৫] আমি জানি না ভাগ্যাকাশের পাথর (অর্থাৎ ভাগ্য নিজেই) তোমাদেরকে (অর্থাৎ পাত্রগুলিকে) আগে ভাঙবে, না আমাকে (অর্থাৎ সঙ্গীতজ্ঞকে)[২৬]! স্বীয় পুত্রকে বিরাট সেনাবাহিনীসহ কাবুলে[২৭] রেখে দেয়া ছাড়া মুনা'য়েম খানের আর কোনো অভিপ্রায়ই থাকতে পারবে না, যাতে ব্যাপক প্রস্তুতিসহ সে মুহম্মদ মু'য়াযউদ্দিন বাহাদুরকে[২৮] মুলতানে[২৯] রেখে দিতে পারে এবং এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি পর্যন্ত, অর্থাৎ এই মরণশীলের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) মৃত্যু পর্যন্ত শান্তি ও সাম্রাজ্য বিভাগের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

আমার তরফ থেকে সর্বশেষ উপদেশচ্ছলে আমি আপনাকে বলছি যে, বহু উচ্চাভিলাষী লোক ছিল যারা যুদ্ধবিগ্রহের অগ্নি প্রজ্বলিত করে সাম্রাজ্যকে দুর্বিপাকের মধ্যে জড়িত করে গভীর মনোবেদনার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং অনুশোচনার সহিত মৃত্যুবরণ করেছে। এই ধরনের লোক ছিল আমাদের দারা। সে যদি মহামান্য সম্রাটের (শাজাহানের) উপদেশে কর্ণপাত করত, তাহলে তাকে দুঃখকষ্ট ও দুর্ভাগ্যের মোকাবেলা করতে হতো না। দুঃখকষ্ট ভোগই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক (কারণ সে সম্রাট শাজাহানের উপদেশে কর্ণপাত করেনি)। উচ্চাভিলাষ মানুষকে সাময়িকভাবে শান্তি দিলেও

ইহাই তাকে (চিরদিনের জন্য) অস্থির করে তোলে।[৩০] হে আল্লাহ্! মুহম্মদের উম্মতদের অবস্থার উন্নতি কর এবং ইহলোকে ও পরলোকে তাদের ওপর তোমার করুণা বর্ষণ কর।

৯৬নং পত্র (১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ)

উচ্চপদস্থ আমিরদের পৌত্রগণের এবং মুহম্মদ মুজফ্ফর বখ্শের পুত্রের বিশৃংখল কার্যকলাপ সম্পর্কে আমজাদ খান আমার নিকট যে বিবরণ পাঠিয়েছে তা আমি আমার অনুগত কর্মচারীকে (অর্থাৎ আপনাকে) অবহিত করেছি। আমার মতোই আল্লার প্রতি অমনোযোগী ইয়ার খানকে[৩১] আপনি লিখে পাঠান যে সে যেন আমার আদেশানুসারে রাজধানীর (অর্থাৎ দিল্লী অথবা আগ্রার) বিদ্রোহীদেরকে কারারুদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের প্রয়োজনীয় পার্থিব কাজকর্মকে উপেক্ষা না করে, যে কাজ সত্যিকারভাবে ধর্মীয়। প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও আমি আপনার নিকট ফরমান পাঠাবই। (চরণ) "তোমার চক্ষু আছে ; এবং তোমার সম্মুখে রয়েছে পৃথিবী। এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষাদানের কোনো প্রয়োজন করে না (অর্থাৎ মানুষকে অবশ্যই পৃথিবী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, পুস্তক থেকে নয়।"

আমি কোনো এক বন্ধুর পত্র থেকে জানতে পেরেছি যে মুহম্মদ আ'যম (আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র) রাজপথে 'ডাক-চৌকি'-র[৩২] পদে তার নিজস্ব কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করেছে। সে কি এ কথা বোঝাতে চায় যে সে (তার জেলায় সংঘটিত) ঘটনাবলীর বিবরণ পাবে? ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আপনি এ ঘটনার কথা আমাকে অবগত করাননি। শাহাজাদার মেজাজ সম্ভবত সুস্থ নয় (অর্থাৎ স্বীয় কাজে সে অমনোযোগী এবং উদাসীন)। যদি সে তার কাজ যথাযথভাবে না করে তাহলে সে রাজকার্য কিভাবে পরিচালনা করবে, যা আল্লার দরবারের কাজের নমুনাস্বরূপ (অর্থাৎ যে কাজ ধর্মীয় ও স্বর্গীয়)[৩৩]? তার দ্বারা প্রবর্তিত এই ব্যক্তিগত (এবং যা রাষ্ট্রীয় নয়) আবিষ্কার ('ডাক চৌকি'-র) লোপ করার জন্য আপনি তাকে লিখে দিন ; নতুবা শক্তির সাহায্যে তা লোপ করা হবে। আমার প্রতিটি অপরাধের জন্য আমি আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং (অনুতপ্ত হয়ে) তাঁর দিকেই দৃষ্টি ফেরাই।

(শ্লোক): "আমরা কথা বলা ক্ষান্ত করেছি। জ্ঞানী লোকের জন্য ইহাই যথেষ্ট। গ্রামে কোনো লোক ছিল কিনা সে সম্পর্কে আমরা চীৎকার করেছি (অর্থাৎ জ্ঞানী-লোকের নিকট একটি শব্দই যথেষ্ট। আমি শাহাজাদাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছি ; এখন তার কর্তব্য হচ্ছে সেই উপদেশানুযায়ী কাজ করা)।"

গতরাত্রে কুলিচ খানের জন্য পান্না দিয়ে বাঁধানো যে আংটিটি আমি বাছাই করেছি, তা সাদাসিধে ধরনের (অর্থাৎ কোনো নক্‌শা খোদাই করা হয়নি)। এখন আমার স্মরণ হয়েছে যে তার খেতাব চিন কিলিচ খান[৩৪]। আপনি রত্নভাণ্ডার দপ্তরের[৩৫] দারোগাকে এই মর্মে পত্র লিখবেন যে সে যেন একজন খোদাইকরকে ডেকে এনে (কুলিচ খানের) সমস্ত খেতাব আংটিটিতে খোদাই করায় এবং তারপর সেটা উপরোক্ত খানের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

১৭নং পত্র

রুহ আল্লাহ্‌ খান[৩৬] আপনার নিকট প্রতিবেদন সহ যে পত্রখানা পাঠিয়েছিল, সেগুলি আমি একসঙ্গে পাঠ করেছি। কিন্তু এই পত্র আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তার পত্রের মর্মানুযায়ী (যাতে সে অনুরোধ করেছে) আপনি রুহ আল্লাহ্‌ খানের কাছে মানচিত্রখানি পাঠিয়ে দেবেন। আবদুল্লাহ খান[৩৭] যখন কোনো কাজই করেনি, তখন তাকে তার পদে বহাল রাখার জন্য আপনার অনুরোধ আমি গ্রহণ করব কেন ? কিন্তু উল্লিখিত খান (অর্থাৎ রুহ আল্লাহ্‌ খান) তার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী বলে আমি আপনার অনুরোধে সম্মত হলাম ; (কারণ রুহ আল্লাহ্‌ খান আবদুল্লাহ খানকে সংশোধন করতে পারবে)। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই অফুরন্ত মালামাল ও খাদ্যসম্ভার দান করে থাকেন। এখন আপনি তাকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্‌ খানকে) কিছু কঠিন কাজে নিযুক্ত করবেন, যাতে এই অনুগ্রহ (তাকে তার পদে বহাল রাখার) আমাদের কাছে (তার কিছু কাজের দ্বারা) অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে প্রমাণিত না হয়।

রাও দুলিপকে[৩৮] একটি 'জলদ্‌'[৩৯] দিয়ে অনুগ্রহ করার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন। আপনার পৌঁছবার আগেই যদি সে দুর্গ অধিকার করত তাহলে তাকে একটি 'জলদ্‌' দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ দেখানো অনুমোদনযোগ্য হতো। আপনি যখন সেখানে পৌঁছে গেলেন তখন তার প্রতি কি গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে ? (এবং কাজেই তাকে 'জলদ্‌' দিয়ে পুরস্কৃত করা যায় না)। তবে আপনার সন্তুষ্টির খাতিরে কিংবা আমার তরফ থেকে দয়ার খাতিরে সর্বশেষে তাকে একটি 'জলদ্‌' দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

১৮নং পত্র

এই বৎসর আমির খান[৪০] আমার নিকট উপহারস্বরূপ একটি (আমের) ঝুড়ি এত বিলম্বে পাঠিয়েছে যে অধিকাংশ আমই পচে গেছে। যদিও আমি আম চাই না, তথাপি আপনি তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব আম পাঠানোর জন্য

লিখবেন। (চরণ) "হে বেদিল![৪১] অতিরিক্ত লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না; নতুবা আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে-সমস্ত জিনিস ব্যবহার করি তার অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয়তা থাকত না (অর্থাৎ অতিরিক্ত লোভী ব্যক্তি কখনও পরিতৃপ্ত হয় না; কারণ তার জন্য যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, সে তার চাইতেও বেশী জিনিসের লোভ করে)"।

৯৯নং পত্র[৪২] (১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ)

আমার অনুগত কর্মচারী, যদিও আমাদেরকে একদিন মরতে হবে, তথাপি আমি আমির খানের[৪৩] মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। (চরণ) "যদিও আত্মা (দেহের মধ্যে) অবশিষ্ট থাকে, তথাপি জীবনের পথ সমাপ্তিহীন নয় (অর্থাৎ মানুষ মরণশীল)"। সেই ত্যাগী (অর্থাৎ আপনি) রাজধানী লাহোরের[৪৪] মন্ত্রীকে, যিনি তাঁর (অর্থাৎ আপনার) ভাই, লিখে দিন "তুমি অতিশয় যত্নের সহিত মৃত ব্যক্তির (অর্থাৎ আমির খানের) সম্পত্তি এমনভাবে বাজেয়াপ্ত করবে, যাতে 'নকির',[৪৫] 'কতমির',[৪৬] 'দামি'[৪৭] এবং 'দিরামি'-ই[৪৮] শুধু নয়, একটি খড়কুটোও যেন অবশিষ্ট না থাকে। আর তার অনুচর, কর্মচারী ও বাইরের লোকদেরকে আশা দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে সাবধানতার সহিত পুরোপুরিভাবে (তার সম্পত্তি সম্পর্কে) অনুসন্ধান করে তুমি যা পাবে তাই তোমার অধিকারভুক্ত করবে।" কারণ আমির খানের সম্পত্তির মালিক হলো প্রজাগণ। যখন সমসাময়িক রাজা ন্যায়ত কিংবা ভুলবশত একজন লোককে কোরানে উল্লেখিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখায়, তাহলে প্রকৃত মোমেন-দের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অধিকার লোপ পায়। তার (অর্থাৎ আমির খানের) জীবদ্দশায় তার হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যে আমি তাকে এ অন্যায় কাজের[৪৯] (অর্থাৎ তার সম্পত্তি ভোগের) অনুমতি দিয়েছিলাম; (কিন্তু) এখন (তার মৃত্যুর পর) আমি তার সম্পত্তি আমার অধিকারভুক্ত করব না কেন?

(শ্লোক): "আমি অনেক বলেছি; এখন আমি নির্বাক। আমি আপনাকে অনেক সমস্যার কথা বলেছি এখন আমি শান্ত (অর্থাৎ আমি অনেক কথা বলেছি। এখন আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না)।"

১০০নং পত্র

মুহম্মদ খানকে[৫০] অতিরিক্ত খেতাব 'সাদি'[৫১] দান করা হলো। সেই ত্যাগী (অর্থাৎ আপনি) রাষ্ট্রের বখশিকে অফিসের নথিতে এই খেতাব তালিকাভুক্ত করার জন্য আদেশ দেবেন। নথি-রক্ষককে সাহায্য করার জন্য মুখলেস খান[৫২] তত্ত্বাবধায়ককে লিখবে। মুকরম খান[৫৩] তার নিজের করার মতো যা আছে, তা-ই সে করবে।

১০১নং পত্র (১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ)

আমি মুহম্মদ আমির খানের[৫৪] পুত্রকে[৫৫] ইয়েমনী[৫৬] কাপড়ে তৈরী একটি শিরোপা দিয়েছি। আপনি রত্নভাণ্ডার দপ্তরের[৫৭] তত্ত্বাবধায়ককে এই মর্মে আদেশ দিন যে সে যেন যথার্থ মূল্যে সহ দু'টি বা তিনটি শিরোপা সত্ত্বর আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়। 'চাহার-হাজারী'[৫৮] মনসবদারির নিম্নপদস্থ কোনো লোককে শিরোপা উপহার দেয়ার নিয়ম না থাকলেও সে বালক বলে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ ধরনের উপহার দেওয়াতে কিছুই আসে যায় না। মহামান্য সম্রাট (শাজাহান)-ও সাদিক খান বখ্‌শির পুত্রকে[৫৯] (একটি শিরোপা) উপহার দিয়েছিলেন। (কিন্তু) সে যখন পরিণত বয়সে পৌঁছেছিল এবং বয়স্ক হয়েছিল তখন (উপহার হিসেবে প্রদত্ত) এই ধরনের শিরোপা পরতে সম্রাট তাকে নিষেধ করেছিলেন।

১০২নং পত্র

(আমার) দরবারের অনুগত কর্মচারী, হুসাইন আলি খান[৬০] আমার পৌত্র মুয়া'যউদ্দিন বাহাদুরের[৬১] সঙ্গে ঝগড়া করেছে এবং তার অনুমতি না নিয়েই সে তাকে পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে। শাহাজাদা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। অন্যদের নিকট একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাকে অবশ্যই তার পদ থেকে নামিয়ে দেয়া হবে এবং তার 'জায়গির' বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(শ্লোক) : "অতিরিক্ত সহিষ্ণুতা মানুষকে তার মর্যাদা হারাতে সাহায্য করে। একটি ধনুককে (প্রায়ই) বক্র করা হলে তখন ইহা নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে (অর্থাৎ ধনুককে বারংবার বক্র করলে ইহা যেমন অকেজো হয়ে পড়ে, তেমনি একটি লোক যদি প্রায়ই নিন্দিত হয় তাহলে সে তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে)"। আমি আমার রিপুর নীচতা ও প্ররোচনা এবং অসৎ কর্ম থেকে আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করি।

১০৩নং পত্র

(আমার) প্রিয়পুত্র কর্তৃক সেই বিশ্বস্ত অনুগত কর্মচারীর (অর্থাৎ আপনার) নিকট লেখা পত্রখানা আমি পাঠ করেছি। তার পছন্দসই কিছু ভূখণ্ড তার উর্বর 'জায়গির'-এর সঙ্গে যোগ করে দেয়ার জন্য শাহাজাদা (আপনাকে) অনুরোধ করেছেন। তার 'জায়গির'-এর সঙ্গে আরও কিছু ভূখণ্ড যুক্ত হওয়া উচিত। আমার পুত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি তাকে (আরও বেশী) কিছু লিখে পাঠাবেন।

১০৪নং পত্র (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ)

সেই ত্যাগী, আপনার ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত যে (নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য) ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের[৬২] কাবুল গমন খুব সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত নয় : (১) সে একটি বড় উপজাতির সর্দার ; (২) সে খুব শক্তিশালীও বটে ; (৩) সে খুব ক্রোধপ্রবণ ও বাচাল প্রকৃতির। সে (দ্বিতীয়) রুহ আল্লাহ্ খানের[৬৩] সহিত (পরনালা অবরোধে তার অধীনস্থ হিসেবে) প্রেরিত হয়েছিল। সে উপরোল্লেখিত খানের (অর্থাৎ রুহ আল্লাহ্ খানের) সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যে, মনে হয়েছিল যেন খানই তার অধীনস্থ ছিল। খানের ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহার, নিম্নতর পদে তার চাকরি, তার অধীনে অল্পসংখ্যক লোক এবং উল্লেখিত খানের আদেশ পালনের জন্য আমার কঠোর আদেশ সত্ত্বেও সে খানের প্রতি এমন কর্কশ ও অশিষ্ট ভাষা উচ্চারণ করেছে যে সে (অর্থাৎ খান) লোকদের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত হয়েছে। (ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের মতো) এ ধরনের লোকদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা আপনার কর্তব্য ; যেহেতু সে একজন 'সেহ-হাজারী' (অর্থাৎ ৩০০০ অশ্বারোহী তাঁর অধীনে আছে), 'বাহাদুর'[৬৪] উপাধি পেয়েছে, এত দূরবর্তী স্থানে (অর্থাৎ কাবুলে) যাচ্ছে এবং শাহ বাহাদুরের[৬৫] মতো খুবই সতর্ক ও পরিণামদর্শী। যদি সেই বিশ্বস্ত কর্মচারী (অর্থাৎ আপনি ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের) এই গতিবিধির ওপর ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে দেখতেন, তাহলে ভাবনার কোনো কারণ থাকত না ; নতুবা তাকে এখানে আমাদের কাছে রাখাই উত্তম কাজ[৬৬]।

১০৫নং পত্র

বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী, মুহম্মদ এখলাস এনায়েতুল্লাহ্ খান[৬৭] (আমার নিকট) মুখে মুখে বলেছে "সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র (অর্থাৎ মুয়ষ্‌যম, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহাজাদা) ঋণ করেছেন এবং তাঁর সৈন্যদের বেতন বাকি পড়েছে।" সে (মুয়ষ্‌যম) যখন মানুষের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই তাদেরকে চাকরি দেয় এবং কোনো যুক্তি ছাড়াই তাদের বেতন ধার্য করে, আর অযৌক্তিকভাবে তাদেরকে উপহার দেয় ও অনুগ্রহ দেখায় তখন সে ঋণ করবে না কেন ? সে কোরানে হাফেজ এবং একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্বান লোক। "টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে বোহিসেবী হয়ো না" (কোরানের আয়াতের) একথা সে স্মরণ করে না, কিংবা ভুলবশতও সে এর (আয়াতের) সম্পর্কে লিখিত ব্যাখ্যা কিছুক্ষণের জন্যও পাঠ করে না।

(শ্লোক) : "মানুষের উন্মুক্ত চক্ষু, কর্ণ এবং বিচারশক্তি আছে। আল্লার প্রতি তাদের প্রবঞ্চনার জন্য আমি হতবাক্ (অর্থাৎ যদিও তাদের চক্ষু ইত্যাদি উন্মুক্ত রয়েছে, তথাপি আমি বুঝতে পারছি না কেন তারা আল্লার সেবায় অন্ধ

এবং কেন তারা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে)"। তার সচিবও আমার নিকট পরিচিত, যার জন্মস্থান হলো কাশ্মির[৬৮]। একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। সচিবের পদও পরিবর্তন করতে হবে (এবং ইসলাম খানকে নিযুক্ত করতে হবে)। (বর্তমান সচিবের মতো) ইসলাম খান (তত) মন্দ নয়।

১০৬নং পত্র[৬৯]

বিশ্বস্ত কর্মচারী, আজ রাত্রে আবুল ওয়াফা[৭০] বলেছে, "(প্রাসাদের) মসজিদের জিনিসপত্র (অর্থাৎ গালিচা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস) জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।" অন্যান্য বিভাগগুলি সুসজ্জিত রয়েছে এবং মসজিদের আসবাবপত্র জীর্ণ হয়ে গেছে। ইহা মুহম্মদীয় ধর্মের পরিপন্থী (অর্থাৎ মুসলমান ধর্মানুযায়ী ইহা বাঞ্ছনীয় নয়)। মসজিদের জন্য যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, সেদিকে মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনি অবিলম্বে কর্মাধ্যক্ষকে আদেশ দিন। (চরণ) "হায়! হায়! আমরা অনেক বিলম্বে এ সংবাদ জানতে পেরেছি।"

১০৭নং পত্র[৭১]

গতরাত্রে যে দরবেশটিকে আমার সম্মুখে আনা হয়েছিল সে অশিক্ষিত। তাকে একজন গোঁড়া ভক্ত বলে মনে হয়। এমনও হতে পারে যে সে কপটতার আশ্রয় নিয়েছে। তার অনেক কথা এবং কাজই ধর্মবিরুদ্ধ। তাদের একটি হলো দান-খয়রাতের (মতবাদে) বিরুদ্ধে তার যুক্তি। সম্রাট হলেন রাজকোষাগারের অছি। তিনি (রাজকোষ থেকে দানস্বরূপ) অন্যকে যা দেন, তা আইনসঙ্গত। গ্রাম থেকে রাজস্ব বাবদ যা আদায় হয় এবং ধার্মিক লোকদের সিদ্ধান্ত ও সাম্রাজ্যের আমিরদের সঙ্গে পরামর্শের পর যা সম্রাটের ব্যক্তিগত খরচের জন্য নির্ধারিত হয়, সেই রাজস্বও যদি তিনি দান খয়রাতে ব্যয় করেন তাহলে তা-ও তাঁর পক্ষে আইনসঙ্গত। বিশেষত এ আয় থেকে কিছু অংশ যদি অসহায় দরবেশদেরকে দান করা হয়, তাহলে তাকে কিভাবে অবৈধ বলা যেতে পারে? দান-খয়রাতের বিরুদ্ধে তার এ ধরনের কথাবার্তার পেছনে কি যুক্তি আছে, তা তাকে জিজ্ঞেস করবেন। যদি সে এ প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত জবাব দিতে পারে তাহলে তাকে বলবেন, "এই পাপী (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) যে দান-খয়রাত করে, তার পেছনেও একটা যুক্তি আছে।" নতুবা (অর্থাৎ সে যদি কোনো অভ্রান্ত যুক্তি দিতে অপারগ হয়) আপনি তাকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের মতো শাস্তি দেবেন, যে মনগড়া মতবাদের উদ্ভাবন করে সেই মতবাদ ধর্মের প্রতি আরোপ করে। সুলতান মাহমুদ[৭২] —আল্লাহ্ তাঁর পাপ মার্জনা করুন —উদাসীন ধার্মিক লোক ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে তাঁর দরবারে, শুধু

দরবারে কেন, তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে পর্যন্ত প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন না, যাতে (উল্লেখিত) দরবেশের বেশে এ ধরনের লোক দেখে জনসাধারণ বিপথগামী না হতে পারে এবং তারাও যেন অন্যদেরকে বিপথগামী করার শক্তি না পেতে পারে। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত কর; এবং যাঁরা তোমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন ও তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের ওপর তোমার শান্তি বর্ষিত হোক।

১০৮নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী, (আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র) ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের[৭৩] বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। উল্লেখিত খানের (কাবুলে) প্রস্থানের সময় আমি জানতে পেরেছি যে এই প্রগলভ খানের সঙ্গীগণ শাহাজাদার (অর্থাৎ মুয়যমের) সঙ্গে একমত হতে পারেনি। কিন্তু আমি কি করতে পারি? খানকে তার নিকট পাঠাবার জন্য আমার পুত্র আমাকে চাপ দিয়েছে। আমাকে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের (খানকে তার নিকট পাঠাবার) জন্য সে জেদ করেছে। ফতেহ্ আল্লাহ্ খানকে তার ব্যক্তিগত উপাধি 'পান-সাদি' এবং তার তিনশত অনুচর থেকে বঞ্চিত করতে হবে; তার 'বাহাদুর'[৭৪] উপাধি বঞ্চনার সঙ্গে এ বঞ্চনার একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বিতীয় নথিরক্ষকের নিকট পাঠাতে হবে। আমার আদেশানুসারে আপনি সেই অতিরিক্ত বাচাল লোকটির নিকট লিখে পাঠান: "আপনাকে চাকরি দিয়ে শাহাজাদা আপনার বাধ্যবাধকতার অধীন হয়েছে এ ধরনের দম্ভোক্তি করে শাহাজাদার মনে আঘাত দেয়া এবং সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীকে অসন্তুষ্ট করাই কি বিশ্বস্ততার অর্থ? ইহা হীন মনোভাবাপন্ন লোকের মানসিক প্রবণতা এবং যারা সম্মানের খাতিরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নয়। যুবরাজের অধীনে চাকরি করে আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং (এরূপে) তাঁর অনুরোধের মাধ্যমে আপনি একটি অতিরিক্ত খেতাব লাভ করবেন"। এখন তার পূর্বকৃত কার্যাবলীর জন্য অনুতাপ করাই হবে তার পক্ষে যথার্থ কাজ। আপনি তাকে এ আদেশ অবগত করাবেন এবং তাকে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য শাহাজাদাকে অনুরোধ করবেন।

আল্লার মর্জি হলে এ দুর্গ[৭৫] শীঘ্রই অধিকৃত হবে। কিন্তু (এখন) সন্তা[৭৬] সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। পদাঘাতের যোগ্য ঐ লোকটিকে (অর্থাৎ সন্তাকে) শাস্তিদানের জন্য এবং তার আক্রমণের পূর্বেই তার ঔদ্ধত্যের হস্ত দমন করার জন্য আপনি ফিরুয জঙ্গকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে চিঠি লিখুন। (চরণ) "একজন দূরদর্শী লোক শুভলক্ষণযুক্ত"।[৭৭]

১০৯নং পত্র

মনোয়ার খান[৭৮] একাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেনি। যেভাবে তার করা উচিত ছিল সেভাবে সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেনি। সে একজন অনভিজ্ঞ লোক এবং বাজে কথা বলে। (কাজে এবং কথায়) তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তার পদমর্যাদার অবনতির মাধ্যমে তাকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু আমি নিজেই (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) শিক্ষালাভ করতে চাই। (চরণ) "আমি বৃদ্ধ, হতভম্ব এবং বিপথগামী হয়ে পড়েছি।"

আবু নসর খান[৭৯] লাহোরে[৮০] বিদ্রোহ করেছে এবং সেখানকার জনসাধারণকে হয়রান করে মারছে। হয় তার নিরাপদ মাথার চুলকানি আরম্ভ হবে (অর্থাৎ সে তার জীবনকে বিপন্ন করবে), আর না হয় তাকে অরাজক সাম্রাজ্য দেখতে হবে। আপনি বখ্‌শির নিকট পত্র লিখে তার পদ ও খেতাব সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন এবং আজ সন্ধ্যায় কিংবা আগামী কাল এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন, যাতে তার পদমর্যাদার অবনতি করে তাকে হুঁশিয়ার করা যায়।

(শ্লোক): "যখন গর্দভেরা বিপথে যায়, তখন (তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য) হাতের লাঠি দিয়ে প্রহার করা উচিত।"

যবর দস্ত খান[৮১] একজন সৈনিক এবং সরকারী কাজে তার পিতার চাইতে উৎকৃষ্ট। রাজধানী লাহোরে সে তার নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সহরের এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিকাংশ রাজদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছে, আর তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। (আমার) আদেশমতো আপনি তাকে একটি অভিনন্দন ও প্রশংসাপত্র লিখে পাঠান এবং তার (উপহারের) জন্য একটি খেলাত প্রস্তুত করুন। (চরণ) "প্রীতিকর সুসংবাদ দ্রুত কার্যসম্পাদনে সাহায্য করে"।

১১০নং পত্র

বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী, আপনি নির্বোধ কাম বখ্‌শকে মুহম্মদ আ'যম শাহের[৮২] গৃহে নিয়ে যাবেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে আপসে মীমাংসা করে দেবেন। (চরণ) "এ পৃথিবীটা ঝগড়া করার মতো যোগ্যস্থান নয় (অর্থাৎ পৃথিবী অধিকারের জন্য একজন অপর জনের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়; কারণ তাকে শূন্যহাতে পরলোকে যেতে হবে। পৃথিবীর কোনো জিনিসই সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না)।"[৮৩]

১১১নং পত্র (১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ)

আহ্‌নালা[৮৪] অধিকারের জন্য যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই মুকরব খানকে[৮৫] আপনি লিখে দিন যে (আমার) আদেশানুসারে সে যেন সেখানকার

'জমিদার'কে[৮৬] গ্রেপ্তার করে। আপনি তাকে আন্তরিকতার সহিত লিখে দিন যে যখন দাম্ভিক ভূস্বামী বর্গী উপজাতির সঙ্গে কলহ করার জন্য রাহুবার[৮৭] থেকে খেলনা[৮৮] দুর্গে একাকী যায়, ঠিক সেই সময় তাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সে যেন অবিলম্বে রওয়ানা হয়। খুব সম্ভব মুকররব খান জমিদারকে[৮৯] গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবে এবং মুসলমানদের প্রতারক ও অত্যাচারীর (অর্থাৎ ভূস্বামীর) ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। খান কি করতে পারে? আল্লাহ্ যা করতে চান তা-ই করেন এবং একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষকে তাদের অসৎ কর্মের জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন।

১১২নং পত্র

সেই অনুগত কর্মচারী, আগামী কল্য আপনি (আমার বিশেষ) উদ্যানে যাবেন এবং 'গুলদস্তা'-র[৯০] সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। (আপনাকে উদ্যান দেখাবার জন্য) যারা আপনার সঙ্গে থাকবে সেই অনুচর ও অন্য লোকদের সমবায়ে বাগানের প্রহরীগণ আপনাকে অতিশয় সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

(শ্লোক): "যখন আপনি তার হোন (অর্থাৎ যখন আপনি আপনার প্রভুর বিশ্বস্ত কর্মচারী হোন), তখন (আপনার প্রভুর) সমস্ত সম্পত্তি আপনারই হবে (অর্থাৎ আপনার সম্পূর্ণ অধিকারে থাকবে)। যখন আপনি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন (অর্থাৎ যখন আপনি আপনার প্রভুর নিকট অবিশ্বাসী বলে নিজেকে প্রমাণিত করবেন), তখন (আপনার প্রভুর) সমস্ত সম্পত্তিও আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে (অর্থাৎ, সেই সম্পত্তি আপনার অধিকারে থাকবে না এবং আপনি এর ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবেন)।"[৯১]

১১৩নং পত্র

দরবারের অনুগত কর্মচারী, শাহাজাদা আ'যম (এখানে) আগমন করেছে। মুহম্মদ কাম বখ্শ তার অভ্যর্থনা করতে যাবে। যে-আমিরদের নাম আপনার নিকট মুখে মুখে উল্লেখ করা হয়েছে (আ'যমকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য) তাঁদের নিকট পত্র লিখে দিন।

১১৪নং পত্র (১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

দরবারের অনুগত কর্মচারী, মুখলেস খান[৯২] পীড়িত। আমার পক্ষ থেকে আপনি খানের নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নিন। (মুখলেস খানের মতো) এ ধরনের লোক স্মরণীয় হওয়ার যোগ্য। মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) তাঁর সম্ভাষণ রীতিকে খুবই পছন্দ

করতেন। একথা সত্য যে তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী। আল্লাহ্ তাঁকে রোগমুক্ত করুন। আজ তার পুত্র আসেনি। সে কোথায় আছে এবং কি করছে? তাকে তার স্বেচ্ছামতো কাজ করার অনুমতি দেয়া যায় না। আপনি তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। সে কোরানের কয়েকটি পরিচ্ছেদ মুখস্থ করেছে। সেগুলি বিস্মৃত হওয়া তার পক্ষে উচিত হবে না।

চণ্ডি[৯৩] দুর্গ সম্পর্কে কাসেম খানের[৯৭] কাজের যে প্রাথমিক বিবরণ মুহম্মদ কাম বখশ[৯৫] আমার নিকট পাঠিয়েছিল তা আমি (আমার) অনুগত কর্মচারীর (অর্থাৎ আপনার) নিকট পাঠিয়ে দিলাম। কাসেম খানের কাজের এ বিবরণটি ঠিক কিনা, কিংবা আ নার হৃদয় ভেঙে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা প্রেরিত হয়েছে কিনা আপনি তা অনুসন্ধান করে দেখবেন। এ পৃথিবীতে কত কিছু করার মতো আছে, স্বার্থপরতার জন্য লোকে তা করে না; কত ফাটল রয়েছে যা তারা এ আশঙ্কায় মেরামত করে না যে পাছে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে না সাপ বেরিয়ে যায়। (অর্থাৎ পৃথিবীর লোকেরা তাদের স্বার্থপর মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্য যা খুশি তা-ই বলতে পারে; এবং তাদের স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে)। এ কাজের চাইতে, অর্থাৎ নির্লজ্জ রামমে[৯৬] কারারুদ্ধ করা এবং তার দুর্গ (চণ্ডি) অধিকার করার চাইতে উত্তম কাজ আর কি আছে?

সিরদার খানও একজন পুরনো কর্মচারী। সে মন্দ নয়। তাকে তার পদে স্থায়ী করা উচিত।

১১৫নং পত্র

দরবারে অনুগত কর্মচারী, শাহাজাদা শাহ্ আলম বাহাদুর[৯৭] যে আগামী কল্য আসবে তা স্থির হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের প্রধানগণ ও অন্যান্য লোক একটি সেনাবাহিনীসহ তাকে যেন অভ্যর্থনা জানাতে যান এবং তাঁরা যেন আড়ম্বর-পূর্ণ অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করেন।

(শ্লোক): "সময়টা হলো সুখের; কেন না একজন বন্ধু (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) অপর বন্ধুর (অর্থাৎ শাহ্ আলম বাহাদুরের) সঙ্গসুখ উপভোগ করছে।"[৯৮]

১১৬নং পত্র (১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ)

বিশ্বস্ত এবং অনুগত কর্মচারী, সচিবের দরখাস্তের উপর 'আয়েন'[৯৯] হরফটি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ব্যাধির[১০০] 'আয়েন' দরখাস্তে ব্যবহার করা উচিত নয়। ইনায়েতুল্লাহ্ খান[১০১] কর্তৃক ব্যবহৃত 'মুক্তেবার' (অর্থাৎ গোপনীয়)-এর প্রতিনিধিত্বকারী 'মিম' হরফটিই (দরখাস্তের ওপর)

যথেষ্ট হবে। আমার বিবেচনায় শাহী পরোয়ানায় 'আমার আদেশানুসারে' শব্দগুলির ব্যবহারও নিষ্প্রয়োজন।

ইহা সুবিদিত যে, পৃথিবীতে অত্যাচারের প্রথম কারণ ছিল সামান্য; (কিন্তু) একের পর এক প্রতিটি লোক এই পৃথিবীতে এসে অত্যাচারের মাত্রা কিছু কিছু করে বৃদ্ধি করতে লাগল, তার ফলে (অবশেষে) ইহা এরূপ চরম সীমায় পৌঁছেছে। আপনি ইব্রাহিম খানকে,[১০২] যে কাশ্মিরের কাযিদের ও অন্য লোকদের মকদ্দমার ফয়সালা করেনি, এ সংবাদ জানাবেন যে তাকে তার পদ থেকে নিম্নতর পদে নামিয়ে দেয়া হলো। (চরণ) "একটি পাথর কোনো সুরক্ষিত দেয়ালস্থ ছিদ্রের ওপর (এক রকমের) প্রতিশোধ-স্বরূপ (অর্থাৎ যখন একটি পাথর বাইরে থেকে কোনো গর্তের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন গর্তের ভেতর থেকে আরেকটি পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই; অর্থাৎ যেমনি কর্ম তেমনি ফল)"।

আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে চাণ্ড অধিকৃত হয়েছে এবং অভিশপ্ত রাম পলায়ন করেছে[১০৩]। তাকে গ্রেপ্তার করা খুব কঠিন ছিল না; কিন্তু (যুলফিকার খানের মতো আমার) পুরনো কর্মচারীদের অবহেলার জন্যই সে পলায়ন করতে পেরেছে। কিছুক্ষণের জন্য আমার কর্মচারীদের নিষ্ক্রিয় দোকান (কিংবা বাজার) সক্রিয় হয়েছিল (অর্থাৎ আমার কর্মচারীগণ, যারা সাধারণত নিষ্ক্রিয় ছিল, রামকে ধৃত করার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণের জন্য সক্রিয় হয়েছিল)। এ কর্মচারীদেরকে বলে দেয়া উচিত যে তারা পৃথিবীর করাল গ্রাসে পতিত হওয়ার আগেই যেন পৃথিবীকে গ্রাস করে (অর্থাৎ তারা মৃত্যুর আগেই যেন পৃথিবীকে ভোগ করে নেয় —শ্লেষের সহিত কথিত)।

১১৭নং পত্র (১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ)

দরবারের অনুগত কর্মচারী, ইয়ার আলি বেগ এ ধরনের নিঃস্ব ও সাদাসিধে অবস্থায় জীবন যাপন করাকে যথার্থ বলে ধারণা করে কেন? (কোরানোক্ত) এ ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহের নিষেধের সঙ্গে তার সাক্ষাৎলাভ ঘটেনি এবং সে নিজেই 'বখিলগিরি' পদ পেয়েছে। কেন সে (কোরানের আয়াত) 'খাও এবং পান কর' অনুযায়ী কাজ করে না?[১০৪] কেন সে আমাকে এবং নিজেকে জনসাধারণের তীব্র কটাক্ষের অধীনে আনে। মানুষকে অবশ্যই প্রতিটি উপজাতির উপযোগী হতে হবে। কিন্তু সে কি করতে পারে? কারণ ইহা তার প্রকৃতির উপযোগী নয় (অর্থাৎ সে প্রতিটি উপজাতির উপযোগী নয়)। (চরণ) "পরম দয়ালু আল্লাহ্ যদি শক্তি না দেন তাহলে কারও বাহুবলে সৌভাগ্য অর্জিত হয় না।"

মহামান্য সম্রাট (অর্থাৎ শাজাহান) নানা বৃক্ষলতায় সুসজ্জিত করে,

ফলবৃক্ষ লালন পালন করে, পুকুর ও চৌবাচ্চা পরিষ্কার রেখে এবং ছোটবড় বৃক্ষসমূহের যত্ন নিয়ে রাজধানীর প্রাসাদস্থিত হায়াত বখ্শ (আভিধানিক অর্থ 'সঞ্জিবনী') উদ্যান ও অন্যান্য স্থানের সজীবতা দানের ব্যাপারে খুব অনুরাগী ছিলেন। (ইহলোকে) এ মুসাফির (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব নিজে) রাজধানীতে (অর্থাৎ শাজাহানাবাদে) যতদিন ছিল ততদিন সে সৌন্দর্য উপভোগ করত। যদি মুহম্মদ ইয়ার খান[১০৫] প্রত্যহ উদ্যানে গিয়ে সেখানকার গাছপালা পরিষ্কার ও সজীব রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করে তাহলে উত্তম হয়। এখন থেকে আপনি দিনে একবার উদ্যানে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দুর্গের অট্টালিকা ও উদ্যান সংস্কারে আপনার নিজেকে নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এ মুসাফিরের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের) রাজধানী ত্যাগের পর থেকে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে (আমার) প্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন বোনের উদ্যানসমূহ এবং মুবারক, সাহিদাবাদ, আয়াযাবাদ, নূর-বারি ও সহরুন্দবারি দুর্গের অট্টালিকা-সমূহের ও অন্যান্য স্থানের অবস্থা, এতদ্‌সঙ্গে ছোটবড় বৃক্ষগুলির সবিশেষ বিবরণ ও গৃহগুলির অবস্থা সম্পর্কে আপনি আমাকে (এমন ভাবে) লিখে জানাবেন যেন আমি স্বচক্ষে সেগুলি দেখছি (অর্থাৎ তদ্রূপ স্পষ্টভাবে); কেবল তা-ই নয়, আপনি সেগুলির একটি মানচিত্রও আমার নিকট পাঠিয়ে দেবেন। আপনি দ্রাক্ষাকুঞ্জ, দুর্গের নিম্নস্থ উদ্যানসমূহ, মুহসিন খানের উচ্চ প্রশংসিত উদ্যানের অবস্থা সম্পর্কে এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যে-সমস্ত জিনিসের কথা আপনি জানতে পারবেন, সেগুলির অবস্থা সম্পর্কে আমাকে লিখে জানাবেন, যাতে আমি নির্ভুলতম তথ্য অবগত হয়ে সে সমস্ত ভগ্নাবশেষ স্থানগুলির মেরামতে টাকা খরচ করতে পারি। হায়! আমি আমার ভগ্নহৃদয় সংস্কার করিনি (অর্থাৎ আমি আমার পাপের জন্য অনুশোচনা করিনি); এবং শিশুদের মতো খেলাধুলোয় (অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদে) আমার জীবন অপচয় করেছি। (চরণ) "আমি খেলাধুলোয় আমার জীবন কাটিয়েছি; হায়! হায়! হায়!"

(শ্লোক): "হায়! জীবন কেটে গেছে অথচ নিজের সম্পর্কে আমার কোনো চেতনাই নেই। হায়! আমার মুক্তির কোনো আশা নেই। আমি (মনে মনে) বলেছি যখন আমি জাগ্রত ছিলাম তখন ছিল দিনের বেলা; (কিন্তু) হায়! দিন চলে গেছে তথাপি কোনো চেতনা নেই (অর্থাৎ সারাটা দিন কেটে গেছে; কিন্তু আমি আমার পাপের জন্য অনুশোচনা করিনি)।"[১০৬]

ফরিয়াদিকে কারারুদ্ধ করা অধার্মিকের কাজ। ফরিয়াদি ও আসামী উভয়কে এ মামলায় ক্ষমতা থেকে অবশ্যই রেহাই দিতে হবে। আপনি এ মামলাটি প্রধান বিচারপতির[১০৭] নিকট অর্পণ করুন যাতে তিনি সম্মুখে মুসলমানী আইন মোতাবেক এর নিষ্পত্তি করতে পারেন; তাতে করে এদের কারও ওপরই উৎপীড়ন এবং তাদের কারও প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখানো হবে না।

আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের 'কাযি' সৎ, খাঁটি ও ধার্মিক। তিনি এই লোক বা সেই লোকের কথা বিবেচনা করেন না (অর্থাৎ তিনি নিরপেক্ষ) ; এবং মামলা নিষ্পত্তির বেলায় তিনি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করেন। তারা (অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী) প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তে দ্বারা সন্তুষ্ট হোক।

আহমেদাবাদ প্রদেশের সুবাদার শুজা'ত খানকে[১০৮] একটি অতিরিক্ত খেতাব 'হাজারী' ও এক হাজার অশ্বারোহী সহ উচ্চ পদে উন্নীত করা হলো। আপনি তাকে এ সংবাদ অবগত করাবেন। (চরণ) "অনুগ্রহগুলি (যা খানকে দেখানো হয়েছে), যা আপনি দেখেছেন, আমার সমস্ত অনুগ্রহের সামান্য অংশ মাত্র। (তার কৃত) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দাবির অপেক্ষা রাখে।" যদি সে রাজকার্যে আনুগত্য দেখায় এবং স্বার্থত্যাগ করে এবং বিদ্রোহীদেরকে শাস্তি প্রদানে ও ভূস্বামীদের হৃদয় জয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করে তাহলে তাকে আরো বেশী অনুগ্রহ দেখানো হবে এবং এর চাইতেও উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। (চরণ) "অহমিকা হলো এই পৃথিবীর মইস্বরূপ ; অবশেষে এ মই থেকে আমরা নিম্নে পতিত হই (অর্থাৎ অহমিকার ফলে মানুষের পতন অনিবার্য)। যে অধিকতর উচ্চে উঠে, সে অধিকতর নির্বোধ ; তার হাড়গুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে (অর্থাৎ অহঙ্কার ধ্বংসের আগে চলে)।"

১১৮নং পত্র (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ)

শুজা'ত খানের[১০৯] মৃত্যু হয়েছে। 'ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেঊন'।[১১০] তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ লোক এবং গুজরাটে তিনি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলেন। এ প্রদেশের জন্য অবশ্যই একজন সুবাদার নিযুক্ত করতে হবে। আপনি (এ পদের জন্য) তিনজন লোককে বাছাই করে তারপর আমাকে পত্র লিখবেন। শাহাজাদা আ'যমও (আহমেদাবাদের সুবাদার হওয়ার) আকাঙ্ক্ষা করছে।[১১১] এ পদ শাহাজাদাকে দেয়া চলে, যদি সে রাজমর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে এবং অন্যের চাইতে উন্নততর রূপে শাসনকার্য চালাতে পারে। আমরা আল্লার কাছ থেকে অনুগ্রহ ও তাঁর নির্দেশ আশা করি। এ (আহমেদাবাদের সুবাদারি পদের) ব্যাপারে খয়ের অন্দেশ খানের চাইতে যোগ্যতর লোক আর নেই। কিন্তু লোকে বলে তিনি নাকি প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন এবং তার ফলে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। তাঁকে কিংবা অপর কাউকে নিযুক্ত করতে হবে। আতিকুল্লাহ খান[১১২] (তত) মন্দ নয়। আপনি ইব্রাহিম খানের[১১৩] এবং হাফিজুল্লাহ খানের কাশ্মিরীদের মামলার কথা ভালো-ভাবে বিবৃত করেছেন ; কিন্তু আপনি 'আপনার পত্রে (তাদের সুবাদারির) ফলাফলের কথা লেখেননি।

(শ্লোক) : "হে মন, তাঁর (অর্থাৎ আসাদ খানের) জ্ঞান ও আচার-ব্যবহারের ওপর সহানুভূতিশীল হও ; তাঁর সত্য-সন্ধানী দৃষ্টিশক্তি (ইব্রাহিম খান ও হাফিজুল্লাহ খানের অবস্থার কথা যথার্থভাবে আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থাপিত না করার জন্য) অন্ধ হয়ে গেছে।" (কারও) সততা সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান করার ব্যাপারে গ্রাহ্য না করার অর্থ আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন ? অতএব কথিত আছে যে, যে-ব্যক্তি ন্যায়ের শাসন করে এবং সত্যানুসন্ধানের ব্যাপারে যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে, তাকে অবশ্যই সততার অধিকারী হতে হবে, যার ফলে সে স্বীকারোক্তি কিংবা অস্বীকৃতি থেকে মামলার নিষ্পত্তি করতে পারবে না, ন্যায়ের শাসন পরিচালনায় সে কিছুতেই অমনোযোগী হতে পারবে না এবং শক্তিশালী দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে পারবে না। এ ধরনের সৎ ও নিরপেক্ষ লোক আগের দিনেও দুর্লভ ছিল। বর্তমান কালে সে-সমস্ত লোক কোথায় (অর্থাৎ কেউ নেই), যখন ঈমান দুর্বল এবং শয়তান খুবই বলবান ?[১১৪]

১১৯নং পত্র

ইব্রাহিম খান[১১৫] আদেশ কার্যকর করতে খুবই বিলম্ব করছে ; (কাজেই) তার অনুচরদের সংখ্যা থেকে এক হাজার অশ্ব কেটে নিতে হবে। আপনি তার প্রতিনিধিকেও ভয় প্রদর্শন করুন। আমার কোমলতা সরকারী কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে (অর্থাৎ আমার কর্মচারী ও ভৃত্যদেরকে অবাধ্য করে তুলেছে)। একথা সত্য যে (চরণ) "প্রভুত্ব এবং চাকরি একসঙ্গে চলে না।"

১২০নং পত্র

রুহ আল্লাহ্ খান[১১৬] দাক্ষিণাত্যের[১১৭] 'দেওয়ানদের'[১১৮] এবং সেখানকার শান্তিরক্ষক সেনাদলের অধিনায়কদের নামে এই মর্মে আদেশ জারি করেছে যে অত্র প্রদেশস্থ জেলাগুলির শাসনকার্যের সুরাহা করে সে যেন দুষ্ট মাসুদ খানের হাত থেকে সদ্য বাজেয়াপ্ত রাজস্ব-সংক্রান্ত সম্পত্তি, 'জায়গির' ও অন্যান্য সম্পত্তি তার নিজের অধিকারে লাভ করে এবং তারপর আমার নিকট পত্র লেখে। যে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি স্থির করা হবে সেগুলি সেই কর্মচারী ও কোষাধ্যক্ষের (অর্থাৎ রুহ আল্লাহ্ খানের) নিকট হস্তান্তরিত হবে। তার নিকট হস্তান্তরিত জায়গিরের জন্য আপনি তাকে একটি দলিল দেবেন। আপনি প্রয়োজনের সময় তাকে গোলাবারুদ ও পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করবেন। এ সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আপনি তাঁকে লিখে জানাবেন। একজন রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করতে হবে, যাতে আমাদের 'বীল-দারান'[১১৯] তার নিকট রাজকোষ পাঠিয়ে দিতে পারে। উপরোক্ত নামধারী খানের উদ্দেশ্যে

লিখিত শাহাজাদা বাহাদুরের[১২০] পত্রটি (তার) প্রতিনিধির হাতে দেবেন; অথবা আপনার নিজের লেখা পত্রের সঙ্গে আবদ্ধ করে তার নিকট পাঠিয়ে দেবেন; তবে আপনি তার নিকট আরেকটি পত্র লিখলেই উত্তম হয়। এ লোকটি (অর্থাৎ রুহ আল্লাহ্ খান) এমন একজন কর্মচারী নয়, যে সর্বদা আমার সঙ্গে এক ও সমান আচরণ করেছে। তার সমস্ত তোষামোদের উদ্দেশ্য ছিল তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা। সম্ভবত সে আন্তরিকভাবে অকপট নয়। আপনি তার সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবেন এবং তারপর আমাকে লিখবেন। (চরণ) "রঙ (এবং আপনার দেহে প্রসাধনি) মেখে কিভাবে আপনাকে আলাদা মানুষ তৈরী করতে পারেন? পোশাক আপনার দেহে ফিট করলেও ইহা দেহের অংশ নয় (অর্থাৎ চেনা বামুনের পৈতা লাগে না)।"

১২১নং পত্র

যুলফিকার খান[১২১] গোলাবারুদ বহনের জন্য স্পটতঃই লোক নিযুক্ত করেছে; (কিন্তু) একটি সরকারী ব্যাপার হলেও ইহা কাজের মাঝখানে রুহ আল্লাহ্ খানকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু আপনি উপরোক্ত খানকে (অর্থাৎ রুহ আল্লাহ্ খানকে) লিখে দিন যে, সে যেন দুর্গ অধিকারের জন্য গোলা-বারুদ ব্যবহার করে এবং দুর্গ বিজয় (সমাপ্ত) না হওয়া পর্যন্ত সেই লোকদের (যুলফিকার খান কর্তৃক নিযুক্ত) ওপর আস্থা স্থাপন না করে। সে (অর্থাৎ রুহ আল্লাহ্ খান) যে দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিকল্পনা পাঠিয়েছে তা আমি দেখেছি। প্রতিরোধের স্থানটা ভালো এবং অন্যান্য পার্শ্বের তুলনায় অনেক দিক দিয়ে উত্তম। কিন্তু (পরিকল্পনায়) কোনো পরিখার উল্লেখ নেই বলে মনে হচ্ছে যে বাহ্যত মাটি খুবই শক্ত হবে। (এই প্রস্তরময় মাটি) খনন করা খুবই কণ্টকর হবে। দুর্গ-প্রাচীর সদৃশে দু'টি কিংবা তিনটি মাটির ঢিবি অবশ্যই তুলতে হবে যাতে গোলা থেকে নিক্ষিপ্ত ভারী আঘাতগুলি অবরুদ্ধ শত্রুদের এবং দুর্গ-প্রাচীরের দৃঢ়তা কাঁপিয়ে তুলতে পারে। এ বাধাকে শীঘ্রই অতিক্রম করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি একটি ফরমানও পাঠিয়েছি। এর জন্য কি প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমি আমার নিজের হাতে এবং খুব জরুরি তাগিদের সহিত লিখে থাকি।

(শ্লোক): "বহুবিধ ও বিভিন্ন আশার সহিত আমরা বড় রকমের সাফল্য ও বিজয় প্রত্যাশা করি।" আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন।

১২২নং পত্র

(আমার) পৌত্রের সেনাবাহিনীর সংবাদদাতার প্রেরিত পত্রাবলী থেকে আমি অবগত হয়েছি যে শত্রুদল তাদের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্

খানের সেনাবাহিনী মদ্যপানে নিবৃত্ত এবং সে নিজেও ব্যক্তিগতভাবে শত্রুদের মোকাবেলা না করে তাদেরকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে অন্য লোককে পাঠিয়েছে। আর সে নওয়াবেশ খানের[১২২] ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত মদ্য পান করে এবং নাচ উপভোগ করে সময় অতিবাহিত করেছে। (কোরানোক্ত) নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে মদ্যপান থেকে নিজেকে বিরত করেনি। সে এখনও (মদ্য গ্রহণের) এই নিষিদ্ধ কাজ (এর অবাধ্যতা) অবিরত চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সংবাদদাতাগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি অনেক দোষত্রুটিই আরোপ করছে (অর্থাৎ অভিযোগ তুলছে)। সেই অনুগত কর্মচারী (অর্থাৎ আপনি) সচিবকে পূর্ণভাবে (খানের অধিনস্থ) সমস্ত লোকের খবরাখবর লওয়ার জন্য লিখে দিন এবং তারপর আমাকে লিখে জানান।

১২৩নং পত্র

আপনি ফতেহ্ আল্লাহ্ খানকে[১২৩] লিখে দিন যে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে আমাকে জানানো হয়েছে এবং আমি সেগুলির যথাযথ গুণ উপলব্ধি করতে পেরেছি; কিন্তু আমার চাকরি করার জন্য তাকে অহঙ্কারী হলে চলবে না[১২৪] এবং সেনাপতিদেরকে বিরক্ত করে আমাকে অসন্তুষ্ট করাও তার উচিত হবে না।

১২৪নং পত্র

মাক্তমন্দ খান স্বহস্তে লিখে নিজের সিলমোহরসহ যে পত্রটি আমার নিকট পাঠিয়েছিল, তা আমি পাঠ করেছি। দস্যুদের এলাকা[১২৫] বিধায় তার 'জায়-গিরে' যে লুটতরাজ চলছে পত্রে তা-ই (তার বিবরণ) লেখা আছে। খান তার অট্টালিকাগুলির সংস্কারসাধন ও দুষ্ট দস্যুদলকে শাস্তিদানের জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে। (আমার) আদেশানুসারে আপনি খান ফিরুয জঙ্গকে লিখে দিন "শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বলে আপনি সেখানে (অর্থাৎ মাক্তমন্দ খানের 'জায়গিরে') একটি বিরাট সেনাবাহিনীসহ আপনার নিজের পুত্রকে পাঠান।"

১২৫নং পত্র (১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দ)

সৈয়দ সা'দ আল্লাহ্[১২৬] প্রায়ই আমার নিকট পত্র লিখে থাকেন এবং নিম্ন-লিখিত ব্যাপারে আমাকে অনুরোধ করেন: "সুরাট[১২৭] পোতাশ্রয়ের সংবাদ-দাতাকে[১২৮] বদলি করা উচিত হবে না; পরলোকগত হাকিম আশরাফের পুত্রকে হাসপাতালে কোনো একটা চাকরি দেবেন এবং তার বেতন বৃদ্ধি করে তাকে উৎসাহিত করবেন।" আপনি সৈয়দকে লিখে দিন: "এখন থেকে আপনি কোরানের পবিত্র আয়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যারা সত্যিকারের উৎপীড়ক, সেই

(সরকারী) কর্মচারীদের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবেন না। যারা অত্যাচার করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না ; কেন না তাহলে দোজখের আগুন আপনাকে গ্রাস করতে পারে (এবং আয়াত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরূপ আরও কথা আছে)। এই কর্মচারীগণ অন্যের প্রতি অত্যাচারী না হলেও, তারা তাদের নিজেদের প্রকৃতির মধ্যে অত্যাচারী।" প্রতিটি পত্রে তিনি আল্লাহ্‌তে মৃত্যুবরণ করার[১২৯] প্রার্থনা সহ তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকেন। একথা সত্য যে 'মৃত্যুর আরেক অর্থ জীবনও'। আল্লার দরবারের এ নগণ্য ভৃত্য (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব নিজে) তার দৈনন্দিন প্রার্থনায় সর্বদাই কোরানের এ আয়াতটি আবৃত্তি করে থাকে : "হে আল্লাহ্‌! বেহেস্ত ও দোজখের সৃষ্টিকর্তা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের প্রভু ; আমাকে একজন মুসলমান (অথবা তোমার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাসী) হিসেবে মরতে দিও এবং সাধু ও ধার্মিক লোকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মতো যোগ্য করো।" "যে লোক এ ধরনের মৃত্যু (অর্থাৎ আল্লার মধ্যে মৃত্যু) বরণ করে, সে আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের আগে আল্লার রসুল ও সাধু লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে"[১৩০] —এ কথাটার তাৎপর্য আমি সতর্কতার সহিত ভেবে দেখি। যদিও আমার দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ (কোরানোক্ত ও হাদিস সম্পর্কিত এ আয়াত ও বাক্যগুলির) চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি আমি সম্পূর্ণরূপে তাদের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারিনি। সেই বিদ্বান লোক[১৩১] কোরানের ও হাদিসের এই কথাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে আমাকে লিখে জানাবেন। আপনার ওপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক।

১২৬নং পত্র[১৩২] (১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ)

আপনি নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে ইয়াকুত (খান)-এর প্রতি একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং খোঁজ-খবর নেয়ার পর জানা গেছে যে কাম বখ্‌শের[১৩৩] সেই হতভাগ্য দুধভাই (অর্থাৎ হদ্‌) ঐ তীর নিক্ষেপ করেছে। তীর নিক্ষেপকারী এই লোকটিকে আমি শাস্তিদান করেছি এবং নির্বোধ শাহাজাদার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছি। শাহাজাদার নিকৃষ্টতম সঙ্গী[১৩৪] এই দুষ্ট লোকটিকে নিয়ে কি করা যায় সে সম্পর্কে আমি আদেশ দিয়েছি। যে একজন শয়তানকে তার সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে সে যথার্থই একজন মন্দ সঙ্গী বেছে নিয়েছে। (চরণ) "দুষ্টের সাহচর্য অগ্নির মতোই বিপজ্জনক। অগ্নি যখন গরম থাকে তখন ইহা শরীরকে দগ্ধ করে ; কিন্তু যখন ইহা নির্বাপিত হয় তখন জামাকে কৃষ্ণবর্ণ করে (ঠিক সেরূপভাবে একজন অসৎ সঙ্গী সর্বপ্রথম তার বন্ধুকে উত্যক্ত করে তোলে এবং তারপর তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে)।"[১৩৫] হদুর সাহচর্যের খারাপ লক্ষণের দ্বারা শাহাজাদা বিপথগামী হয়েছে। তার ওপর কড়া

নজর রাখার জন্য তার তাঁবুর চতুর্দিকে কয়েকজন 'চেলা'[১৩৬] নিযুক্ত করা উচিত। এবং আপনি তার খবরাখবর আমাকে জানাবেন।

১২৭নং পত্র

খান জাহান বাহাদুর[১৩৭] তার পূর্ববর্তী কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে বৃদ্ধ কর্মচারীদের মতো নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। তার এ অবহেলা সম্পর্কে আমি তাকে ভর্ৎসনা করায় তাকে ক্ষমা করার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু সে নিজেকে সংশোধন করেনি। তার কপটতাকেই (আমাদের ব্যাপারের) এই সর্বনাশের কারণরূপে নির্দেশ করা যায়। কপটতার চেয়ে নিকৃষ্টতর কাজ যে আর নেই এ কথা কিরূপে বলা চলে না (অর্থাৎ কপটতা হলো নিকৃষ্টতম কাজ)? "যথার্থই ভণ্ডদের স্থান হবে দোজখের নিম্নতম গর্তে"[১৩৮]। তার ক্ষমতালাভের পক্ষে আপনি তাকে কিছু লিখবেন এবং তার নিকট (কোরানের) এই আয়াতটির ইঙ্গিত দেবেন, যাতে তার চোখ খুলতে পারে এবং কপটতার বিরুদ্ধে তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ শত্রু (অর্থাৎ রিপু) প্রবল হোক এই কথাটা অসম্ভব হলেও আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু হলো আপনার দুপার্শ্বের মধ্যস্থ (অর্থাৎ আপনার হৃদয়স্থ) রিপু। আপনি নিজেকে এই রিপুর নিকট পরাজিত হতে দেন কেন? হে আল্লাহ্ আমাদেরকে রিপুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কর এবং এর দাসত্বে আমরা যেন না মরি।

(শ্লোক): "মানুষ আল্লার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করেছে, যা ছিল তার (আল্লার) প্রথম দান;[১৩৯] আল্লাহ্ যা কিছুই দেখান না কেন তা বিপথগামীকে অনুসন্ধান করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ বিপথগামীদের প্রতি কৃপা ও অনুগ্রহ দেখান)। আশীর্বাদ এবং এর স্বীকৃতি তোমার কাছ থেকেই আসে; নিরাপত্তা এবং আশঙ্কা (ও) আসে তোমার কাছ থেকেই।"

১২৮নং পত্র (১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ)

আমিরুল ওমরাহ্[১৪০] পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন অন্যতম পুরনো কর্মচারী। "ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন"।[১৪১] তিনি সম্পত্তির অধিকারীও ছিলেন। আপনি তাঁর প্রদেশের অর্থমন্ত্রীকে খুব সতর্কতার সহিত তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এবং তাঁর কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্য প্রত্যেক প্রকারের জিনিস বলপূর্বক ও কঠোরতার সহিত শাহী সম্পত্তি হিসেবে অধিকার করার জন্য পত্র লিখবেন।[১৪২] আপনি পরলোকগত ব্যক্তির সচিবকে (অর্থাৎ মুন্সিকে) বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে তার ভালো কাজের জন্য তাকে অনুগৃহীত করা হবে। পরলোকগত ব্যক্তির পুত্রদের[১৪৩] অবস্থার কথা আমাকে অবগত করাবেন। আমি এ ব্যাপারে

আরেকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি ; কিন্তু তাঁর পরিজনদের যত্ন নেয়ার কথা চিন্তা করে আমি দ্বিতীয় বারের মতো এই অনুগত কর্মচারীকে (অর্থাৎ আপনাকে) এই ব্যাপারে নিযুক্ত করলাম। নিঃসন্দেহে আপনি সততা ও আন্তরিকতার সহিত আপনার উপযুক্ত গুণের পরিচয় দেবেন। আমানুল্লাহ্ খান[১৪৪] এ কাজের জন্য (অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তির প্রদেশ শাসনের জন্য) অযোগ্য নয়। (কাজেই) তাকে (এ পদে) নিযুক্ত করতে হবে। আপনি তার খেতাবগুলি সম্পর্কে আমাকে অবগত করাবেন, যাতে সেগুলিকে বাড়িয়ে দিতে পারি। আমি শীঘ্রই তাকে আরেকটি অনুগ্রহ দেখাতে চাই।

১২৯নং পত্র

এ দপ্তর উসফ খানের[১৪৫] ওপর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (এ দপ্তরের জন্য আপনি যে লোক ঠিক করেছিলেন সে-ও ভালো লোক ; কিন্তু সে একজন সৈনিক। সে কি কাজ করে তা জানা নেই। আপনি তার সম্পর্কে কি জানেন, তা আমাকে জ্ঞাত করাবেন। বুরহানপুরের[১৪৬] মন্ত্রীপদের জন্য একজন সৎলোকের প্রয়োজন বোধ করছি। "সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সর্বাগ্রে সম্পন্ন করতে হবে।"[১৪৭]

১৩০নং পত্র

মুকরম খান[১৪৮] কি করছে ? দু'টি পবিত্র সহরে[১৪৯] তীর্থযাত্রার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও সে বিলম্ব করছে কেন ? এর (অর্থাৎ তীর্থযাত্রার) চাইতে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে ?[১৫০]

(শ্লোক) : "কাবাঘরের (অর্থাৎ মক্কার খোদার ঘর) প্রভুর নিকট তীর্থযাত্রা হলো উপযুক্ত কাজ ; কিন্তু তীর্থযাত্রীরা মক্কার কাবাঘর পরিদর্শন করে (অর্থাৎ মক্কা পরিদর্শনকারী হাজিগণ কাবাঘরের অন্বেষণ করে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উচিত আল্লার অন্বেষণ করা)।"

১৩১নং পত্র

(আমার) পৌত্র বাহাদুর[১৫১] যে উপঢৌকন পাঠিয়েছে তা (আপনার) গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তা গ্রহণ করার আগে আপনি তার প্রতিনিধিকে (পূর্বাহ্নে) সংবাদ না দিয়ে উপঢৌকন পাঠাতে নিষেধ করে দেবেন। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১৩২নং পত্র

মুর্শিদ আলী খান একজন রাজস্ব আদায়কারী[১৫২] ; এবং সে-ও সততা-বর্জিত নয়। যদি এ কাজ তাকে দেয়া হয় তাহলে সম্ভবত সে অন্যদের চাইতে

অধিকতর সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করবে। আপনি আপনার নিজের পক্ষ থেকে (এ কাজ সম্পর্কে) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সেই পুরনো কর্মচারী (অর্থাৎ আপনি) অবশ্যই ফযল আলি খানের[১৫৩] মামলার কথা শুনে থাকবেন। হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী 'কমল-বাশান'[১৫৪]-কে শায়েস্তা করার জন্য একদল সৈন্য পাঠানো উচিত। খান বাহাদুর হামিদ[১৫৫] কি করছে? এই পাপীর (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) ইচ্ছা যে কোনো অপরাধই, বিশেষ করে উৎপীড়নমূলক কাজ যেন সাধিত না হয়[১৫৬]। তার ফল এই হবে যে রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলার অস্তিত্ব থাকবে। শৃংখলা ব্যতীত রাজকার্য চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো সময় প্রয়োজনের উপযুক্ত আদেশগুলি ভাবাবেগের প্রভাবের দরুণ এবং ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধেই প্রচারিত হয়। এ সম্পর্কে আপনি শিক্ষিত লোকদের মতামত জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনার অভিপ্রায় ভালো। আল্লার কাছ থেকে আপনাকে কোনো শাস্তি পেতে হবে না। যথার্থই "মানুষের কার্য নির্ভর করে তার অভিপ্রায়ের ওপর।"[১৫৭] এ হাদিস নির্ভুল, সন্দেহাতীত এবং প্রামাণ্য।

১৩৩নং পত্র

রাজা আবদুর রহিম[১৫৮] পরলোকগমন করেছে। সে একজন ধার্মিক, সৎ ও খুব সাহসী লোক ছিল। একদা তার কোমরে ঝোলায়মান একটি দেশী ছোরা সহ সে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল। ছোরাটি আমার পছন্দ হওয়ায় আমি বললাম, "এর গঠন খুবই চমৎকার হয়েছে"। সে জবাবে বলল, "ছোরাটির গঠনের চাইতে এর নামটা আরও বেশী চমৎকার।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এর নাম কি?" সে জবাব দিলো, "রাফিয-ই-কুশ"[১৫৯]। আমি মন্তব্য করলাম, "আমিও রাষ্ট্রের জন্য এই একই ছাঁচে তৈরী এবং একই নামের তিনটি কিংবা চারটি ছোরা পেতে চাই।" সে তার কোমর থেকে ছোরাটি খুলে আমাকে উপহার দিয়ে বলল, "সেগুলি তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এ সামান্য উপহার রাষ্ট্রে প্রশংসিত হবে।" তারপর সে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল। আপনি তার পুত্রদের[১৬০] অবস্থা সম্পর্কে আমাকে লিখে জানাবেন কিংবা এনায়েতুল্লাহ্‌ খানকে আমার নিকট লিখতে বলবেন, যাতে খাজা আবদুর রহিমের পুত্রদের প্রত্যেকে তার মেধা অনুসারে অনুগৃহীত হতে পারে।

১৩৪নং পত্র (১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)

খান জাহান বাহাদুর[১৬১] পরলোকগমন করেছে। "ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন"। আল্লাহ্‌ পবিত্র। মানুষ কতবড় অমনোযোগী? সে আর ক'দিন রিপুর বশীভূত থাকবে?[১৬২] এ সময়ে খান দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদ

(পাওয়ার) আকাঙ্ক্ষা করছিল। এ ব্যাপারে তার উৎকণ্ঠা কত তীব্র ছিল ? হাঁ, রিপুর কাজ এর চাইতেও বেশী নিকৃষ্ট। (চরণ) "রিপু ধ্বংস করা বিজ্ঞতার কাজ নয় (অর্থাৎ রিপু কর্তৃক পরাভূত)। মানসিক সিংহ (অর্থাৎ রিপু) খরগোসের (অর্থাৎ বিজ্ঞতার) খেলনা নয়। রিপু সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করেছে এবং একে গ্রাস করেছে। উদর এই বলে চীৎকার করছিল 'আরও কিছু (নাস্তিক) আছে কি' ?[১৬৩] এ রিপু হলো দোজখ, দোজখ হলো ড্রাগন, যার সম্মুখে (অসীম বিস্তীর্ণ এলাকার) সমুদ্র তুচ্ছ। রিপু সাতটি সাগর গ্রাস করছে তথাপি এ বিশ্ব-ধ্বংসী রিপু তার তৃষ্ণা প্রশমিত করতে পারে না। পাথরসমূহ (পাথরের মতো অপ্রয়োজনীয়—অর্থাৎ পাপীরা) এবং কঠিনহৃদয় নাস্তিকগণ লজ্জা ও অপমানের সহিত দোজখে প্রবেশ করে। তথাপি সে এত আহার (অর্থাৎ পাপীদের ও নাস্তিকদের) উদরসাৎ করেও তৃপ্ত নয়, যে পর্যন্ত এর (আরো বলি গ্রাসের) আকাঙ্ক্ষার জবাবে আল্লার তরফ থেকে আসে এই বাণী : 'তুমি কি পরিতৃপ্ত' ? দোজখ জবাব দেয়, 'আমি কি পরিতৃপ্ত ? না, এখনও আমি পরিতৃপ্ত হইনি। আমার অগ্নি, উত্তাপ এবং উত্তেজনাকর অনুভূতির দিকে তাকিয়ে দেখ (অর্থাৎ আমি আরও বেশী শিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি)'। আল্লাহ্ 'লা মকান'[১৬৪] থেকে তাঁর পা দোজখের দিকে প্রসারিত করলেন। সে সময়ে দোজখ 'কুন-ফি-কান'[১৬৫] পেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। যেহেতু আমাদের এ রিপু দোজখেরই একটা অংশ, (এবং) অংশগুলি সর্বদাই সমস্তটার কর্মফল ধারণ করে (অতএব রিপুর কর্মফল হলো দোজখ প্রাপ্তি)। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ দোজখের অতৃপ্ত ক্ষুধার কথা কল্পনা করতে পারে না।" "আমি একটি সুঁই দিয়ে ককেশাশ পর্বত সরাবার (কিংবা খনন করার) জন্য সমুদ্রবিদীর্ণকারী (অর্থাৎ শক্তিশালী ও মহান্) আল্লার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি।"[১৬৬] মহান্ আল্লাহ্ (তাঁর) করুণা দিয়ে আমাদেরকে অনুগৃহীত করুন এবং এ অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন (অর্থাৎ রিপু) থেকে অব্যাহতি দেন। আমি আমাদের পয়গম্বর হজরত মুহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর পরিবারের নামে তাঁকে (আল্লাহ্কে) সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর ওপর আল্লার করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১৩৫নং পত্র (১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ)

নসরৎ জঙ্গ[১৬৭] আপনার নিকট যে পত্র পাঠিয়েছিল আমি তা পাঠ করেছি। এ পত্রে সে দাউদ খানের[১৬৮] পক্ষে সুপারিশ করেছে এবং তার নিজের কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করেছে। পত্রখানার জবাবে কিছু লেখা উচিত। (কিন্তু) আমরা দুর্গবিজয় (অর্থাৎ বকিনগড় দুর্গ) পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুর্গ বিজয়ের পর তার কয়েকটি অনুরোধ মঞ্জুর করতে হবে ; কিন্তু তার আগে তার অনুরোধগুলি

মজুরে করা সম্ভব নয়। দুর্গ অধিকারের জন্য এখন থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাতে আপনি তরিবত খানকে[১৬৯] আদেশ দেবেন এবং আপনি দুর্গের ঐ পার্শ্বস্থ সেনাদলকেও 'জম্বারার'[১৭০], 'রামজঙ্গি'[১৭০], গুলি এবং বারুদ সমেত আগ্নেয়াস্ত্রাদি নসরৎ জঙ্গের সেনাবাহিনীর নিকট পাঠাবার জন্য লিখবেন। সর্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয় আল্লার হাতেই নিহিত আছে সর্বময় কর্তৃত্ব। তাঁর যা ইচ্ছে হয় তিনি তা-ই করবেন।

১৩৬নং পত্র (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)

সিপাহদার খানের[১৭১] পত্র থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে সে মহব্বত খানকে[১৭২] শায়েস্তা করেছে। এর জন্য সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ। বর্তমান খেতাব ছাড়াও তাকে একটি ব্যক্তিগত খেতাব 'হাজারী' এবং এক হাজার অনুচর দেয়া হবে। একটি সম্মানজনক খেলাত, একটি তরবারি, একটি অশ্ব এবং একটি হাতি তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। তার অনুচরদেরকে অতিরিক্ত খেতাব দানের বন্দোবস্তও করতে হবে। সে এ সংবাদ পেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে তার প্রতিনিধিও অনুগৃহীত হবে। আল্লাহ্ আমাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

১৩৭নং পত্র

আমি (আমার) পৌত্র বাহাদুরের জন্য পাঁচটি হাতি বাছাই করেছি। আপনি এ পাঁচটির মধ্য থেকে দু'টি হাতি পছন্দ করে তার প্রতিনিধির নিকট পাঠিয়ে দেবেন; এ প্রতিনিধিকেও একটি অশ্ব, একটি সম্মানজনক খেলাত এবং রেশমী খোবায় সজ্জিত একটি ছোরা উপহার দেয়া হবে। আপনি জওয়াহির খানের কাছ থেকে এ জিনিসগুলির অনুসন্ধান করবেন।

১৩৮নং পত্র (১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ)

সংবাদদাতাগণ এবং যবরদস্ত খান[১৭৩] সৈয়দ মুবারক[১৭৪] সম্পর্কে কিছু লিখেছে। সৈয়দ সম্পর্কে এ সংবাদগুলি কি ঠিক, না মিথ্যে? যবরদস্ত খান নিজেকে সৎলোক বলে বিবেচনা করে। আপনি (এ সংবাদগুলির যাথার্থ্য সম্পর্কে) এনায়েতুল্লাহ্ খানকে জিজ্ঞেস করবেন। সালেহ খান[১৭৫] আকবরাবাদের সুবাদারি ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি খানকে (আকবরাবাদ প্রদেশের শাসনকার্যে) সাহায্য করার জন্য গোপাল সিংকে লিখবেন। আপনি উপরোল্লিখিত খানের (অর্থাৎ সালেহ খানের) নিকট একটি সহানুভূতিসূচক চিঠি লিখবেন। (চরণ) "পাম বৃক্ষ তার দারিদ্র্যের দোষ কতকাল গোপন করে রাখবে?"[১৭৬]

১৩৯নং পত্র

পরলোকগত এহ্‌তেমাম খান[১৭৭] (তার) অনুচরদের অবহেলার জন্যই দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়েছিল। আমরা তাদেরকে সমর্থন করব না; কেবল তা-ই নয়, আমরা অমনোযোগিতার লাঠি দিয়ে তাদের পিঠ ভেঙে দেবো (অর্থাৎ আমরা তাদেরকে ঔদাস্যের ভাব দেখাব)। মৃত খানের মতো একজন সৎ ও বিচক্ষণ লোক আমরা কোত্থেকে পাব? সে (শাহী) অশ্বগুলিকে এত মোটাতাজা রেখেছিল এবং সেগুলিকে এমন চমৎকার শৃংখলার সহিত রেখেছিল যা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। হে আল্লাহ্! তাকে (অর্থাৎ খানকে) ক্ষমা কর এবং তার ওপর তোমার করুণা বর্ষণ কর; কেন না তুমি পরম দয়ালু। বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আপনি সইফ খানকে[১৭৮] কড়াভাবে লিখে পাঠাবেন। তাকে অগ্রিম বেতন দেয়া হবে, যাতে সে (বিদ্রোহীদের শাস্তি দানে) বিলম্ব না করে। কাজটি খুব কঠিন।

১৪০নং পত্র

সার্বভৌম সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র (অর্থাৎ মুয়ায্‌যম তার) চতুর্থ পুত্রকে অতিরিক্ত উপাধি দানের জন্য (আমাকে অনুরোধ করে) পত্র লিখেছে। স্পষ্টতই রফি-উল-কদর[১৭৯]-এর অশ্বারোহী সেনাদল (প্রয়োজন অপেক্ষা) সংখ্যায় অনেক বেশী। তার পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে অশ্বারোহীর সংখ্যা কমানো দরকার। জ্যেষ্ঠপুত্রের চাইতে কনিষ্ঠপুত্রকে অধিক ব্যক্তিগত খেতাব দান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার পুত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি তাকে অন্য উপায়ে অনুগ্রহ দেখাব।

রজবি খান এবং হিন্দু লোকটির মধ্যে ভালো সম্পর্ক নেই। তারা হলো পরস্পরের শত্রু। তারা তাদের ধর্মীয় বিধি[১৮০] নিয়ে ঝগড়া করছে। আপনি হিন্দুটিকে ভয় দেখিয়ে একটি পত্র লিখবেন।

১৪১ নং পত্র

রুহ আল্লাহ্ খান[১৮১] তার ঋণ কষ্টের সহিত শোধ করেছে। এই অমিতব্যয়ী ও ধনী খান তার ওপর যে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে, সেই জরিমানার সমপরিমাণ টাকা (অর্থাৎ জরিমানা পরিশোধ না করার জন্য) মুক্তহস্তে অপব্যয় করার ইচ্ছা করছে। সে টাকার ভুল হিসাব দিচ্ছে। যখন ভূস্বামীরা রাজকোষে তাদের টাকা শোধ করতে অসমর্থ হয়, তখন সেই ঋণ তাদের সম্পত্তি থেকে রাজস্ব আদায়কারীদের দ্বারা আদায় করে নেয়া হয়। সরকার খানের ওপর যে জরিমানা ধার্য করেছে তা আদায়ের জন্য আপনি অবিলম্বে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠান। খানের কাছে একটি আশরফি[১৮২]-ও যেন

পড়ে না থাকে ; জরিমানার সমস্ত টাকা তার কাছ থেকে আদায় করতেই হবে। মহামান্য সম্রাট (শাজাহান)—তাঁর সমাধি পাপমুক্ত হোক—জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে খুবই কর্মিতকর্মা ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একগুঁয়ে ও কড়া চেলাদের[১৮৩] নিযুক্ত করতেন এবং এভাবে জরিমানা আদায় করতেন। আমার মনে পড়ছে একদিন সম্রাট জা'ফর খানকে[১৮৪] যিনি তখন একজন মন্ত্রী ছিলেন, গোসলখানায় বসালেন এবং তার ওপর ধার্যকৃত জরিমানা আদায় করলেন। উপরোক্ত জা'ফর খান গোসলখানার তত্ত্বাবধায়কের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে তার ক্ষতি ও অপকার করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, যার ওপর খানের জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণের ভার ন্যস্ত ছিল। দরবার ভঙ্গের পর তাদের দু'জনের মধ্যে আপস করে দেয়ার জন্য সম্রাট আমার বিরুদ্ধাচারী ভাইকে (অর্থাৎ দারাকে) আদেশ দিলেন এবং গোসলখানার তত্ত্বাবধায়ককে একটি দুশালা[১৮৫] দেয়ার জন্য উপরোল্লিখিত খানকে বাধ্য করলেন।

১৪২নং পত্র

আপনি প্রধানমন্ত্রীর হতভাগ্য সহকারীকে আমার সম্মুখে প্রায়ই নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে সে যদি স্বার্থপর হয়ে যায়, তাহলে আপনি তাকে এর থেকে নিবারণ করবেন, যাতে সে পুনরায় এরূপ কাজ না করতে পারে।

১৪৩নং পত্র

অদ্য তরিবত খান[১৮৬] দু'জন কিংবা তিনজন মঙ্গবাশিকে[১৮৭], যারা তার অভিযানের সময় ভালো কাজ করেছে, দু'টি কিংবা তিনটি মণিখচিত শিরোপা উপহার দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে। আপনি উপরোক্ত খানকে একথা বলবেন, "যদিও আপনি সরকারী কাজে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং (তজ্জন্য) সম্রাট কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছেন, তথাপি আপনি জানেন না যে এই 'মঙ্গবাশিরা' এভাবে অনুগৃহীত হওয়ার যোগ্য নয়।" রাষ্ট্রের জন্য সে যে কাজ করেছে তার খাতিরে তাকে সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে স্বর্ণপদকখচিত একটি শিরোপা তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। জওয়াহির খান শিরোপাটি তার নিকট পাঠিয়ে দেবে। আল্লার কাছ থেকে আমরা সাহায্য এবং করুণা পেয়ে থাকি। কিন্তু ভবিষ্যতে তরিবত খান যেন 'মঙ্গবাশি'দের ব্যাপারে এ ধরনের অনুরোধ না করে। যদি কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ খুব সাবধানতার সহিত সম্পাদন করে তাহলে তাকে একটি সম্মানজনক খেলাত এবং নগদ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত ও সন্তুষ্ট করা হবে; আর সে যদি তার নিজের অশ্ব হারিয়ে ফেলে তাহলে তাকে একটি অশ্ব দেয়া হবে।

১৪৪নং পত্র

তরিবত খান[১৮৮] এখনও অর্থের অভাবে আছে। দুর্গের সেনাদের (মধ্যে বিতরণের) জন্য সে (শাহী কোষাগার থেকে) টাকা পেয়েছে। বাইরে থেকে আমি শুনতে পেয়েছি যে সে তার নিজস্ব গোপন অভিপ্রায়ের জন্য এ টাকা রেখে দিয়েছে। দুর্নীতিপরায়ণ সংবাদদাতাগণ কি করতে পারে? তাদের ওপরে খানকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই সংবাদদাতাগণ স্বার্থপরতার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ শাহী পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করে তোলে; এবং (তাদের আচরণে) লজ্জিত হয়ে তারা সংবাদ আদানপ্রদানে অজ্ঞতার ভান করে। প্রধান বিদ্রোহী-দের দ্বারা দুর্গগুলি সুরক্ষিত করার এবং এ দুর্গগুলির ওপর ইসাবি খানের নজর রাখার কারণ কি? প্রারম্ভেই যদি আমাদেরকে খবর দেয়া হতো তাহলে এসব ব্যাপার ঘটত না। তরিবত খনের হাত থেকে 'জায়গির' ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তা বুরহানুল্লাহ খানকে দেয়া হবে; কোনো 'জায়গির' নেই বলে বুরহানুল্লাহ খান অভিযোগ করছে। বুরহানুল্লাহ খান স্পষ্টতঃই একজন সৈনিক। আপনি উপরোক্ত খানকে (অর্থাৎ তরিবত খানকে) পত্র লিখবেন এবং এই বলে তাকে ভয় দেখাবেন, "এ ঘটনার পরিণাম কিভাবে এমন হলো? তোমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ঘটনার ফলাফলের প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখনি কেন? যখন সৈনাদের মধ্যে টাকা বিতরণ করা হয়নি, যখন দুর্গে কোনো রসদ ছিল না এবং সৈন্যগণ যখন খাদ্য ও অর্থের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? সৈন্যরা যদি তাদের বেতন পায় এবং তাদের কার্যসম্পাদনে তারা যদি বিশ্বস্ত থাকে তাহলেই যথেষ্ট। আমরা জানি যে অর্থ এবং খাদ্য ব্যতীত সৈন্যরা কিছুই করতে পারে না। যা সত্যিকারভাবে আল্লার কাজ, স্বার্থপরতার খাতিরে রাষ্ট্রের সেই কাজকর্ম এভাবে বিনষ্ট করা এবং এ নশ্বর জীবনের খাতিরে সৈন্যদের (অর্থ পাওয়ায়) ন্যায্য দাবিকে অবজ্ঞা করা কি খাঁটি ও ঈমানদার মুসলমানদের রীতি, যা তাদের ক্ষতিসাধনে বিধর্মীদের শক্তি বৃদ্ধি করছে? তুমি অবিলম্বে সমস্ত সৈন্যের নিকট থেকে বেতনের রসিদ নিয়ে (আমার নিকট) পাঠিয়ে দেবে। অন্যথায় অসৎলোক ও বিধর্মীদের সাহায্যকারীর মতো তোমাকে নিঃসন্দেহে শাস্তি পেতে হবে। কারণ যথার্থই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকের কৌশল কৃতকার্য হতে দেবেন না।"

১৪৫নং পত্র

এনায়েতুল্লাহ্ খান[১৮৯] হালে যে অছি নিযুক্ত করেছে এবং আমি যাকে অনুমোদন করেছি সে পালিয়েছে। সে কি করেছে? (চরণ) "লবণের খনিতে যে জিনিস প্রবেশ করে সে জিনিসই লবণে পরিণত হয়।" খানের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না। সে কি করতে পারে? ব্যাপার যদি এরূপই

হলো, তাহলে আমার নিকট আসেনি কেন ? আমার ভৃত্যেরা তাকে টাকা না দিলেও তারা তো তাকে আমার নিকট আসার জন্য বারণ করেনি। আপনি নিজেও তাকে কড়াভাবে লিখবেন।

১৪৬নং পত্র

হায়দ্রাবাদের মহব্বত খান[১২০] স্পষ্টতঃই লাহোরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। একমাত্র পৌত্র ছাড়া আর তার উত্তরাধিকারী বলতে কেউ নেই, যার পিতা আগেই পরলোকগমন করেছে। খানের সম্পত্তি সতর্কতা ও সততার সহিত বাজেয়াপ্ত করার জন্য আপনি উক্ত জেলার শাসনকর্তাকে লিখবেন। কারণ শাহী কোষাগারের মালিক হলো জনসাধারণ।[১২১] রাজা হলেন (জনসাধারণের) সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক এবং কর্মচারীগণ রাজার হাতে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কেবলমাত্র দুস্থ এবং দুর্বল লোকেরাই এ সম্পত্তির অংশ দাবি করতে পারে।

১৪৭নং পত্র

অদ্য মেরামত খান মূল্যবান পোশাক পরিধান করে আমার সম্মুখে এসেছিল। তার ঢিলা পোশাকের প্রান্তভাগ এত লম্বা ছিল যে তার পা দুটি দেখা যাচ্ছিল না। আমি মুহরম খানকে ঐ নির্বোধ খানের পোশাকের প্রান্তভাগ থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলার জন্য আদেশ দিয়েছি। আপনি তাকে এ কথা বলবেন, "দরবারের প্রথানুসারে যে দৈর্ঘ্য স্থির করে দেয়া হয়েছে, পোশাকের প্রান্তভাগের মাপ ঠিক ততটুকুই হতে হবে ; অন্যথায় তুমি 'গোসলখানায়' প্রবেশ করতে পারবে না। মানুষের উচিত সাদাসিধে ও টেঁকসই পোশাক পরা।[১২২] অলংকার এবং ফ্যাশন হলো স্ত্রীজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ জিনিসগুলি স্ত্রীলোকদের জন্যই উপযুক্ত।" আপনি তাকে উপদেশচ্ছলে ঘটনাটির উপযোগী (এই একই ধরনের) কিছু কথা বলবেন।

১৪৮নং পত্র (১৬৬০ খ্রীস্টাব্দ)

আমি 'পান'[১২৩] চিবাই না। এই পানের দোকানটি কার্যোপযোগী নয়। কর্মাধ্যক্ষের অধীনস্থ বিভাগটিও বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। এই কি তত্ত্বাবধায়কের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা যে তারা প্রতিবারেই এবং প্রতিটি স্থানেই উপযুক্ত শৃঙ্খলার সহিত বিভাগগুলি তাদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করছে ?[১২৪] তত্ত্বাবধায়কগণ যদি তাদের যোগ্যতার এবং চমৎকার ও উৎকৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় দেয় এবং তাদের উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা প্রদর্শন করে তাহলে ঈর্ষান্বিত লোকেরা অপমানিত হবে ; আল্লার মহিমা প্রত্যক্ষকারী সকলেই আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশের সঙ্গে পরিচিত আছে। হায়! হায়! আমরা কর্তব্যবোধের দাবি

করি ; কিন্তু এসব দম্ভোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি, যথার্থই এ দাবি খুব বড় এবং অযৌক্তিক।

আমার আদেশানুসারে রাজধানীর (অর্থাৎ শাজাহানাবাদের) দুর্গ নির্মাণের ব্যাপারে মহব্বত খানের[১৯৫] নিকট আ'কেল খান[১৯৬] যে জবাব পাঠিয়েছে তা খুবই চমৎকার হয়েছে। ভৃত্যকে অবশ্যই এই ধরনের হতে হবে। আল্লাহ্‌কে তাঁর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।

১৪৯নং পত্র

(আমার) দরবারের অনুগত কর্মচারী, বুজরাত খান আবদুর রহমানের[১৯৭] মৃত্যু হয়েছে। মলোয়ার সুবাদারির জন্য আপনি কয়েকজন লোকের নাম প্রস্তাব করবেন। এই লোকগুলিকে অবশ্যই অভিজ্ঞ হতে হবে। সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে রঘুনাথ সা'দ আল্লাহ্ খান[১৯৮] বলতেন, "সরকারী কাজের দায়িত্বভার এমন একজন লোকের ওপর অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যিনি অভিজ্ঞতালব্ধ গুণ ও সতর্কতার সহিত যে কোনো ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো মানসিকতার অধিকারী এবং যিনি স্বার্থপরতার দ্বারা প্রভাবান্বিত নন।"

১৫০নং পত্র

সেই অনুগত কর্মচারী (এবং) রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর মূলকেন্দ্র, অদৃষ্টের মতোই ক্ষমতাশালী (আমার) আদেশানুসারে আপনি শাহাজাদা আ'যমের নিকট লিখবেন, "নেকনাম খানের[১৯৯] পত্র থেকে একথা অবগত হয়েছি যে, আপনি আপনার নিজের পুরনো সচিবের তিন পুত্রকে বরখাস্ত করেছেন। আপনাকে বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বলেই মনে হয়। আপনার যা অভিরুচি আপনি তাই করুন। এখন আপনি ফয়য়েল খান মির হাদিকে[২০০] পছন্দ করেন না। আপনার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে (আমার নিকট) প্রতিবেদন দেয়ার জন্য আমি ইনায়েতুল্লাহ্ খানকে নিযুক্ত করেছিলাম। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে কুকলতাশ খান[২০১] দাক্ষিণাত্যের সুবাদারির পদে এবং রুহ আল্লাহ্ খান[২০২] হায়দ্রাবাদের[২০৩] সুবাদারির পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তারা ঘৃণ্য কার্যকলাপের উৎসে পরিণত হয়েছিল। নীতির খাতিরে কিছুদিন কাজ করার জন্য আমি তাদেরকে নিয়ে-ছিলাম ; কিন্তু অবশেষে তাদের অতীতের সেবার কথা স্মরণ করে আমি তাদেরকে তাদের পদেই রেখে দিয়েছি।"

আমি মহামান্য সম্রাটকে (শাজাহানকে) এ কথা বলতে শুনেছি, "একদা সম্রাট আকবর, যিনি এখন জান্নাতবাসী, মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'যদিও তোডরমল[২০৪] রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী, তথাপি তাঁর অহঙ্কারকে আমি পছন্দ করি না'। আবুল ফযল[২০৫] তোডরমলের

সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন। সম্রাট আকবর তাঁকে বললেন, 'উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকদেরকে অপদস্থ করা উচিত নয় ; কাজেই সরকারী কর্মচারীদেরকে বলপ্রয়োগে তাদের চাকরিতে বহাল রাখতে হবে'।" (চরণ) "সে লোকই মহানুভবতা ও উদারতার অধিকারী যে (তার কর্মচারীদের) অন্যায় কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং সেই সঙ্গে তার কাজে বহাল রেখে তাদেরকে পোষণ করে।"

১৫১নং পত্র

খান ফিরুয জঙ্গ তার কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করেছে। বুরহানপুর থেকে আগত আমার পৌত্রকে অভ্যর্থনা জানাতে না গিয়ে সে বেরারে[২০৬] চলে গেছে। খান তার সম্পর্কে আমার নিকট পত্র লেখে না কেন ? প্রতিনিধির কাছ থেকে কোনো পত্র কিংবা স্বর্গীয় সংবাদ মারফত কি তাকে বেরারে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ? বেরারে যাওয়ার জন্য তাকে কোনো আদেশ দেয়া হয়নি, কিংবা আমি তাকে কিছু বলিনি। কার কাছ থেকে সে সেনানায়কের পদ পেয়েছে, তা তাকে জানতে দিন।

১৫২নং পত্র

পবিত্র দরবারের তত্ত্বাবধায়ক মুহম্মদ বাকর[২০৭] পরলোকগমন করেছে। লোকেরা শিকার খান সম্পর্কে কিছু বলাবলি করছে। একদা অশ্বারোহণে ভ্রমণের সময় আমি শুনতে পেলাম যে জনসাধারণ মুহম্মদ বাকরের চাইতে তার সম্পর্কে বেশী খারাপ কথা বলছে। আমি প্রায়ই বলেছি যে মুহম্মদ বাকর অনিষ্টকর অভ্যাসের জন্য কুখ্যাত ছিল, অপর পক্ষে শিকার খান কুখ্যাত ছিল অহঙ্কারের জন্য। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। একথা ঠিক যে মানুষ তাদের কার্যাবলীর জন্য পুরস্কার পেয়ে থাকে। খান অন্যের চাইতে বেশী ভালো জানে যে মৃতব্যক্তির (অর্থাৎ মুহম্মদ বাকরের) কি ঘটেছে এবং তার নিজের কি ঘটবে। অনিষ্টকর রিপু মানুষকে ভালো কাজ করতে এবং পরকালের রসদ সঞ্চয় করতে দেয় না। নতুবা মানুষ বুঝতে পারত যে উৎপীড়ন চালিয়ে যাওয়া খারাপ, কিন্তু উৎপীড়নের কাজকে উৎসাহ দেয়া আরো বেশী খারাপ।[২০৮] অর্থলিপ্সুদের কাজের যোগান দেয়ার অর্থ হলো দরিদ্রদেরকে হত্যা করা। অনিশ্চিত পরকালের বিচারের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হওয়া কঠিন কাজ। পরকালের দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কে যদি কোনো লোক নিঃসন্দেহ হতে পারে তাতেই বা কি হবে ? খানকে অবশ্যই তার 'জায়গির' দেয়া হবে, কিন্তু রাজ্যের কোনো পদ দেয়া হবে না। (চরণ) "হায় ! হায় ! ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উপেক্ষা !"

গোলাম মুহিউদ্দিন আ'যমের সেনাবাহিনীতে একটি দোকান খুলেছে। সে নিজেকে 'দরবেশ' বলে দাবি করছে। তাকে বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

(শ্লোক) "এ ধরনের লোক (গোলামের মতো) কেবল প্রতিমূর্তি যে মানুষ নয়। তারা তাদের উদর পূর্ণ করে এবং তারা উচ্চাভিলাষী লোক।" তারা হলো বিকৃত-মেজাজী, অজ্ঞ ও নীচ প্রবৃত্তির লোক এবং মিথ্যা বুলি আওড়ায়। সেই ঈমান কোথায় আর সেই (সত্যিকারের) ইসলামই বা কোথায়?

১৫৩নং পত্র (১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ)

শাহাজাদা আ'যম সরকারের নিকট তার দেয় বকেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে যে লুধি জেলা তার নামে বরাদ্দ করা হোক (যাতে সেই জেলার রাজস্ব থেকে সে তার বকেয়া পরিশোধ করতে সমর্থ হতে পারে)। আপনি এই মর্মে তার নিকট পত্র লিখবেন কিংবা তার প্রতিনিধিকে বলবেন, "তার বকেয়া অপরিশোধিত থাকলেও ক্ষতি নেই। পরিসম্পৎ, নগদ টাকা, মণি-মাণিক্যের মূল্য ইত্যাদি থেকে বকেয়া পরিশোধের কথা বিবেচিত হবে। ইহা সওদাগরদের ব্যবসা নয়।" মহামান্য সম্রাট (শাজাহান) শাহাজাদা ও আমিরদের 'জায়গির'-এর (উৎপন্ন ফসলের) এক চতুর্থাংশেরও বেশী অংশ বাকি রেখে দিতেন। আমার সময়ে সমস্ত বিধিই জবরদস্তিহীন।

সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্র (অর্থাৎ আসাদ খান) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অনেক সময় বলতেন, "রাজধানীর বাইরের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী নির্বাহের জন্য আমি কখনও নিযুক্ত হইনি। যদি আমি রাজধানীর বাইরে প্রেরিত হই তাহলে জনসাধারণ আমার কাজের ধারা দেখতে পাবে।"[২০৯] গুপ্তচরদের বর্ণিত এই কথাগুলি আমি হুবহু শুনতে পেয়েছি। এ সময়ে সংবাদদাতাদের বিবরণ থেকে জানতে পেরেছি যে একজন ঘৃণ্য শত্রু (জিঞ্জিতে) জুলফিকার খানকে[২১০] আক্রমণ করেছে এবং খানের অধিকারে খাদ্য-সম্ভার পেঁছিতে দেয়নি; ফলে খান এখন বিপদে আছে এবং তার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনার পুত্রের সাহায্যার্থে অবিলম্বে যাওয়ার জন্য একটি সরকারী ফরমান জারি করা হয়েছিল। যখন আপনি তার সঙ্গে যোগদান করতে বিলম্ব করেছিলেন, তখন আমি আমার প্রফুল্ল হাত দিয়ে পত্র লিখেছিলাম। কারণ আপনি পুত্রের জন্য আপনার ভালোবাসার কথা স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু এখন যখন সে বিপদে পড়েছে, তখন আপনি সেখানে যাওয়ার জন্য ইতস্তত করছেন কেন? কোনো একটা দাবি প্রতিষ্ঠা করা এক কথা, আর সেই দাবি পূরণ করা অন্য কথা। (চরণ) "বেশী অহঙ্কার করো না, কারণ তোমার অহঙ্কার শেষ হয়েছে।"[২১১]

১৫৪নং পত্র

পুরনো অনুগত কর্মচারী, দীর্ঘদিন যাবৎ আপনি আমার দ্বারা অনুগৃহীত হচ্ছেন, আমার চাকরিতে নিযুক্ত আছেন এবং আইন-কানুন সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ও মানবধর্মী গুণাবলী সম্পর্কে আমার উচ্চধারণা রয়েছে ; এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি সরকারী কর্মচারীদের অপমান সহ্য করছেন এবং সা'দির[২১২] (নিম্নলিখিত) কথাগুলি আপনি স্মরণ করছেন না।

(শ্লোক): "আপনি এবং আমি দু'জনে একই প্রভুর ভৃত্য ; আমরা উভয়েই রাজদরবারের কর্মচারী (অতএব একজন কর্মচারীর উচিত নয় অপরজনের অপমান সহ্য করা)।" ইহা খুবই অদ্ভুত। সা'দ আল্লাহ্ খান[২১৩] বলতেন, "'দেওয়ান' (সচিব কিংবা মন্ত্রী) শব্দের (ফার্সী) হরফ 'আলিফ' ও 'নুন' (যথাক্রমে) কলম ও দোয়াতদান সদৃশ (অর্থাৎ 'দেওয়ান' শব্দের 'আলিফ' ا এবং 'নুন' ن এই শেষ হরফগুলি একথা প্রমাণ করে যে 'দেওয়ান' তার পদের নিদর্শনস্বরূপ তার সম্মুখে একটি কলম ও একটি দোয়াতদান পেয়েছে)"। (কিন্তু) যে দেওয়ান ফেরেস্তা-সদৃশ গুণাবলী পায়নি, সে হয় তার সম্মুখস্থ কলম ও দোয়াতদান সহ একজন শয়তান, আর না হয় একজন পশু কিংবা বিচারবুদ্ধিহীন ছবি।[২১৪] এখন থেকে আপনি সতর্ক হবেন। আর দৃঢ়-বিশ্বাস সহ আপনি শাহী দরবারের কর্মচারীদেরকে আপনার সমকক্ষ বলে বিবেচনা করবেন ; এবং কোনো কর্মকেই আপনি আপনার দৃষ্টি বহির্ভূত অবস্থায় ত্যাগ করবেন না (অর্থাৎ আপনাকে হতে হবে বৈশিষ্ট্যমূলক ক্ষমতার অধিকারী)।

১৫৫নং পত্র

অদ্য (আমার) পৌত্র মুহম্মদ আ'যিম[২১৫] লস্করপুর[২১৬] জেলাটি শাহাজাদা আ'যমের 'জায়গির'-এর সঙ্গে সংযোগ করে দেয়ার জন্য (আমাকে) অনুরোধ করেছে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "কি আশায় আপনি আপনার মনে এই শুভেচ্ছা পোষণ করেছেন? শাহাজাদা আ'যম যদি আপনার নিকট এ অনুরোধের প্রস্তাব দিতেন, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। নতুবা আপনি এ ধরনের অনুরোধ করতে পারেন না ; কারণ এ ধরনের অনুরোধ আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে না, বরং অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতাকেই বৃদ্ধি করে।" সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হলেন আমাদের শান্তিস্বরূপ। এবং আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করি। তিনি আমাদের ওপর তাঁর করুণা বর্ষণ করবেন এবং তিনি তাঁর রহমতের ছায়ায় আমাদেরকে আশ্রয় দান করতে পারেন।

১৫৬নং পত্র (১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ)

আপনি নিশ্চয়ই মুখলেস খানের[১১৭] মৃত্যুসংবাদ শুনে থাকবেন। আমি তার উচ্চ ও সৎ গুণাবলী এবং তার বহুমুখী প্রতিভার জন্য সন্তুষ্ট ছিলাম। এই পৃথিবীতে, মৃত্যু যেখানে থাবা মেলে ওত পেতে রয়েছে, দুঃখ-দুর্দৈবের শেষ নেই এবং এর খেলনাগুলি ধ্বংসশীল। এখানে বিজ্ঞ অন্তঃকরণ এবং দেখার মতো চক্ষু কোথায়? (অর্থাৎ, বিজ্ঞ লোকেরা এই পৃথিবীতে মরণশীল)। একজন লোক পরোক্ষভাবে আমার সম্মুখে অভিযোগ করেছে: "এই লোক (অর্থাৎ মুখলেস খান) অপর কোনো লোককেই তাঁর চাইতে উত্তম বলে মনে করেন না।" আমি জবাব দিলাম, "তার চাইতে উত্তম অন্য কোনো লোক সে দেখতে পায় না।"

১. জুলফিকার খানের পুত্র। সর্বপ্রথম তিনি সম্রাট শাজাহানের অধীনে চাকরি করতেন। তিনি সম্রাট শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় বখ্শি ছিলেন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে জাফর খানের মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন, কিন্তু ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। তিনি একজন সেনাপতিও ছিলেন। তিনি জিঞ্জির বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, কিন্তু তা অধিকারে ব্যর্থ হন। তাঁকে উমদাতুল মুল্ক (সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে ডাকা হতো। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি বাহাদুর শাহ ও জাহান্দর শাহের অধীনে চাকরি করেন। তিনি ফররুখশিয়রের শাসনামলে ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, যাঁর দ্বারা তিনি ৯৪ বৎসর বয়সে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল, তাঁদের একজনের নাম ছিল যুলফিকার খান, ওরফে নসরৎজঙ্গ, যাঁকে ফররুখশিয়র প্রতারণার সহিত নিহত করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর শেষ উইলে তাঁর পুত্রদেরকে বলেছেন, "আমিরুল ওমরাহের (অর্থাৎ আসাদ খানের, যিনি এই খেতাব ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন) চাইতে উৎকৃষ্টতর মন্ত্রী আরেক জন হতে পারে না।" 'সায়েরুল-মুতাকারিন' তাঁকে "প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের সর্বশেষ প্রতিনিধি, যাঁদের দানে সাম্রাজ্যের অপরিমিত গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল" বলে অভিহিত করেছেন। এরাদৎ খান বলেছেন, "দুইশত বৎসরেরও অধিক সময়ের জন্য তাঁদের পরিবার রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ অলংকৃত করেছিলেন।"

২. এই পত্রের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই আওরঙ্গজেব ভণ্ড সিদ্ধ-পুরুষদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। (দ্র. ১০৭নং এবং ১৬৯নং পত্র)

৩. দ্র. ১৬৫নং এবং ১৬৬নং পত্র।

৪. দ্র. ২৮নং পত্র।

৫. আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতাবোধের অতিরিক্ত প্রমাণ। (দ্র. ১৬নং পত্র) পত্রের দ্বিতীয় অংশটুকু ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না; কারণ খান জাহান বাহাদুর ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

৬. দ্র. ৪৫নং পত্র।

৭. মহাজ্ঞানী সলোমন, ডেভিডের পুত্র, ইহুদিদের রাজা এবং পয়গম্বর ছিলেন। ফার্সী সাহিত্যে সলোমনের আংটি সুপরিচিত। কথিত আছে যে তিনি এই আংটির সাহায্যেই সমস্ত মানুষ ও জিনের ওপর তাঁর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রয়োগ করতেন। একবার এই আংটি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে তিনি তাঁর রাজত্ব এবং সিংহাসনও হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরে আংটি পাওয়ার ফলে তিনি তাঁর হারানো রাজত্ব ও সিংহাসন পুনরায় লাভ করেন।

৮. দ্র. ১২০নং পত্র।

৯. দ্র. ২২নং পত্র।

১০. দ্র. ৭১নং পত্র। দরবেশদের কপট সাধুতার জন্য আওরঙ্গজেবের ঘৃণা প্রমাণ করে যে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না।

১১. এই পত্রটি ওপরের পত্রের শেষাংশের বাড়তি অংশ। এখানে আওরঙ্গজেব তাঁর মনের পরিবর্তন করেছেন।

১২. দ্র. ১৩৪নং পত্র।

১৩. দ্র. ৭১নং পত্র।

১৪. মোগলদের আমলে ভারতবর্ষের একটি সামরিক দল। তারা ছিল পরোয়ানা-প্রাপ্ত কর্মচারী।

"শাহী দপ্তরের অধিকাংশ কেরানী, দরবারের চিত্রকর, আকবরের কারখানাস্থ কার্যনির্বাহক প্রভৃতি কর্মচারীগণ এই দলভুক্ত ছিল। তাদের 'আহাদি' কিংবা স্বতন্ত্র লোক বলা হতো, কারণ তারা সম্রাট আকবরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞাধীন ছিল। আহাদি শব্দটির 'হ' হরফটি আরবী ح বিধায় সরকারী বিবরণে এর বানান ফার্সী ه হরফে লেখা হতো; বদায়ুনি বলেছেন, 'আরবের প্রতিটি জিনিসের প্রতি আকবরের ঘৃণা এতই বদ্ধমূল ছিল।'

"আহাদিদের সুবিধার্থে একজন আলাদা দেওয়ান (সেক্রেটারী) এবং একজন বখ্‌শি নিযুক্ত হতো এবং তাদের প্রধান ছিল একজন উচ্চপদস্থ আমির। বস্তুত অনেক আহাদি প্রতিমাসে পাঁচশত টাকারও অধিক বেতন পেত।" ('আইন-ই-আকবরী')

১৫. 'ব্যবসায়ী' অর্থে একটি ভারতীয় শব্দ। (দ্র. ২০নং পত্র)

১৬. উমর-বিন-খত্তাব, রসুলের পর চার খলিফার অন্যতম—ন্যায়পরায়ণতা ও সাহসের জন্য পরিচিত। তিনি হযরত মুহম্মদের অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী ও

শ্বশুর ছিলেন। তিনি রসুলের পর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নয় বৎসর (৬৩৪-৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ) শাসন করেন। তিনি ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে ফিরুয নামক একজন পার্সী ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হন।

খলিফার আভিধানিক অর্থ মুহম্মদের একজন 'অনুসারী' কিংবা 'উত্তরাধিকারী' (আরবী); তারপর শব্দটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এই উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বীকৃত নেতার ওপর প্রযোজ্য হতো। এখানে আওরঙ্গজেব ন্যায়পরায়ণতার বড় সমর্থক হওয়ার দাবি করছেন।

১৭. দ্র. ৫১নং পত্র।

১৮. দুই পেনির সমমূল্যের ছোট মুদ্রা।

১৯. এই পত্রের তাৎপর্য 'মা' আসিরি আলমগিরি'-র লেখক কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে।

২০. দ্র. ৭নং পত্র।

২১. আওরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র, আহমেদাবাদের নওয়াব খানের কন্যার গর্ভে ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মলোয়ার সুবাদার এবং ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে মুলতানের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি রাজপুতদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি দুর্গাদাসের অধীনে এক রাজপুত বাহিনীসহ তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করেন; কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চাতুর্যের জন্য তিনি তাঁর চেষ্টায় ব্যর্থ হন। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং রাহিরিতে শিবাজির পুত্র শম্ভুজির অধীনস্থ মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেন। (দ্র. ১১১নং পত্র) কিছুকাল পরে ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি পারস্যের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি খোরাসানের গরমসির নগরে পারস্যের শাহ হুসাইন সাফবির আশ্রয়ে তাঁর অতিথি হিসেবে বাস করেন এবং ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই পরলোকগমন করেন। এইভাবে তিনি তাঁর পিতার এক বৎসর আগেই পরলোকগমন করেন যা এই পত্রে আশা করা হয়েছিল। 'পাপমতি আকবর' (আকবর-ই-অবতর) কথাটি খাফি খানও এই বিদ্রোহী শাহাজাদা সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন। বার্নিয়ার বলেছেন যে আওরঙ্গজেব আকবরকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দান করেছিলেন। 'তিনি ছিলেন অস্থির, অবাধ্য, উদ্ধত এবং অনিষ্টকারক'।

২২. পারস্যের সফাবিয়ান বংশের রাজা শাহ হুসাইনের জন্য একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ।

২৩. দ্র. ১নং পত্র। তুলনীয়: সংস্কৃত 'গন্ধর্ভ'।

২৪. দ্র. ১নং পত্র।

২৫. এখানে এক ধরনের ভারতীয় সুর সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে;

কয়েকটি জলপূর্ণ পেয়ালা একটির ওপর আরেকটি রাখা হয় এবং সুর সৃষ্টির জন্য সেই পেয়ালাগুলিতে একটি ছড় ব্যবহার করতে হয়। এভাবে এই পেয়ালাগুলি ভেঙে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা এবং ভয় থাকে।

২৬. আওরঙ্গজেব বলেছেন যে তিনি এবং আকবর এই দুইজনের মধ্যে কে আগে পরলোকগমন করবে তা তিনি জানেন না। তিনি মনে করেন যে খুব সম্ভবত তাঁর আগে আকবরই পরলোকগমন করবেন। এখানে সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের এবং পেয়ালার সঙ্গে আকবরের তুলনা করা হয়েছে।

২৭. মোগল শাসনামলে ইহা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং এ দেশের রাজধানী; আফগানিস্তানের আমির এখানে বাস করেন।

২৮. দ্র. ৭৪নং পত্র।

২৯. পাঞ্জাবের একটি সহর।

৩০. এখানে মনে হচ্ছে যে অসাধু উপায়ে সিংহাসন লাভের জন্য আওরঙ্গজেব তাঁর নিজের উচ্চাভিলাষের কথা ভুলে গেছেন।

৩১. এ'তিমাদ খানের পুত্র, আসফ খানের পৌত্র, আওরঙ্গজেবের শাসনামলে একজন আমির। তিনি শাজাহানাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁর সততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এই নামধারী আরো একজন লোক ছিলেন; তিনিও শাজাহানাবাদের সুবাদার ছিলেন। ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে মুরাদাবাদের 'ফৌজদার' নিযুক্ত করা হয়।

৩২. সামরিক আড্ডা; থানা, যেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিকট তথ্যাদি পাঠানো যেতে পারে (একটি ভারতীয় শব্দ)।

৩৩. যেখানে শাহাজাদা অলস হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন এবং শিকারে তাঁর সময় অতিবাহিত করেছেন। (দ্র. ১২নং পত্র)

৩৪. নিযাম-উল-মুলক আসফ ঝা, তাঁর প্রকৃত নাম মির কমরউদ্দিন। তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি চিন কিলিচ খান খেতাবে সম্মানিত হন। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে বাকিনগড় অবরোধে তিনি নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলেন। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহ তাঁকে অযোধ্যার ভাই-সরয় নিযুক্ত করেন। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ফররুখশিয়র তাঁকে নিযাম-উল-মুলক উপাধি দান করেন এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। সৈয়দ ভ্রাতাদের ধ্বংসের পর তাঁকে মুহম্মদ শাহের উযির নিযুক্ত করা হয়। কিছুকাল পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে একজন স্বাধীন শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহম্মদ শাহ তাঁকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, যারা তাঁকে ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে সিরোঞ্জিতে একটি অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাধ্য করে।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি ফিরুযজঙ্গের পুত্র এবং হায়দ্রাবাদের বর্তমান নিযাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও কূটনীতিবিদ এবং প্রতিটি লোকের দ্বারাই তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

৩৫. জওয়াহিরখানা, অমূল্য পাথরের ভাণ্ডার।

"মহামান্য সম্রাট (অর্থাৎ আকবর) এই দপ্তরের জন্য একজন বিচক্ষণ, বিশ্বস্ত ও চতুর কোষাধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকারী হিসেবে একজন অভিজ্ঞ কেরানী, একজন আগ্রহশীল দারোগা (তত্ত্বাবধায়ক) ও নিপুণ জহুরিদের নিযুক্ত করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভিত্তি ঐ চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা মণিগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন এবং এভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থার মরিচা দূরীভূত করেছিলেন।" ('আইন-ই-আকবরী')

তারপর গ্রন্থকার (আবুল ফযল) কোষাগারে সঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণীর মণি-মুক্তার উল্লেখ করেছেন। সেগুলির নাম—চুনি, হীরক, পান্না, লাল ও সবুজ 'ইয়াকুত' এবং মুক্তা।

৩৬. দ্র. ১২২নং পত্র।

৩৭. ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে যশোবান্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি মুহম্মদ আমিন খানের সঙ্গে প্রেরিত হন। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'গোসলখানা'-র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

গোলকুণ্ডার আবুল হাসানের অধীনে কর্মরত পান্নি উপাধিধারী একই নামের আরেকজন লোক ছিলেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর মনিবকে পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান করেন।

৩৮. ৮১নং ও ১৬২নং পত্র।

৩৯. অপূর্ব বীরত্বের জন্য একজন সামরিক কর্মচারীকে প্রদত্ত উপহার (একটি তুর্কী শব্দ)।

৪০. দ্র. ১৭নং পত্র।

৪১. আবদুল কাদির বেদিল, ভারতের একজন বিখ্যাত ফার্সী কবি। তিনি ছিলেন একজন তাতার এবং যৌবনকালে তিনি আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহাজাদা আ'যমের অধীনে চাকরি করেছেন। একদা শাহাজাদা তাঁকে তাঁর নিজের প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা রচনার আদেশ দেন; কিন্তু কবি শাহাজাদার আদেশ পালনে অস্বীকার করেন এবং চাকরিতে ইস্তফা দেন। পরে তিনি কখনও আর কারও অধীনে চাকরি করেননি। তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থ হলো: 'মুহিতে-আয'ম' এবং 'রুকআতে বেদিল'। তিনি মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালের প্রারম্ভে পরলোকগমন করেন। 'বেদিল' হলো এই কবির ছদ্মনাম। পত্রোক্ত লাইনটি তাঁর নিজের উদ্দেশেই রচিত হয়েছে। (দ্র. ১৭৮নং পত্র)

৪২. এখানে আমরা দেখতে পাই জনসাধারণের সম্পত্তির অজুহাতে আওরঙ্গজেব তাঁর সদ্যোমৃত একজন কর্মচারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন। (দ্র. ১২৮নং ও ১৪৬নং পত্র) এই ধরনের কাজ তাঁর উপযোগী ছিল না। তাঁর এই কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না।

"যারা, সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন পরলোকগমন করেন, রাজা নিজেই নিজেকে তাদের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী নিয়োগ করার মতো বর্বরোচিত ও প্রাচীন প্রথা এদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) পাওয়া যায়।"—বার্নিয়ার।

বার্নিয়ার ইহাকে ঘৃণ্য ও স্বেচ্ছাচারী প্রথা বলে অভিহিত করেছেন, যা পরলোকগত আমিরদের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রদের জন্য দুর্বিপাক ও দুর্ভাগ্য ডেকে আনত। সম্রাট শাজাহানের আমলে সংঘটিত এরূপ দু'টি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এর একটি ঘটনায় সম্রাট নেকনাম খাঁ নামক তাঁর এক মৃত আমিরের কৌশলে প্রতারিত ও নিরাশ হয়েছিলেন।

৪৩. গোত্রনাম ছিল মির মিরান, খলিলুল্লাহ্ খান ইয়াযদির পুত্র; তাঁর আসল নাম ছিল মির খান। তিনি ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে আমির খান খেতাবে সম্মানিত হন। (দ্র. ১৭নং পত্র) ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাবুলের সুবাদার ছিলেন এবং ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই পরলোকগমন করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি সম্রাট শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে একজন উচ্চপদস্থ আমির ছিলেন এবং আওরঙ্গজেবের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, অকপট ও অনুগত আমির। তাঁর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্রকে আমির খান খেতাব দান করেন।

এই একই নামের অধিকারী আরেকজন লোক ছিলেন। সৈয়দ আমির খান নামক এই আমির ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের সুবাদার ছিলেন এবং ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

৪৪. পাঞ্জাবের সর্ববৃহৎ সহর। ইহা পাঞ্জাবের সিংহ রণজিৎ সিং-এর রাজধানী ছিল।

৪৫. তারিখের পাথরের ওপর ক্ষুদ্র সাদা আবরণ।

৪৬. তারিখের পাথরের ফাটল। ইহা রোমান সম্রাট ডেসিয়াসের আমলে গুহার অভ্যন্তরস্থ সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তিকে যে কুকুর অনুসরণ করেছিল সেই কুকুরকেও বোঝায়। এ শব্দ দু'টি সর্বদাই একত্রে ব্যবহৃত হয় এবং অর্থ বোঝায় (সম্পত্তির) 'সামান্যতম অংশ'। (৪৫ ও ৪৬নং পাদটীকা)

৪৭. একটি ছোট মুদ্রা, এক টাকার ১/৪০ অংশ; মোগলদের, বিশেষ করে সম্রাট আকবরের আমলে ব্যবহৃত হতো। 'দাম'-এর ওজন পাঁচ 'তঙ্ক' পরিমাণ;

ইহা টাকার ১/৪০ অংশ। সর্বপ্রথম এই মুদ্রাকে 'পয়সা' এবং 'বহুলুলি'ও বলা হতো ; এখন ইহা এই (দাম) নামে পরিচিত। এর এক পার্শ্বে যে স্থানে ইহা প্রস্তুত হতো সে স্থানের নাম থাকত এবং অপর পার্শ্বে থাকত তারিখ।

"গণনার উদ্দেশ্যে 'দাম' পঁচিশ অংশে বিভক্ত, প্রতি অংশকে 'জেতাল' বলা হয়।" ইহা ছিল একটি তাম্রমুদ্রা। ('আইন-ই-আকবরী')

৪৮. আরেকটি ছোট মুদ্রা, প্রায় তিন আনার সমান একটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা ; এর আকৃতি তারিখের পাথর-সদৃশ।

৪৯. এখানে আওরঙ্গজেবের ধারণা অদ্ভুত।

৫০. সৈয়দ মুর্তাজা খানের পুত্র। ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মেওয়াটের 'ফৌজদার' নিযুক্ত হন।

৫১. একজন সামরিক কর্মচারীকে প্রদত্ত খেতাব বা পদ, যার অধীনে একশত অশ্বারোহী থাকত। (দ্র. ১৮নং পত্র)

৫২. দ্র. ১১৪নং পত্র।

৫৩. একজন নবাব, আওরঙ্গজেবের আমলে মুলতানের সুবাদার ছিলেন। (দ্র. ১৩০নং পত্র)

৫৪. ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দের আগে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। খেলনা অবরোধের সময় তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে সে বছরই তাঁকে 'বাহাদুর' খেতাব দেয়া হয়। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাকিনগড় অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'চিন-বাহাদুর' খেতাবে সম্মানিত হন।

৫৫. অর্থাৎ কমরউদ্দিন খান।

৫৬. আরবের একটি সহর ; আরবের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলে ইহা এ নামে অভিহিত।

৫৭. দ্র. ৯৬নং পত্র।

৫৮. দ্র. ১৮নং পত্র।

৫৯. অর্থাৎ জা'ফর খান। (দ্র. ১৪১নং পত্র)

৬০. আল্লাহওয়ার্দি খানের দ্বিতীয় পুত্র, একজন উচ্চপদস্থ আমির, যিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরি করতেন এবং ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুর দুর্গ অধিকারের একদিন পরে পরলোকগমন করেন। সে বছরই (১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে) তিনি বেরারের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি শম্ভুজির বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৬১. সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহাজাদা (মুয়ায্যম)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। (দ্র. ৭৪নং ও ৭৫নং পত্র)

৬২. দ্র. ৫নং ও ১০৮নং পত্র।

৬৩. প্রথম রূহ আল্লাহ্ খানের পুত্র। মুখলেস খানের মৃত্যুর পর তিনি ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে বখ্শি নিযুক্ত হন। তিনি ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে সতারা এবং পরনালা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। (দ্র. ১২০নং পত্র)

৬৪. আভিধানিক অর্থ 'সাহসী'। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে এই খেতাব দেয়া হয়। (দ্র. ৫নং পত্র)

৬৫. অর্থাৎ মুয়য্যম। (দ্র. ১নং পত্র)

৬৬. কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে কাবুল গমন করেন। (দ্র. ৫নং পত্র)

৬৭. দ্র. ১৬৯নং পত্র।

৬৮. ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত একটি প্রদেশ 'ভারতের স্বর্গোদ্যান'। ইহা মোগল সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস ছিল।

৬৯. এখানে আমরা আওরঙ্গজেবকে একজন ভক্তিমান ও ধার্মিক মুসলমান হিসেবে দেখতে পাই।

৭০. মির আবুল ওয়াফা, জিয়াউদ্দিন খানের পৌত্র; তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে শাহী মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি একজন খুবই চতুর ও বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট লিখিত শাহাজাদা মুয়য্যমের একটি পত্রের দুর্বোধ্য ভাষার অর্থোদ্ধার করেছিলেন, যা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। সেজন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছিলেন।

৭১. দ্র. ৭৮নং, ৯২নং ও ১৬৯নং পত্র।

৭২. আফগানিস্তানের গজনবি রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ও সবুক্তগিনের পুত্র; ৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১০৩০ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি দ্বাদশবার ভারত আক্রমণ করেন এবং তাঁর শেষ অভিযানের সময় তিনি গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। তিনি 'বুৎ-শেকন' (প্রতিমা ভঙ্গকারী) হিসেবে পরিচিত এবং ফার্সী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পারস্যের শ্রেষ্ঠ মহাকবি ও অমর 'শাহানামার' লেখক ফেরদৌসি তাঁর আমলে জীবিত ছিলেন। পারস্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আল-বেরুনিও তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। মাহমুদ ৩৩ বৎসর (৯৯৭-১০৩০ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের মতোই ধর্মোন্মাদ শাসক ছিলেন।

৭৩. দ্র. ৫নং ও ১০৪নং পত্র।

৭৪. দ্র. ১০৪নং পত্র।

৭৫. অর্থাৎ জিঞ্জি। এই শেষাংশটুকু সম্পূর্ণ আলাদা একটি পত্র বোঝায়; কারণ সন্তাজি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

৭৬. দ্র. ১৮নং ও ৬৫নং পত্র।

৭৭. দ্র. ৫৪নং পত্র।

৭৮. দ্র. ৭নং পত্র।

৭৯. দ্র. ৪নং পত্র।

৮০. প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক তালিকায় ইহা লোহাওয়ার হিসেবে লিপিবন্ধ হয়েছে··· । ইহা কয়েকবারের জন্য সরকারী কর্মস্থল ছিল বলে এখানে বহু জমকালো অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে এবং মনোরম উদ্যানসমূহ এর অতিরিক্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ইহা সব দেশের লোকদেরই আশ্রয়স্থল, যার শিল্প-পতিগণ বিস্ময়কর শিল্প উপহার দেয় এবং জনবসতি ও ব্যাপ্তির জন্য সহরটি খুবই বিখ্যাত।

"লাহোর প্রাচীন Bucephala কিনা, আমি সেরূপ সিদ্ধান্তে আসার দাবি করি না।" (দ্র. ৯৯নং পত্র) ('আইন-ই-আকবরী')

৮১. তিনি শিবাজিকে শাস্তি দানের জন্য রাজা জয়সিংহ এবং দিলির খানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হয়েছিলেন (১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ) ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি উদেহ্-এর সুবাদার এবং ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত হন। (দ্র. ১৩৮নং পত্র)

৮২. আওরঙ্গজেবের দুই পুত্র, যারা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। (দ্র. ৮নং ও ৭৩নং পত্র)

৮৩. সিংহাসন লাভের জন্য নিজের ভাই ও পিতার সঙ্গে নিজের ঝগড়ার কথা আওরঙ্গজেব বিস্মৃত হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

৮৪. দ্র. ৪৩নং পত্র।

৮৫. শেখ নিযাম হায়দ্রাবাদী —এই ভিন্ন নামেও অভিহিত, যিনি গোল-কুণ্ডা অবরোধের সময় তাঁর প্রভু আবুল হাসানকে পরিত্যাগ করে ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের কাজে যোগদান করেন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বরনালা দুর্গ অবরোধ করেন এবং ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শম্ভুজি ও তাঁর পুত্র শাহুকে গ্রেপ্তার করেন। এই কাজের জন্য তাঁকে খান যামান ফতেহ্ জঙ্গ খেতাব সহ পুরস্কৃত করা হয়। এখলাস খান নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। এলফিনস্টোন ও ডাফ তাঁকে 'কোলাপুরস্থ মোগল কর্মচারী তোকরুরব খান' বলে অভিহিত করেছেন।

৮৬. আভিধানিক অর্থ ভূস্বামী (ফার্সী), এর ভারতীয় সমার্থক শব্দ হলো 'দেশাই'। এখানে শব্দটি শিবাজির অন্যতম পুত্র লম্পট শম্ভুজির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। শম্ভুজি ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নয় বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার অনুপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

৮৭. রাহিরি কিংবা রাইরি, কঙ্কনস্থ একটি দুর্গ, যেখানে আওরঙ্গজেবের পুত্র আকবর শম্ভুজির অতিথি হিসেবে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। (দ্র. ৯৫নং পত্র) ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে শিবাজি এ দুর্গ নির্মাণ করেন। পরে তিনি এটাকে রায়গড়ে পরিবর্তন করেন এবং এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

৮৮. কোলাপুরের প্রায় ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এবং অধুনা বিশালগড় নামে অভিহিত শম্ভুজির দুর্গ; ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব দুর্গটি অধিকার করেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে শিবাজি এই দুর্গ অধিকার করেছিলেন এবং এটাকে বিশালগড়ে পরিবর্তিত করেছিলেন।

৮৯. শম্ভুজি, তাঁর প্রিয়পাত্র কলিসা এবং পুত্র সাহু যখন খলসার নিকটবর্তী একটি নদীতে স্নান করছিলেন তখন মুকরব খান তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন।

৯০. উদ্যানের মাঝখানে ফুলের তোড়ার গঠনে তৈরী একটি মনোরম সৌধ (ফার্সী)।

৯১. এখানে লাইনটি দু'বার উক্ত হয়েছে। শ্লোকটির প্রথম অর্ধাংশে ব্যবহৃত ফার্সী 'পশ্‌তান' শব্দটির অর্থ 'হওয়া' বোঝায় এবং দ্বিতীয় অর্ধাংশে এর অর্থ বোঝায় 'দূরে সরে যাওয়া'। এ চমৎকার লাইনগুলি পারস্যের বিখ্যাত সুফি কবি জালাল-উদ্দিন রুমী রচনা করেছেন।

৯২. সর্বপ্রথম তিনি সম্রাট শাজাহানের অধীনে চাকরি করতেন। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। তারপর তাঁকে বাংলার যুগ্ম শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। (দ্র. ১৫৬নং পত্র)

৯৩. গিঞ্জি বা জিঞ্জি, মাদ্রাজের ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কর্ণাটিকের একটি বিখ্যাত সুদৃঢ় দুর্গ। ইহা বিজাপুর সরকারের হাত থেকে শিবাজি ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে অধিকার করেন। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে যুলফিকার খান এ দুর্গ অবরোধ করেন; কিন্তু তিনি পরে (১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে) আসাদ খান ও কাম বখ্‌শের সঙ্গে যোগদান করেন। সন্তাজি গোরপুরে সাহসিকতার সহিত দুর্গ রক্ষা করেন। কাম বখ্‌শ শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আসাদ খান ও যুলফিকার খান কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। (দ্র. ১৭৪নং পত্র) ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে যুলফিকার খানকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং আসাদ খান ও কাম বখ্‌শ সেখানেই থেকে যান। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেবের আদেশে কাম বখ্‌শকে মুক্তি দেয়া হয়। আসাদ খান এবং কাম বখ্‌শ দুর্গ অধিকারে ব্যর্থ হন। কাজেই তাঁদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে যুলফিকার খানকে পুনরায় সেখানে পাঠানো হয়। অবশেষে তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে দুর্গ অধিকার করেন। (দ্র. ১৯৬নং পত্র) এরপর দুর্গটির নামকরণ করা হয় নসরতগড়।

৯৪. মুহম্মদ কাসেম খান-ই-কিরমানি, আওরঙ্গজেবের একজন অসীম সাহসী সেনাপতি। তিনি পর পর হায়দ্রাবাদ ও বিজাপুর কর্ণাটিকের 'ফৌজদার' নিযুক্ত হন। সন্তাজি যখন কর্ণাটিকের অদূনি প্রদেশ লুন্ঠনে রত, তখন তাঁকে শাস্তিদানের জন্য তিনি প্রেরিত হন; কিন্তু নন্দোরির নিকট পরাজিত হন এবং তাঁর লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক থেকে বঞ্চিত হয়। এরপর তিনি লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে আত্মহত্যা করেন। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুরাটের মুৎসদ্দি ছিলেন।

এই নামের আরেকজন লোক ছিলেন; তাঁকে মুহম্মদ কাসেম খান বলা হতো। তিনি মুরাদাবাদের সুবাদার ছিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে শুজার সঙ্গে কোনো এক যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা এবং নীচতার জন্যই ধর্মতপুরের যুদ্ধে (১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে) যশোবান্ত সিংহ পরাজয়বরণ করেন।

৯৫. দ্র. ৭৩নং পত্র।

৯৬. রাজা রাম, সোয়েরা বাই-এর গর্ভজাত শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র, যিনি শিবাজির মৃত্যুর পর ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন। শম্ভুজির মৃত্যুর পর তিনি (১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে) রাজা হন এবং জিঞ্জিতে তাঁর দরবার স্থাপন করেন। সেখানে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে নিজেকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন এবং আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করেন। (১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে) যুলফিকার খানের হাতে জিঞ্জি পতনের পূর্বে খানের ছলিতোপেক্ষার জন্য তিনি দুর্গ থেকে পলায়ন করেন। (দ্র. ১১৬নং পত্র) তারপর তিনি সিঙ্গড় পর্যন্ত মোগলদের কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হন এবং সতারা পতনের একমাস আগে অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্য সেখানেই ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। বিখ্যাত তারা বাই ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী। সন্তাজি গোরপুরের ধ্বংস তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক ছিল। তিনি শান্ত মেজাজের লোক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল: শিবাজি ও শম্ভুজি। তারা বাই-এর গর্ভজাত শিবাজি পিতার মৃত্যুর পর ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৯৭. অর্থাৎ মুরযুম (দ্র. ১নং পত্র)

৯৮. তুলনীয়: ১০নং পত্র।

৯৯. ফার্সী বর্ণমালার একটি হরফ, 'অ'রিযাহ্' অর্থাৎ দরখাস্ত শব্দটির প্রারম্ভ।

১০০. অথবা 'ব্যাধির এই উপাদান'; 'আয়েন' শব্দটির ওপর শ্লেষালংকার।

১০১. দ্র. ৫৬নং, ৭১নং এবং ১৬১নং পত্র।

১০২. আমিরুল-ওমরাহ আলি মর্দান খানের পুত্র। তিনি ক্রমে ক্রমে

কাশ্মির, বঙ্গদেশ, গুজরাট এবং কাবুলের সুবাদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদারি পদে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং বাহাদুর শাহের শাসনামলে পরলোকগমন করেন। (দ্র. ১১৮নং ও ১১৯নং পত্র)

এ নামের আরেকজন লোক গোলকুণ্ডার সর্বশেষ রাজা আবুল হাসেনের সেনাপতি ছিলেন। গোলকুণ্ডা অবরোধের সময় তিনি তাঁর প্রভুকে পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করেন (১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে)। আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে লাহোরের সুবাদার নিযুক্ত করেন।

১০৩. দ্র. ১১৪নং পত্র।

১০৪. এখানে আওরঙ্গজেবকে একজন বড় রকমের দৈহিক সুখভোগী বলে মনে হয়। (দ্র. ১০নং পত্র)

১০৫. দ্র. ৯৬নং পত্র।

১০৬. দ্র. ৭নং ও ৭২নং পত্র।

১০৭. "যদিও চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা সার্বভৌম সম্রাটের হাতে ন্যস্ত, তথাপি সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে এক ব্যক্তির কার্যক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়। কাজেই একজন বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ কর্মচারীকে বিচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সম্রাটের পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়ে।··· কর্মক্ষমতা ও উৎসাহ একজনের মধ্যে পাওয়া না গেলে তিনি দু'জনকে নিযুক্ত করেন; একজনের কাজ হলো তদন্ত করা যিনি কাযি নামে অভিহিত এবং মির আদিল বলে পরিচিত অপর জনের কাজ হলো কাযির রায় কার্যকর করা।"—বার্নিয়ার।

১০৮. শুজা'ত খান কার্তলব, আওরঙ্গজেবের চাকরিতে নিযুক্ত একজন উচ্চপদস্থ আমির। প্রথমে তিনি সম্রাট শাজাহানের সময় চার-হাজারী 'মনসবদার' ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে আহমেদাবাদের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি আহমেদাবাদে একটি বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর এ দৃঢ়তার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে শুজা'ত খান খেতাবে সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে তিনি আজমির ও জোধপুরের সুবাদার ছিলেন। ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শাহাজাদা আ'যমকে আহমেদাবাদের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। গুজরাটের ভাইসরয়দের মধ্যে খান ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য ও সৎ। 'অত্যধিক সঙ্কটময়কালে তিনি যোগ্যতার সহিত অনেকদিন পর্যন্ত ভাইসরয়ের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।' সারাজীবন ব্যাপী তিনি ছিলেন মহৎ ও উচ্চ চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী। তাঁর ওপর আওরঙ্গজেবের খুব বেশী আস্থা ছিল এবং তাঁর সম্পূর্ণ চাকরি জীবনে আওরঙ্গজেব একবারও তাঁর ত্রুটি খুঁজে পাননি। নিম্নতর পদমর্যাদা থেকে তিনি নিজেকে খুবই উচ্চপদে উন্নীত করেন। তিনি অগণিত অট্টালিকা নির্মাণ করে আহমেদাবাদকে সৌন্দর্য-

শালিনী করে তোলেন ; লালগেটের নিকটস্থ কলেজ এবং মসজিদ এখন পর্যন্ত তাঁর নামে পরিচিত। তিনি ফখরুন্নেসা বেগমের স্বামী ছিলেন। (দ্র. ৩৩নং পত্র)

শুজা'ত খান খেতাবধারী বহু আমির আওরঙ্গজেবের দরবারে ছিলেন।

১০৯. দ্র. ১১৭নং পত্রের শেষাংশ।

১১০. কোরানের একটি আয়াত, কারও মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের সময় মুসলমানেরা ইহা উচ্চারণ করে থাকে।

১১১. দ্র. ৮নং পত্র।

১১২. দ্র. ৯৪নং পত্র।

১১৩. দ্র. ১১৬নং পত্র।

১১৪. এখানে আওরঙ্গজেব তাঁর নিজের সময়কাল সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করছেন।

১১৫. দ্র. ১১৬নং পত্র।

১১৬. খলিলুল্লাহ খানের পুত্র। ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দহামুনির 'ফৌজদার' নিযুক্ত হন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে প্রধান সহিস এবং সে-বছরই তাঁকে 'মির অতেস' নিযুক্ত করা হয়। সর বুলন্দ খানের মৃত্যুর পর তিনি 'মির বখ্শি' নিযুক্ত হন (১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে)। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বখ্শি এবং ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বখ্শি নিযুক্ত হন। দন্দেরি অবরোধের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বরনালা ও সতারার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি রায়চোর দখল করেন। গোলকুণ্ডা অবরোধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; প্রধানত খানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এ শহর আওরঙ্গজেবের হস্তগত হয়। তিনিই রাত্রিকালে সর্বপ্রথম মইয়ের সাহায্যে দুর্গে প্রবেশ করেন। নিম্নলিখিত ফার্সী কবিতা থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ (১৬৯২ খ্রীস্টাব্দ) উদ্ধার করা যেতে পারে :

"ফতেহ্-ই-ফিল্লাহ্-ই-গোলকুণ্ডাহ্ মুবারকবাদ,
রুহ দর তন-ই-মুল্‌ক নমন্দ।"

অর্থাৎ "গোলকুণ্ডার দুর্গবিজয় (বিজয়ের দিনটি) শুভ হোক ! সাম্রাজ্যের দেহ থেকে আত্মা পলায়ন করেছে।"

তিনি আওরঙ্গজেবের খুব প্রিয় কর্মচারী ছিলেন, তাঁর অধীনে তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধকাল পর্যন্ত চাকরি করেছেন। তিনি ছিলেন শায়েস্তা খানের জামাতা এবং ধূর্ত ও বড় রকমের তোষামোদে ; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর খানযাদ খান নামে অভিহিত (১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দ) তদীয় পুত্র মির হাসানও ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে রুহ আল্লাহ্ খান খেতাবে ভূষিত হন এবং ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন সম্রাট

পরিবারের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দ) এবং সম্রাটের ব্যক্তিগত কোষাগারের রক্ষক। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'মির অতেস' এবং ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে যাফরাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে দ্বিতীয় 'বখ্শি' নিযুক্ত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রকেও (তৃতীয়) রুহ আল্লাহ্ খান খেতাব দেয়া হয়। (দ্র. ৯২নং, ৯৭নং ১০৪নং, ১৪১নং ও ১৫০নং পত্র)

১১৭. দাক্ষিণাত্যের আভিধানিক অর্থ 'দক্ষিণ দিক', সংস্কৃত 'দখ্শিন'-এর অসাধু রূপ। ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বলে এ নামে অভিহিত। নর্মদা ও তাপ্তি নদী দ্বারা উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে ইহা হিন্দুস্থান বা আর্যাবর্ত থেকে স্বতন্ত্র নামে পরিচিত।

১১৮. এ শব্দটি সাম্রাজ্যের বা প্রদেশের প্রধান অর্থমন্ত্রীর বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব হলো প্রদেশের রাজস্ব আদায় করা ও শাহী কোষাগারে সে রাজস্ব প্রেরণ করা। সমস্ত বেসামরিক ও অর্থসংক্রান্ত মামলায় তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে।

১১৯. যে ব্যক্তি রাজস্ব আদায় করে তা শাহী কোষাগারে বহন করে নিয়ে যায়। ফার্সী 'বীল'-এর আভিধানিক অর্থ বেলচা এবং 'দারান'-এর অর্থ রক্ষকগণ ; এর থেকে খন্তা ; সেনাবাহিনীর অগ্রদূত।

১২০. দ্র. ৭৬নং পত্র।

১২১. দ্র. ১৬০নং পত্র।

১২২. নওয়াযেশ খান-ই-রুমি, ইসলাম খান-ই-রুমির পুত্র ; তাঁর প্রকৃত নাম হলো মুখতার বেগ। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি নওয়াযেশ খান খেতাবে সম্মানিত হন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মন্দেশ্বরের 'ফৌজদার' ও দুর্গরক্ষক নিযুক্ত হন। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে কাশ্মিরের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। (দ্র. ৩৪নং পত্র)

১২৩. দ্র. ৫নং পত্র।

১২৪. দ্র. ৪৫নং পত্র।

১২৫. মূলগ্রন্থে এর জন্য 'ছাউনি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ; ইহা একটি ভারতীয় শব্দ, যার অর্থ 'সৈন্যাদির শিবির'ও বোঝায়।

১২৬. সৈয়্যদ সা'দ আল্লাহ্ খান দরবেশ, আওরঙ্গজেবের আমলে একজন মুসলমান সাধুপুরুষ, শেখ পীর মুহম্মদ সলুনির কন্যাপক্ষের পৌত্র ছিলেন। তিনি ৩৫ বছর ধরে তাঁর নানার কাছ থেকে প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তারপর তিনি মক্কায় হজ করতে গিয়ে সেখানে ১২ বৎসর ধর্মীয় পড়াশুনায় অতিবাহিত করেন। একদা কতকগুলি বিষয়ে মক্কার 'শরিফ'-এর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয় ; ফলে সৈয়্যদ সাহেব মক্কা ত্যাগ করে সুরাটে চলে আসেন এবং তাঁর বাকি জীবন সেখানেই সংসারত্যাগী ফকিরের মতো কাটিয়ে

দেন। আওরঙ্গজেব তাঁর ভরণপোষণ ও সম্মান করতেন। তিনি প্রতিটি ধর্ম-মতাবলম্বী লোকদের প্রতিই সদয় ছিলেন। তিনি ছিলেন আলেম এবং আওরঙ্গজেবের ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সম্রাট তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং তাঁর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে একদিন তিনি সুরাটের সংবাদদাতাকে (বকর খানকে) এবং সুরাটের হাসপাতালের চিকিৎসককে বদলি না করার জন্য সুপারিশ করে আওরঙ্গজেবের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেও তিনি সাধুকে পার্থিব ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ না করার জন্য পত্র লেখেন। সেদিন থেকে আওরঙ্গজেব সাধুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা বন্ধ করে দেন। খাফি খানের ইতিহাসে এ ঘটনার কথা দু'বার উল্লেখিত হয়েছে, যিনি সৈয়দ সাহেবের উদ্দেশে লিখিত পত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

১২৭. গুজরাটের একটি শহর, তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি একদা ভারতের সব চাইতে ধনী শহর ছিল; শিবাজি দু'বার এ শহর লুণ্ঠন করেন। আগে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর ছিল, এখন তার স্থান দখল করেছে বোম্বাই। মোগল সাম্রাজ্যের সরকারী নথিপত্রে ইহা 'বন্দর' কিংবা পোতাশ্রয় নামে অভিহিত হয়েছে। শিবাজি এই শহরকে 'তাঁর রত্নাগারের চাবি' বলে অভিহিত করতেন।

১২৮. অর্থাৎ মুহম্মদ বকর।

১২৯. অর্থাৎ আল্লার প্রতি ভক্তিসহ মৃত্যুবরণ করা এবং পরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া—সুফিবাদ সংক্রান্ত একটি পারিভাষিক শব্দ।

১৩০. একটি হাদিস থেকে।

১৩১. অর্থাৎ আসাদ খান, যিনি ছলেন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি।

১৩২. খাফি খান তাঁর ইতিহাসে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মুহরম খান খেতাব প্রাপ্ত ইয়াকুত খান, যিনি শাহাজাদা কাম বখ্শের গৃহাধ্যক্ষরূপে চাকরিতে রত ছিলেন এবং বদমেজাজের জন্য যাকে শাহাজাদা পছন্দ করতেন না, শাহাজাদার পেছনে শাহী দরবার ত্যাগ করার সময় শাহাজাদার একজন সহচর কর্তৃক তীরের সাহায্যে আহত হন। এ কারণে শাহাজাদার পাঁচজন সহচরকে কারারুদ্ধ করা হয়। হুদু নামে তাঁদের একজন, শাহাজাদার দুধ ভাই, অপরাধী বলে সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে শাহাজাদার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু শাহাজাদা তাঁর এই দুধ ভায়ের বিচ্ছেদ এবং 'কোতোয়াল'-এর হাতে তাঁকে সমর্পণ করা পছন্দ করেননি। শাহাজাদার কাছ থেকে হুদুকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য হামিদ-উদ্দিন খান্ বাহাদুরকে (দ্র. ১৬৮নং পত্র) আদেশ দেয়া হয়। (হামিদ) খান শাহাজাদা কর্তৃক আহত হন, কিন্তু অবশেষে ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দুধ ভাইকে কারারুদ্ধ করতে সমর্থ হন।

১৩৩. মুহম্মদ কাম বখ্শ। (দ্র. ৭৩নং পত্র)

১৩৪. 'নিকৃষ্টতম সঙ্গী' —'বইস-অল-করীন' —কথাগুলি শয়তান অর্থে কোরানে দেখা যায়। এই শব্দগুচ্ছটি আকস্মিকভাবে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে 'মা'-আসিরি আলমগিরি'তেও দেখা যায়।

১৩৫. ইহা একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য যে খাফি খান এ ঘটনা সম্পর্কে একই চরণ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে শাহাজাদা অসৎ সঙ্গীর সংস্পর্শে অধঃপাতে গিয়েছিলেন। 'মা'-আসিরি আলমগিরি'র লেখকও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

১৩৬. রাজা যার ওপর রাগান্বিত হতেন তার ওপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত লোক; একটি ভারতীয় শব্দ।

"মহামান্য সম্রাট (অর্থাৎ আকবর) ধর্মীয় উদ্দেশ্য থেকে 'বান্দা' অথবা দাস নামটা পছন্দ করতেন না। কাজেই তিনি এই শ্রেণীর লোকদেরকে 'চেলা' নামে অভিহিত করেন; এই হিন্দী শব্দটির অর্থ একজন বিশ্বস্ত শিষ্য (তুলনীয়: আরবী 'মুরিদ')। চেলাদের বেতন দৈনিক এক টাকা থেকে এক পেনি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সম্রাট তাদেরকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদেরকে কর্মঠ ও অভিজ্ঞ লোকের নিকট ন্যস্ত করেছেন, যাঁরা তাদেরকে কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এরূপে তারা জ্ঞানাহরণ করে, তাদের মর্যাদাকে উন্নত করে, এবং যোগ্যতার সহিত তাদের কার্যনির্বাহের শিক্ষা লাভ করে।" ('আইন-ই-আকবরী')

১৩৭. দ্র. ২৮নং পত্র।

১৩৮. কোরানের একটি আয়াত।

১৩৯. তার অস্তিত্বের পূর্বে আত্মার বিভূষিত হওয়ার।

১৪০. অর্থাৎ শায়েস্তা খান। (দ্র. ৯১নং পত্র) সিংহাসন অধিকারের ব্যাপারে আওরঙ্গজেব তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। খানের মৃত্যুর পর আসাদ খান আমিরুল-ওমরাহ্ খেতাবে সম্মানিত হন। (দ্র. ভূমিকা)

১৪১. দ্র. ১১৮নং পত্র।

১৪২. দ্র. ৯৯নং ও ১৪৬নং পত্র।

১৪৩. দ্র. ৩৮নং পত্র।

শায়েস্তা খানের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল ফতেহ্ খান ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে শিবাজির পুনা আক্রমণের সময় তথায় নিহত হন।

অপর জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেদ খান বিহারের সুবাদার ছিলেন; তিনি পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এ'তেকাদ খান, আবুল মা'লি এবং খোদা বন্দেহ খান —শায়েস্তা খানের এই তিন পুত্র তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন।

১৪৪. এ নামধারী অনেক লোক ছিলেন। তাঁদের একজন তোরনা, রাজগড়, পুরন্দর, সিঙ্গড়, পন্নালা, এবং বিশালগড় অবরোধের সময় উপস্থিত ছিলেন। ১৭০১-১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ। বেনারসের হাফিজ আমানুল্লাহ্ খান নামে অভিহিত আরেকজন লোক ছিলেন একজন গ্রন্থকার ও লক্ষ্ণৌর 'কাযি' এবং তিনি ১৭২১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ নামে তৃতীয় আরেকজন লোক ছিলেন; তিনি গোয়ালিয়রের ফৌজদার ছিলেন। তিনি ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুর অবরোধের সময় নিহত হন।

১৪৫. ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি কমরনগরের দুর্গরক্ষক ছিলেন। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাকিনগড় অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ইমতিয়াজগড়ের 'ফৌজদার' পদে নিযুক্ত করা হয়।

১৪৬. মধ্য ভারতের একটি সহর। চতুর্দশ শতকে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মুসলমান দরবেশ বুরহানউদ্দিন এ শহরের পত্তন করেন এবং তাঁর নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়। মুসলমানদের আমলে ইহা খান্দেশের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। ইহা তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের সময় এ শহর আওরঙ্গজেবের প্রধান কার্যালয় ছিল।

১৪৭. একটি আরবী প্রবাদ।

১৪৮. দ্র. ১০০নং পত্র।

১৪৯. অর্থাৎ আরবদেশের মক্কা ও মদিনা।

১৫০. 'মির আতে-আলম'-এর লেখক বলেছেন, "যদিও কিছু অসুবিধার জন্য তিনি (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) মক্কায় হজ্জব্রত সম্পন্ন করতে অসমর্থ, তথাপি তীর্থযাত্রীদের সেই পুণ্যভূমিতে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনি যে যত্ন নিতেন তা হজ্জব্রত সম্পন্ন করারই সমতুল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।"

১৫১. দ্র. ১১নং এবং ৭৬নং পত্র।

১৫২. "রাজস্ব আদায়কারীকে কৃষিজীবীর একজন বন্ধু হতে হবে। আগ্রহ এবং সত্যবাদিতা হবে তার আচরণের বিধি। সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর প্রতিনিধি বিবেচনা করবে এবং নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে যাতে একজন কৃষক কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াই তার সঙ্গে সহজে সাক্ষাৎলাভ করতে পারে। সে রাজপথের দস্যুদল, খুনী এবং অপরাধীদের শাস্তিদান থেকে বিরত থাকবে না। সে অগ্রিম টাকা দিয়ে এবং ধীরে ধীরে তা আদায় করে অভাবগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা করবে। সে পতিত জমিকে আবাদোপযোগী করার চেষ্টা করবে এবং যাতে আবাদী জমি পতিত জমিতে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। সে মূল্যবান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দান করবে এবং এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করের কিয়দংশ মার্জনা করে দেবে।

অতিরিক্ত আদায়ের জন্য সে ভ্রমণ, ভোজ কিংবা শোককে উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করবে না, এবং উপঢৌকন গ্রহণে বিরত থাকবে।" ('আইন-ই-আকবরী')

১৫৩. ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুলতানের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৫৪. শাহ আব্বাস কর্তৃক সংগঠিত পারস্য সেনাদলের টুপিতে ব্যবহৃত ফুল। তুর্কী ভাষায় 'কযল' শব্দের অর্থ লাল এবং 'বাশ' শব্দের অর্থ মস্তক কিংবা টুপি; তারা লাল টুপি মাথায় পরত বলে এ নামে অভিহিত হতো। 'আন' ফার্সী ভাষার বহুবচনের অর্থবোধক।

১৫৫. দ্র. ১৬৮নং পত্র।

১৫৬. এখানে আওরঙ্গজেব ন্যায়পরায়ণতার পক্ষসমর্থনের জন্য উৎপীড়ণকে জোরালোভাবে নিন্দা করছেন। (দ্র. ১৪নং ও ৮৮নং পত্র)

১৫৭. একটি হাদিস থেকে।

১৫৮. আবদুল কাশিমের পুত্র। তিনি আফগানিস্তানস্থ ফরগানার অধিবাসী ছিলেন এবং শাজাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কয়েক বছরের জন্য আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরি করেন। ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৯. আভিধানিক অর্থ 'শিয়াদের হত্যাকারী'। আরবী ভাষায় 'রাফিয'-এর অর্থ 'দলত্যাগী'। শিয়ারা হলো মুহম্মদ (দঃ)-এর জামাতা হযরত আলীর অনুসারী পারস্যের মুসলমান। আওরঙ্গজেব সুন্নী মুসলমান ছিলেন।

১৬০. দ্র. ১২৮নং পত্র।

১৬১. দ্র. ২৮নং ও ১২৭নং পত্র।

১৬২. দ্র. ৯৩নং পত্র।

১৬৩. কোরানের একটি অনুচ্ছেদ—কথাগুলি এখানে মানবত্বে আরোপিত দোজখ কর্তৃক শেষ বিচারের দিনে উচ্চারিত বলে অনুমিত হয়েছে। যেহেতু দোজখ তার বলি (অর্থাৎ পাপী ও নাস্তিকগণকে) গ্রাস করে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না এবং আরও বলির জন্য চীৎকার করে, তদ্রূপ রিপুও তার খোরাক পেয়ে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না (অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন) এবং আরও পাবার জন্য চীৎকার করে। এখানে রিপুকে দোজখের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

১৬৪. আভিধানিক অর্থ 'নিরাকার জগৎ', আল্লার সর্বোচ্চ আবাসস্থল, যেখানে ফেরেস্তারা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এ শব্দটি কোরানস্থ হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর নৈশকালীন স্বর্গবিহারের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়।

১৬৫. অর্থাৎ সমগ্র জগৎ; আভিধানিক অর্থ 'হও এবং তা হয়ে গেল'। দুনিয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে কোরানের বর্ণনায় এ শব্দগুলি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে আল্লাহু 'কুন' শব্দটি উচ্চারণ করে সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

তুলনীয় : বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম পুস্তক 'জেনেসিস'-এর প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইহা মুসলমান ধর্মতত্ত্বের একটি বিতর্কিত বিষয়। কোরানে এ কথার উল্লেখ আছে যে শেষ বিচারের দিন দোজখ যখন অধিক হতে অধিকতর বলির জন্য চীৎকার করবে তখন আল্লাহ্ দোজখের প্রান্তে তাঁর পা রাখবেন। তাহলে দোজখ পরিতৃপ্ত হবে এবং তারপর থেকে অধিক বলির দাবি আর করবে না।

১৬৬. একটি সুফীয় বিশ্বাস। ম্যাথ্যু কৃত বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে কিছুটা এ ধরনের একটি ভাব ব্যক্ত হয়েছে যেখানে খ্রীস্ট বলছেন, 'যদি আমাদের মধ্যে সরিষার বীজের মতো সামান্যতম বিশ্বাসও থাকে তাহলে আমরা একটি পর্বতকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারি।

১৬৭. দ্র. ১৬নং পত্র।

১৬৮. আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপতি। এই নামধারী অনেক সেনাপতি ছিলেন। তাঁদের একজনের নাম দাউদ খান কুরেশি, যিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন।

এ নামের অধিকারী আরেকজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন, যিনি দাউদ খান পন্নি নামে অভিহিত ছিলেন এবং এখানে উল্লেখিত হয়েছেন। এই পন্নি আওরঙ্গজেবের একজন পাঠান সেনাপতি ছিলেন; তিনি তাঁর অতিরিক্ত সাহসের জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র খ্যাত ছিলেন এবং তাঁর স্মৃতি এখনও দাক্ষিণাত্যের উপকথা ও প্রবাদে অমর হয়ে আছে। তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে অনেক বছর চাকরি করেছেন। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে বাকিনগড় অবরোধের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক যুলফিকার খানের স্থলে দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে ফরুখশিয়রের সময় সৈয়দ আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি নিহত হন। (দ্র. ১৬৮নং পত্র)

১৬৯. দ্র. ১৪৩নং পত্র।

১৭০. দ্র. ৮৪নং পত্র।

১৭১. আওরঙ্গজেবের দুধ ভাই খান জাহান বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি লাহোরের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি তিন-হাজারী পদে উন্নীত হন। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহবত খানকে শায়েস্তা করেন। (দ্র. ২৮নং পত্র)

১৭২. দ্র. ১৪৬নং পত্র।

১৭৩. দ্র. ১০১নং পত্র।

১৭৪. ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি দৌলতাবাদের দুর্গরক্ষক ছিলেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুর্তজা খান খেতাবে সম্মানিত হন।

১৭৫. আ'যম খান কোকার পুত্র; ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে 'গোসলখানা'র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'অহেদিদের' মির বখ্‌শি এবং ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে বেরেলির 'ফৌজদার' ও মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর তিনি ফিদা খান খেতাবে সম্মানিত হন এবং ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে আকবরাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খানের মৃত্যুর পর ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে বিহারের সুবাদার পদে নিয়োগ করা হয়।

১৭৬ পামবৃক্ষের ডালপালায় পাতা নেই বলে এর শূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৭৭. ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম তিনি 'কোতোয়াল' ছিলেন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে সিরদার খান খেতাব দেয়া হয়। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রধান সহিস নিযুক্ত হন।

১৭৮. ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি কাশ্মিরের সুবাদার ছিলেন। ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিব্বত আক্রমণের জন্য তাঁকে আদেশ দেয়া হয়, তিনি তিব্বতকে দিল্লীর অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। শাহাজাদা কাম বখ্‌শকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তরিবত খানের পুত্র ছিলেন।

১৭৯. দ্র. ৩নং পত্র।

১৮০. এটি কোরানের একটি গল্পের বরাত, যেখানে আল্লার অস্তিত্ব সম্পর্কে দুজন লোক পরস্পরের মধ্যে কলহকারী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

১৮১. দ্র. ১২০নং পত্র।

১৮২. এক ধরনের স্বর্ণমুদ্রা, এর প্রথম উদ্ভাবক আশরাফের নামানুসারে ইহা এ নামে অভিহিত। আওরঙ্গজেবের আমলে একটি 'আশরফি' সতেরো টাকার সমমানের ছিল।

১৮৩. দ্র. ১২৬নং পত্র।

১৮৪. উমদাতুল-মুলক খেতাব-প্রাপ্ত, সাদেক খান মির বখ্‌শির পুত্র। তিনি সম্রাট শাজাহানের অধীনে পাঁচ-হাজারী [পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য তাঁর মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আনুমানিক ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি মলোয়ার সুবাদার ছিলেন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আসাদ খানকে আসাদ-উদ্-দৌলা খেতাবসহ প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করা হয়। (দ্র. ১০১নং পত্র)

১৮৫. দুই পাড়বিশিষ্ট শিরোপা, একটি ভারতীয় শব্দ।

১৮৬. একজন চার-হাজারী আমির, যিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে গোলন্দাজবাহিনীর অধিনায়কের পদে চাকরি করেছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি আজমিরের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি শ্রীনগরের জমিদার পৃথিব সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যিনি ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে দারার পুত্র সুলেমান শেকোকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সে বছরই তিনি সুলতানের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পারস্যের শাহ আব্বাসের নিকট রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেরিত হন। তিনি বরনালা, বিজাপুর ও সতারা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে বসন্তগড় অবরোধের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'মির-এ-অতেস' নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি শাহাজাদা আ'যমের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আগ্রার নিকট আ'যম ও মুয়য্যমের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। (দ্র. ১৩৫নং ও ১৪৪নং পত্র)

১৮৭. দশ কিংবা একশত লোকের ওপর আধিপত্যবিস্তারকারী সর্দার। তুর্কী ভাষায় 'মঙ্গ' শব্দের অর্থ দশ কিংবা একশত এবং 'বাশি' শব্দের অর্থ নায়ক কিংবা সর্দার।

১৮৮. দ্র. ১৪৪নং পত্র।

১৮৯. দ্র. ১৬৯নং পত্র।

১৯০. তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। সর্বপ্রথম তিনি গোলকুণ্ডা ও হায়দ্রাবাদের রাজা আবুল হাসানের অধীনে সেনাপতি হিসেবে চাকরিতে রত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের হায়দ্রাবাদ অবরোধের সময় (১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দ) তিনি তাঁর প্রভুর পক্ষ ত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করেন। পরে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে মহব্বত খান উপাধিতে সম্মানিত করেন। সে বছরই তাঁকে বেরারের সুবাদারের পদে নিয়োগ করা হয়। পরে তিনি লাহোরের সুবাদার নিযুক্ত হন। (দ্র. ১৩৬নং পত্র)

১৯১. দ্র. ৯৯নং ও ১২৮নং পত্র।

১৯২. যদিও আওরঙ্গজেব নিজে আড়ম্বর ও জাঁকজমকের খুবই অনুরাগী ছিলেন তথাপি এখানে তাঁকে আমরা পোশাকের সরলতা সম্পর্কে প্রচাররত দেখতে পাচ্ছি।

১৯৩. পান একটি ভারতীয় শব্দ। হিন্দু বা মুসলমানেরা সাধারণত সুপারি ও অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য সহকারে পান চর্বণে খুবই আসক্ত। সাধারণত কেউ যদি কোনো হিন্দুর বাড়িতে যায় তাহলে তাকে পান দেয়া হয়। পান বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

> "পান পাতা সম্ভবত এক ধরনের শাককে বোঝায়, কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিরা এটাকে চমৎকার ফল বলে অভিহিত করে থাকেন।

দিল্লীর আমির খসরু তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, 'ইহা উদ্যানের ফুলের মতো একটি চমৎকার ফল, হিন্দুস্তানের সবচাইতে সুন্দর ফল।' পান খাওয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাস্থ্যের উপযোগী হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। ইহা দাঁতের মাড়ি শক্ত করে, ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত করে এবং পরিতৃপ্তকে করে ক্ষুধার্ত।" ('আইন-ই-আকবরী')

আহারের পর পান গ্রহণ করা হয়; কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এবং কারও কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় আপনাকে পান দেয়া হবে। "পান এমন এক ধরনের পাতা, যা নির্দিষ্ট প্রস্তুতির পর রাজোচিত অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ দেয়া হয় এবং দাঁতের সাহায্যে চর্বণের পর যা শ্বাস-প্রশ্বাসকে সুগন্ধযুক্ত করে এবং ওষ্ঠপুটকে করে রক্তিম।"—বার্নিয়ার।

১৯৪. ব্যঙ্গাত্মক। আওরঙ্গজেব শৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করতেন।

১৯৫. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের বিখ্যাত মহব্বত খানের দ্বিতীয় পুত্র; ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনিও এ উপাধি লাভ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল লোহ্‌রাস্প। তিনি দু'বার কাবুলের সুবাদার ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনীর ওপর তাঁর আধিপত্য ছিল। কাবুল থেকে শাহী দর্শনে আসার পথে তিনি ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই একই নামের আরেকজন লোক ছিল, যাকে জাহান্দর শাহ্ কারারুদ্ধ করেন।

১৯৬. দ্র. ১৬৭নং পত্র।

১৯৭. আমানত খান মিরাকের দ্বিতীয় পুত্র। আওরঙ্গজেব তাঁকে বিজাপুর ও মলোয়ার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি একজন চমৎকার কবি ছিলেন এবং সুন্দরতম স্টাইলে রচিত একটি 'দেওয়ান' (কবিতা সংকলন) রেখে গেছেন। কবি হিসেবে তাঁর নাম ছিল বিক্রমি।

মনে হচ্ছে আওরঙ্গজেব তাঁর প্রবীনতম ও অন্তরঙ্গতম বন্ধুদের মৃত্যুসংবাদ উদাসীনতার সহিত গ্রহণ করতেন।

১৯৮. দ্র. ১০৬নং পত্র।

১৯৯. হিম্মত খানের পুত্র এবং ইসলাম খানের পৌত্র, ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে শাহাজাদা বেদার বখতের সেনাবাহিনীতে 'বখ্‌শি' এবং সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মলেইর-এর দুর্গরক্ষক ছিলেন।

২০০. তিনি ছিলেন একজন 'মির মুন্সী' (প্রধান কেরানী)। (দ্র. ৬২নং পত্র)

২০১. দ্র. ২৮নং পত্র।

২০২. দ্র. ১২০নং পত্র।

২০৩. দাক্ষিণাত্যের একটি শহর। এর পূর্বনাম ছিল ভাগ্যনগর। গোল-

কুণ্ডার মুহম্মদ কুলী কুতুব শাহ ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে এর পত্তন করেন এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ভাগমতীর নামানুসারে এর নামকরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হায়দার এর নাম পরিবর্তন করে হায়দ্রাবাদ রাখেন। প্রাচীন রাজধানী গোলকুণ্ডার পর ইহা গোলকুণ্ডার শাসকদের নতুন রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইহা বর্তমান নিযাম বাহাদুরের রাজধানী। ইহা সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ থেকে স্বতন্ত্র একটি শহর।

২০৪. রাজা তোডরমল নামে পরিচিত, সম্রাট আকবরের বিখ্যাত অর্থমন্ত্রী, অযোধ্যার লহরপুরে জন্ম। তিনিই মোগল সাম্রাজ্যের সমগ্র ভূভাগ জরিপ করেন এবং উক্ত সাম্রাজ্যে একটি নতুন কর ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি লাহোরের খত্রি উপজাতির একজন হিন্দু ছিলেন। আকবরের শাসনকালের ২৭তম বর্ষে তিনি সাম্রাজ্যের 'দেওয়ান' (মন্ত্রী) নিযুক্ত হন। আকবর ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন চার-হাজারী অধিনায়ক। তিনি ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে পরলোকগমন করেন।

আবুল ফযল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না, কিন্তু তাঁর কঠোর সাধুতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ; তিনি তাঁর মেজাজের প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। 'সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রায়ই একগুঁয়েমি এবং গোঁড়ামির অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও, সেনাপতি ও রাজস্বাধ্যক্ষ হিসেবে তোডরমলের খ্যাতি আবুল ফযল ও মানসিংহ সহ আকবরের অধিকাংশ আমিরের কার্যাবলী অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী ছিল। আধুনিককালে তিনি ভারতবর্ষের লোকদের নিকট সবচাইতে অধিক পরিচিত।

২০৫. শেখ মুবারকের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দে আগ্রায় জন্ম। তিনি ছিলেন আকবরের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আকবরের রাজত্বকালের বিখ্যাত কবি ও অনুবাদক ফৈজির ভাই ছিলেন। তিনি 'আইন-ই-আকবরী' (আকবরের বিধি ও নিয়মাবলী—১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দ, যা এই পত্রাবলীতে প্রায়ই উদ্ধৃত হয়েছে) এবং 'আকবরনামা'র লেখক। ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় উদবার নিকট নরসিংহ দেও কর্তৃক নিহত হন। 'তেগ-ই-আজায-ই-নবি আল্লাহু সের-ই-বাগি বুরিদ' (অর্থাৎ আল্লার রসুলের বিস্ময়কর তরবারি বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করে)—এই ফার্সী কবিতা থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ (১৬০২ খ্রীস্টাব্দ) পাওয়া যেতে পারে। কবিতাটি খান-ই-আযম মির্জা কোকাহ কর্তৃক রচিত, যিনি আবুল ফযলের ধর্মীয় মতবাদের জন্য গোঁড়া মুসলমানদের সঙ্গে তাঁকে বিধর্মী বলে বিবেচনা করতেন ; "বান্দা আবুল ফযল" (অর্থাৎ দাস আবুল ফযল)।

শেখ আবুল ফযল-ই-আল্লামি 'কালিলা ও দমনা' নামক আরবী গ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আয়ার দানেশ'। "লেখক হিসেবে আবুল ফযল ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" কবি হিসেবে তাঁর নাম ছিল আল্লামি (শিক্ষিত ব্যক্তি)। তিনি 'মকতুবাদে আল্লামি' নামে পরিচিত পত্রাবলী লেখেন, যা সরকারী পত্র-ব্যবহারের আদর্শ স্বরূপ। তাঁর রচনাশৈলী অনুকরণযোগ্য নয়; কিন্তু 'বাদশাহ্-নামা'র লেখক আবুল হামিদ লাহোরি তাঁর রচনাশৈলী অনুকরণ করেছিলেন। সা'দ আল্লাহ্ খান আল্লামি (দ্র· ১৫নং পত্র) এই হামিদ লাহোরির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। (সাহিত্যে) আবুল ফযল ছিলেন সুপণ্ডিত। ধর্মীয় মতবাদে তিনি ছিলেন উদারপন্থী। আকবর স্বীয় ধর্মীয় মতবাদের জন্য প্রধানত তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট ঋণী ছিলেন। তাঁর যুগে আবুল ফযলের প্রভাব ছিল অপরিমিত। তিনি ছিলেন আড়াই-হাজারী অধিনায়ক।

২০৬. মধ্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ; সংস্কৃত 'ভারড'-এর হিন্দুস্তানী বিকৃতি। হিন্দুস্তানী ভাষার একটা প্রবণতা এই যে সংস্কৃত কিংবা হিন্দীর ব্যক্তি স্থান ও বস্তুর নামের অথবা যে কোনো শব্দের 'ভ'>'ব' এবং 'ড'>'র'-এ পরিবর্তিত হয়; 'ভিক্রম'>'বিক্রম', 'ভসই'>'বসই' (বসিন, বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী একটি শহর), 'ভড'>'বর' (একটি ভারতীয় বৃক্ষ), 'ভডা'>'বরা' (বড় কিংবা প্রাচীন) ইত্যাদি।

২০৭. তিনি ছিলেন সুরাটের সংবাদদাতা। আওরঙ্গজেব তাঁকে বদলি করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সৈয়দ সা'দ আল্লাহ্ দরবেশের অনুরোধে তাঁকে তাঁর নিজের কর্মস্থলেই বহাল রাখা হয়। ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দ। (দ্র. ১২৫নং পত্র)

২০৮. এই পত্রগুলিতে বারবার পুনরুক্ত হচ্ছে যে আওরঙ্গজেব ন্যায়-পরায়ণতার একজন বড় সমর্থক ছিলেন এবং অত্যাচার ও অবিচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। (দ্র· ১৪নং পত্র)

২০৯. পত্রটির এই শেষাংশ 'মা'আসিরি আলমগিরি'-র লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে লেখক সমগ্র পত্রটি বিশেষ করে শেষের অংশ হুবহু উদ্ধৃত করেছেন।

২১০. আসাদ খানের পুত্র।

২১১. এই চরণটিও 'মা'আসিরি আলমগিরি'-র লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

২১২. দ্র· ৪৫নং পত্র।

২১৩. দ্র· ২৬নং ও ৩৪নং পত্র।

২১৪. অর্থাৎ এগুলি আওরঙ্গজেবের কথা। তিনি বলছেন যদি একজন

'দেওয়ান' উপযুক্ত ও খাঁটি না হয়, তাহলে সে একজন শয়তান, কিংবা পশু অথবা একটি প্রাণহীন ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ধারণানুসারে 'দেওয়ান' শব্দটি দু'টি শব্দ সমন্বয়ে গঠিত—'দেও' (একজন শয়তান) এবং 'আন' (কলম এবং দোয়াতদানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত)। এরূপে 'দেওয়ান' যদি উপযুক্ত এবং সৎ না হয়, তাহলে তার দু'টি গুণ থাকে —একটি হলো শয়তানের গুণ, অপরটি হলো লেখকের গুণ। পরন্তু সা'দ আল্লাহ্ খানের ধারণানুসারে দেওয়ানের একটি মাত্র গুণ থাকে, অর্থাৎ লেখকের গুণ। এখানে পরোক্ষভাবে আসাদ খানের বিরুদ্ধেই মন্তব্য করা হয়েছে।

২১৫. দ্র· ৮৭নং পত্র।

২১৬. বাংলার একটি শহর ও জেলা। লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী অযোধ্যায় একই নামধারী আরেকটি শহর এবং জেলা আছে; 'আইন-ই আকবরী'-তে অযোধ্যার এই লস্করপুর কেবলমাত্র লস্কর নামে অভিহিত হয়েছে।

২১৭. সাফ শেকন খানের পুত্র এবং কেয়ামউদ্দিন খানের পৌত্র। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'তন-বখ্শি' (ব্যক্তিগত বখ্শি) নিযুক্ত করা হয়। ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রুহ আল্লাহ্ খান 'বখ্শি' নিযুক্ত হন। (দ্র· ১১৪নং পত্র) মুখলেস খান গদ্য এবং পদ্য রচনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কবিতা উপদেশপূর্ণ। তিনি তাঁর গজলের জন্য পরিচিত। তাঁর একটি গজল 'মা'আসির আলমগিরি'-তে উদ্ধৃত হয়েছে।

গাযি-উদ্দিন খান বাহাদুর ফিরুয জঙ্গ[১]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

১৫৭নং পত্র[২]

(আমার) বিশ্বস্ত খান ফিরুয জঙ্গ, আমি রাজানুগত বন্ধুকে (অর্থাৎ ফিরুয জঙ্গকে, যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন) নিজে দেখতে আসার জন্য ইচ্ছা করেছিলাম ; কিন্তু কোন মুখ নিয়ে এবং কিরূপে আমি তোমাকে দেখার জন্য আসতে পারি ? অতএব আমার নয়নমণিকে (অর্থাৎ আমার প্রিয় খানকে) দেখার জন্য এবং আমার অন্তরের গোপন কথা তোমার নিকট খুলে বলার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে সা'দত খানকে[৩] পাঠালাম। নতুন ফলের মধ্যে কেবল আঙুরই এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীক চিকিৎসকগণ আঙুরকে এই মহান্, বিশ্বস্ত ও শিক্ষিত খানের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ধারণা করছে। কাজেই আমি নিজেই আঙুর খাই না। যদি মহান্ আল্লার ইচ্ছা হয়, তাহলে তোমার আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একত্রে আঙুর খাব। (চরণ) "হে আল্লাহ্ ! আমার এ আকাঙ্ক্ষা (আরোগ্য লাভের) কেমন সুখকর ! তুমি আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর।"

১৫৮নং পত্র (১৭০২ খ্রীস্টাব্দ)

বিশ্বস্ত খান ফিরুয জঙ্গ, তোমার সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্নতাকে সাহায্য করা যায় না। দান এবং ভাতাসহ অনুগৃহীত হওয়ার জন্য তোমার পুত্রকে[৪] আমার মহিমান্বিত দরবারে পাঠিয়ে দাও। তারপর সে আমার অনুগত বন্ধুর (অর্থাৎ তোমার) নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (চরণ) "সাবধান ! তুমি আল্লার রহস্যের সন্ধান না জানলেও হতাশ হয়ো না। (অদৃষ্টের) লীলা এবং কৌশল পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। দুঃখিত হয়ো না।" (অর্থাৎ দুর্বিপাকে পড়ে খানের মতো লোকের হতাশ হওয়া উচিত নয় ; কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পরে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যকে জয় করবে)। (চরণ) "বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কাই দুশ্চিন্তার সহিত হৃদয়কে দগ্ধীভূত করেছিল। যেভাবেই হোক আকাশের প্রতারণার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এ বিচ্ছিন্নতা সহ্য করতে হবে।" (একইরূপে তার সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্নতার জন্য খানকেও সহ্য করতে হবে, যার জন্য তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন)।

১৫৯নং পত্র

বিশ্বস্ত খান ফিরুয জঙ্গ, সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য। আমাদের মধ্যে হৃদয়ের কোনো ব্যবধান নেই (অর্থাৎ বহু দূরে থেকেও আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি)।

(শ্লোক): "যদি তুমি ইয়েমনেও থাক এবং একই সময়ে আমার মধ্যে (অর্থাৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে), তাহলে তুমি আমার নিকটেই আছ। কিন্তু তুমি যদি আমার নিকটেই থাক এবং একই সময়ে আমার বাইরে (অর্থাৎ আমার হৃদয়ের বাইরে), তাহলে তুমি ইয়েমনে আছ বুঝতে হবে।" (অর্থাৎ যদি তুমি আমার কাছ থেকে ইয়েমনের মতো দূরবর্তী স্থানে থাক এবং সেখানেই আমাকে ভালোবাস, তাহলে তুমি আমার কাছেই আছ বলে মনে হবে; কিন্তু তুমি যদি আমার কাছে থেকেও আমাকে ভালো না বাস, তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে ইয়েমনের মতো দূরবর্তী স্থানে আছে বলে মনে হবে)। (একইরূপে আওরঙ্গজেব খানের কাছ থেকে বহু দূরে থাকলেও খানের জন্য তাঁর ভালোবাসার কারণে তিনি নিজেকে খানের নিকটেই আছেন বলে কল্পনা করেছেন) খুব সম্ভব তোমাকে সারাদিনের কার্যাবলীর সংবাদ জানানো হয়েছে, যাতে বাহ্যিক সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। আমি এনায়েতুল্লাহ্ খানকে দেখিনি। তার স্থান এখন শূন্য আছে। (চরণ) "যেখানেই জন্ম হোক না কেন, গোলাপ গোলাপই"।

১. কিলিচ খান সদর-উস্-সদুরের পুত্র (দ্র. ৪৮নং পত্র) এবং দাক্ষিণাত্যের বর্তমান নিযাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত নিযাম-উল-মুলক আসফ ঝার পিতা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শাহাবুদ্দিন। তিনি ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে সমরখন্দ থেকে দিল্লিতে আগমন করেন। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে উদেপুরের রাণীর বিরুদ্ধে বীরোচিত সামরিক কাজের জন্য তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক 'গাযি উদ্দিন' (ধর্মের বীর যোদ্ধা) খেতাবে সম্মানিত হন। কঙ্কনে তাঁর কার্যাবলী এবং রাহিরি দুর্গ অধিকারের জন্য তাঁকে ফিরুয জঙ্গ (যুদ্ধ বিজয়ী) খেতাব দেয়া হয়। তিনি গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। বিজাপুর বিজয়ের পর তাঁকে 'ফরবন্দে আর্জমান্দ' (প্রিয় পুত্র) খেতাব দেয়া হয়। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভাজি গোরপুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যার মস্তক তিনি সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন। জলবায়ুর খারাপ প্রভাবের দরুন তিনি গুরুতররূপে ভুগতে থাকেন এবং তারই ফলস্বরূপ তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উভয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে মলোয়ার অভ্যন্তরে তেমিন্না সিখিয়াকে পরাজিত করেন। তাঁর এই কাজের জন্য তিনি

'সিপাহ সালার' (সেনাবাহিনীর অধিনায়ক) খেতাব লাভ করেন এবং বেরারের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক আহমেদাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং সেখানেই ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। "তাঁর শান্ত মেজাজের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁদের সকলের দ্বারাই তিনি যেমন সম্মান ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি সম্মান ও প্রশংসার সঙ্গেই তিনি পরলোকগমন করেন।" খাফি খান তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি ছিলেন এমন একজন লোক যাঁর জন্ম বিজয়ের মধ্যে এবং এমন একজন কঠোর শৃংখলারক্ষক যিনি সর্বদাই তাঁর শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেছেন।"

২. ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে খানের চোখে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল খুব সম্ভব এ পত্রে সে কথাই উল্লেখিত হয়েছে। (দ্র. ১নং টীকা)

৩. ওরফে মুহম্মদ মুরাদ খানেযাদ খান, দাক্ষিণাত্যের একজন সংবাদদাতা এবং দাক্ষিণাত্যের খান জাহান বাহাদুরের সেনাবাহিনীর 'দেওয়ান'। গোলকুণ্ডার আবুল হাসানের দরবারে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর অসাধুতার জন্য বিরক্ত হন এবং ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর তাঁকে তাঁর খেতাব থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু পরে তাঁকে ক্ষমা করা হয়। তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খানের পুত্র ছিলেন।

৪. চিন কিলিচ খান, ওরফে নিযাম-উল-মুলক আসফ ঝা। (দ্র. ৯৪নং পত্র)

৫. দ্র. ১০১নং পত্র।

যুলফিকার খান বাহাদুর নসরৎ জঙ্গ[১]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

১৬০নং পত্র

বিশ্বস্ত নসরৎ জঙ্গ, এ দেশ (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য) সর্বপ্রথম দিল্লির রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। শক্তিশালী বাহমনি[২] রাজারা দিল্লির আফগান সুলতানদের অধিকার থেকে এই দেশ অন্যায়রূপে অধিকার করে। তাদেরকে ইন্দ্রিয়গত আমোদ-প্রমোদে আসক্ত এবং হীন পার্থিব কাজকর্মে লিপ্ত দেখে আমরা (অর্থাৎ মোগল সম্রাটগণ) তার সুযোগ নিয়ে তাদের সিংহাসন ও চন্দ্রাতপ অধিকার করলাম (অর্থাৎ আমরা আমাদের দিল্লি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলাম)। তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতাদের[৩] কাছ থেকে তাদের কাজের প্রতিফল পেয়েছে, অর্থাৎ বাহমনি রাজারা তাদের প্রভুর (দিল্লির আফগান সুলতানদের) সঙ্গে অন্যায় এবং বিশ্বাসঘাতক আচরণ করেছে; প্রতিদানে তারা নিজেরাও তাদের কর্মচারীদের কাছ থেকে সেরূপ আচরণই লাভ করেছে। শিবা(জি)[৪] এবং অন্যেরাও তাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে।

(শ্লোক): "রাজ্য যখন তোমার হাতে তখন তুমি তার সদ্ব্যবহার কর; কারণ রাজ্য একজনের কাছ থেকে অন্যের কাছে হস্তান্তরিত হয় (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের অধিকার গ্রহণ কর: কারণ ইহা এক শাসকের নিকট থেকে অন্য শাসকের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে)।"

১৬১নং পত্র

একটি উর্বর ভূমি একজন অকৃতজ্ঞ 'কাফির-ই-হরবি'-কে[৫] দেয়া হবে কেন? কোনো সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ব্যতিরেকে যে কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব সে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বেলায় আমরা অমনোযোগী হব কেন। আমরা কি 'সহিহাইন'-এ[৬] ক্রুসেডের (নাস্তিকদের বিরুদ্ধে) পুরস্কার সম্পর্কে পাঠ করিনি? আমরা কি রাজ্যসমূহ জয় করার এবং বিদ্রোহিদেরকে কারারুদ্ধ করার শক্তি লাভ করিনি?

১৬২নং পত্র

খান নসরৎ জঙ্গ, রাও দুলিপ[৭] মুলতিফত খানকে[৮] ছাড়া তার অধীনস্থ অন্যান্য কর্মচারীকে শাহাজাদা আ'যমের নিকট পাঠিয়েছে। তাদেরকে পাঠাবার উদ্দেশ্য হলো, কাজটি খুব কষ্টকর ছিল বলে যদি তা লঘু করা যায় তাহলে

কোনো ক্ষতি নেই—এ মর্মে শাহাজাদাকে অনুরোধ করা। ঠিক আছে। রাওয়ের অধীনস্থ অনেক কর্মচারীই নির্লজ্জ রামার[৯] সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত; তারা বোঝে না যে তারা নিজেদেরকে পরকালের জন্য ধ্বংসের তীরের লক্ষ্যস্থল তৈরী করছে।

(শ্লোক): "গম থেকে গম জন্মে; এবং যব থেকে যব (অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল)। (তোমার) কাজের পুরস্কার সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ো না।"

(শ্লোক): "হে ভোরের হাওয়া অনুগ্রহ করে এ সুন্দর মৃগকে বল যে ইহা পর্বতের ওপর এবং জঙ্গলের মধ্যে আমাদেরকে বিপথগামী করেছে।" পরিণাম নিরাপদ হোক।

১৬৩নং পত্র (১৭০২ খ্রীস্টাব্দ)

আমার বিশ্বস্ত নসরৎ জঙ্গ, (আমাদের) সমস্ত শক্তি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে নিয়োজিত হয়েছে, যা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমরা (দাক্ষিণাত্য বিজয়ের) কাজ সম্পন্ন করেছি।[১০] কিন্তু (দাক্ষিণাত্যের) এ প্রশংসনীয় অভিযানে যে খরচ হয়েছে তা উত্তর ভারতের কোষাগার থেকে নির্বাহ হয়েছে। আমরা এখনও ঋণগ্রস্ত। আমি শুনতে পেয়েছি যে কর্ণাটিকে[১১] প্রচুর এবং পুরনো ধনরত্ন মাটির নিচে লুক্কায়িত এবং প্রোথিত আছে। বিজাপুরের অজ্ঞাতকুলশীল জমিদার[১২] কর্ণাটিক রাজ্য বলপূর্বক অন্যায়রূপে অধিকার করেছে। শিবাজির পৌত্র যেন নারকীয় শিবাজির বাপ (অর্থাৎ পিতামহের চাইতে পৌত্র আরও বেশী জঘন্য)। স্পষ্টতঃই তার রাজ্য (অর্থাৎ কর্ণাটিক) শক্তিশালী নয়। এর রাজস্ব সত্তর কিংবা আশি লক্ষ 'হুন'[১৩] হবে বলে পরলোকগত মাসুদ খান নিরূপণ করেছিল। তুমি এ রাজ্য (কর্ণাটিক) হস্তগত কর না কেন? তোমার নিজের সহকর্মীর, যে অবশ্যই দাউদ খান[১৪] হবে, কাছ থেকে এ রাজ্যের অবস্থা এবং এর অধিকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জেনে নেবে। তুমি এ সম্পর্কে অসাবধান এবং অমনোযোগী কেন?[১৫]

১৬৪নং পত্র

আমার খান নসরৎ জঙ্গ, সরকারী কর্মচারীগণ সৎলোকদের প্রতি মনোযোগী হচ্ছে না; কারণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য এ সৎলোকগুলির কোনো শ্রদ্ধা এবং সম্মান নেই। উৎপীড়কগণ সৎলোকদেরকে (টাকা) দিতে এবং তাদের কাছ থেকে (ইহা) গ্রহণ করতে ভয় করে না (অর্থাৎ অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীগণ সৎলোকদেরকে ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করে এবং

দেরকে পানি দিতে কার্পণ্যের প্রয়োজন হবে না। তাদের বদকার্য আমার আদেশের পরিপন্থী। আমি জানি না শেষ বিচারের দিন আমার ওপর কি শাস্তি আরোপিত হবে এবং প্রজাদের ভাগ্যে কি কষ্ট ঘটবে।[১৬] (চরণ) "শনি-বারের চিন্তা ছেলেদের শুক্রবারের আনন্দকে বিষাদময় করে তোলে।[১৭] আজকের আনন্দে যদি আগামীকালের জন্য উৎকণ্ঠা না থাকে তাহলে সে আনন্দ উপভোগ্য (অর্থাৎ "আজকের অতিরিক্ত আনন্দ পরবর্তী দিনের বিষাদের কারণ হয়")। যাহোক, ক্ষমতাসীন লোকের সর্বদাই সৎলোকদেরকে ভয় করা উচিত এবং প্রতি মুহূর্তেই বলা উচিত "হে আল্লাহ্! আমাকে (পাপ থেকে) রক্ষা কর এবং নিরাপদে রাখ।"

১. আসাদ খানের পুত্র, শায়েস্তা খান ও গোলকুণ্ডার আবুল হাসানের জামাতা, আওরঙ্গজেবের সেনাপতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ ইসমাইল। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি এ'তেকাদ খান খেতাবে সম্মানিত হন এবং শায়েস্তা খানের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রায়-গড় অধিকারের জন্য এবং শম্ভুজির বিধবা পত্নী যাশু বাঈ ও তাঁর পুত্র শিবাজিকে, যিনি পরবর্তীকালে শাহু নামে পরিচিত হন, কারারুদ্ধ করার জন্য ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে যুলফিকার খান খেতাব প্রদান করেন। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি জিঞ্জির বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, কিন্তু প্রধানত সন্তাজি গোরপুরের প্রতিরোধের জন্য তিনি তা অধিকার করতে ব্যর্থ হন এবং ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে সম্রাটের আহ্বানে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য সেখানে প্রেরিত হন এবং ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে জিঞ্জির দুর্গ অধিকারে কৃতকার্য হন। তিনি বলপূর্বক বকিনগড় আক্রমণ করে তা অধিকার করেন। ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে মির বখ্শির পদ দেয়া হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে) তিনি আ'যমের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং শাহাজাদার ভাই মুয়যযমের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেন। আগ্রায় আ'যমকে পরাজিত ও নিহত করার পর মুয়যযম সম্রাট হয়ে তাঁকে ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ বিতরণ করেন। নতুন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক তিনি ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় নিযুক্ত হন এবং আমিরুল-উমরাহ্ খেতাবে সম্মানিত হন। তাকে সমসাম-উদ্দৌলা খেতাবও দেয়া হয়। জাহান্দর শাহের সময়ে তাঁকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করা হয়। জাহান্দর শাহের হত্যার পর তিনি ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ফররুখশিয়র কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হন। (দ্র. ১৬নং পত্র) যুলফিকার খান ছিলেন রাজার সৃষ্টিকারী। এবাদত খান তাঁকে বলেছেন, "সম্রাটদের আসনদাতা, কেবল তাই নয়, তাঁদের সৃষ্টিকর্তাও।" গ্রান্ট

ডাফ তাঁকে বলেছেন, "একজন নীতিহীন উচ্চাভিলাষী লোক" কিন্তু "একজন কর্মঠ সেনানায়ক"।

২. মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন বাহমনি কর্তৃক দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা হওয়ার পূর্বে আলাউদ্দিন একজন ব্রাহ্মণ প্রভুর অধীনে চাকরি করেছেন বলে তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তাঁর রাজ্যের এ নামকরণ করেন। দেড় শতাব্দী পরে, অর্থাৎ ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে এ রাজ্য পাঁচটি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা আহমেদনগর, বেদার, বেরার, গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর, যা পরবর্তীকালে একের পর এক মোগলদের কর্তৃক বিজিত হয়।

৩. ইহা বিভিন্ন বাহমনি রাজাদের মধ্যে পরস্পর আত্মঘাতী সংগ্রাম এবং মোগলদের হাতে তাদের নিজেদের ধ্বংসের কারণের ইঙ্গিত দেয়।

৪. মারাঠা সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা, জিঞ্জি বাঈ-এর গর্ভজাত শাহজির দ্বিতীয় পুত্র; ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি চিতোরের রাণাদের বংশধর এবং ভোশলে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি বিজাপুর রাজ্যের চাকরিতে প্রবেশ করেন। তিনি মহিশুরের হায়দারের ন্যায় একজন লুণ্ঠনকারী হিসেবে তাঁর জীবন আরম্ভ করেন। কর্ণাট অভিযান ছিল শিবাজির জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি তাঁর গেরিলা কৌশলে মোগলদেরকে সাফল্যের সহিত প্রতিহত করেন এবং তাদেরকে হতবুদ্ধি করে তোলেন। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খানকে হত্যা তাঁর চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে শিবাজির অবিরাম সংগ্রাম এবং বিজাপুরের রাজার হাত থেকে অনেক দুর্গ বলপূর্বক অধিকারের কথাই এ পুস্তকে উল্লেখিত হয়েছে। দুর্গ অধিকারের কৌশল সম্পর্কে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। খাফি খান তাঁকে "শয়তানের একজন ধূর্ত পুত্র এবং প্রতারণার জনক" বলেছেন। পুনরায় তিনি তাঁকে "সমস্ত বিদ্রোহীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত" বলে অভিহিত করেছেন। খাফি খান প্রায়ই শিবাজীকে 'হীন বংশোদ্ভূত', 'ভবঘুরে' ইত্যাদি ধরনের খারাপ নামে এবং খেতাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন যে শিবাজি স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে রক্ষা করেছেন এবং কোরানকে তিনি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন। বার্নিয়ার তাঁকে 'মহামতি শিবাজি' বলেছেন, কারণ তিনি তাঁর সুরাট লুণ্ঠনের সময় রেভারেন্ড ফাদার আম্রোজের বাসস্থানকে সম্মান দেখিয়েছেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে 'একজন বিখ্যাত সেনানায়ক' এবং 'একটি পার্বত্য মূষিক' বলে অভিহিত করেছিলেন।

৫. একজন নাস্তিক, যাকে মুসলমানগণ যুদ্ধে ধ্বংস করে দেয়ার উপযুক্ত বলে মনে করে। (বিপরীত) 'কাফির-ই-জুম্মাহ' —যে মুসলমানদের আশ্রয়াধীনে থাকে বলে তাদেরকে কর দেয়। 'কাফির'-এর আভিধানিক অর্থ 'অজ্ঞ'।

৬. মুসলমানদের হাদিস সম্পর্কে ৬টি পুস্তকের মধ্যে ২টি পুস্তক। পুস্তকগুলি প্রামাণিক এবং মুসলমানি সনের দ্বিতীয় শতকে মোসলেম এবং বোখারি কর্তৃক লিখিত হয়েছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'দু'টি অভ্রান্ত (পুস্তক)। মুসলমানদের মধ্যে ইহা সাধারণ বিশ্বাস যে যারা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধে নিহত হয়, তারা বেহেস্তে পুরস্কারস্বরূপ 'হুরি' (পরী) পাবে।

ইহা আওরঙ্গজেবের ধর্মোন্মত্ততার আরেকটি নজির। (দ্র. ১১৪নং পত্র)

আওরঙ্গজেব ধর্মের খাতিরে দাক্ষিণাত্যে তাঁর যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের জন্যই হিন্দুদেরকে উৎপীড়ন করেছেন, নিষ্ঠুরতার জন্য নয়। দারা এবং শম্ভুজির প্রাণদণ্ডকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিলে তিনি যে মোটামুটিভাবে দয়ালু ছিলেন একথা বলা চলে।

৭. ওরফে দলপত রাও বুন্দেলা, সুভকরণ বুন্দেলার পুত্র, যিনি একজন বিখ্যাত হিন্দু সর্দার এবং আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন। রাও দুলিপও ছিলেন একজন হিন্দু সর্দার, যিনি তাঁর পিতার মতো আওরঙ্গজেবের সেনাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জিঞ্জি অবরোধের (১৬৯৪-১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ) সময় উপস্থিত ছিলেন এবং নসরৎ জঙ্গকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে বাকিনগড় অবরোধেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আ'যম এবং মুয়য্যমের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে একটি কামানের গোলাতে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিহত হন। (দ্র. ৯৭নং পত্র)

৮. মুলতিফত খান খওয়াফি। তিনি গোলকুণ্ডা অবরোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, সেখানে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁকে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে মুলাতিফত খান খেতাবে সম্মানিত করা হয়। তিনি গোলকুণ্ডা বিজয়ের তারিখ আবিষ্কার করেন, যা নিম্নরূপ: 'ফতেহ-ই-কিল্লাহ্-ই-গোলকুণ্ডা মুবারকবাদ' (গোলকুণ্ডা বিজয় শুভলক্ষণযুক্ত হোক)। পরবর্তীকালে তাঁকে আমির খান খেতাব দেয়া হয়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মির আবদুল করিম। (দ্র. ১৭৯নং পত্র)

৯. দ্র. ১১৪নং পত্র।

১০. সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা আওরঙ্গজেবের প্রাথমিক এবং ঈপ্সিত পরিকল্পনা ছিল।

সত্য কথা বলতে কি এ দাক্ষিণাত্য বিজয় ছিল আংশিক এবং ক্ষণস্থায়ী; কারণ শিবাজির পুত্র শম্ভুজি বন্দী ও বীভৎসভাবে নিহত হলেও এবং শিবাজির পৌত্র শাহু মোগলদের কর্তৃক দিল্লিতে কারারুদ্ধ হলেও মারাঠাগণ দমিত হয়নি। তারা মোগল সেনাবাহিনীকে ক্রমাগতভাবে হয়রান করেই চলল এবং তাদের শক্তি

ও উৎসাহ ক্ষয় করতে লাগল। হতভাগা আওরঙ্গজেব, যিনি মারাঠাদেরকে দমন করার জন্য বিরাট সেনাবাহিনীসহ দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন, তাঁর রাজধানীতে কখনও ফিরে যেতে পারেননি এবং তাঁর কাজ সম্পন্ন না হতেই তিনি আহমেদ-নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সন্দেহ নেই যে তিনি গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের বাহমনি রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ দু'টি মুসলমান রাজ্য জয় করে একটা মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন; এ রাজ্য দু'টি উদীয়মান মারাঠা শক্তির খুব বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত।

১১. মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একটি প্রদেশ। প্রথমে এর অধিকাংশই বিজাপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে শিবাজির পিতা শাহজির 'জায়গির' ছিল। শিবাজি কর্ণাটিকের অধিকাংশ অধিকার করেন। শিবাজীর পূর্বে ইহা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সরকারের মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং বিজাপুর কর্ণাটিকও হায়দ্রাবাদ কর্ণাটিক নামে অভিহিত হতো। তাঞ্জোর ছিল এর রাজধানী। মোগলেরা মুহম্মদ সিদ্দিকের অধীনে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম কর্ণাটিকে প্রবেশ করেন। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার পতনের পর কর্ণাটিকের অধিকাংশই আওরঙ্গজেব কর্তৃক অধিকৃত হয়।

১২. "'জমিদার' 'জমিন' থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ ভূমি। জমিদার হলেন রাজা বা নবাব কর্তৃক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদত্ত ভূভাগের স্বত্বাধিকারী এবং যিনি চুক্তি মারফত রাজস্ব স্থির করেন, যা তাঁকে এর শান্তিপূর্ণ অধিকার-ভোগের জন্য পরিশোধ করতে হয়। এ ধরনের জমিদার এখন সচরাচর দেখা যায় না; কিন্তু খেতাবটা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইহা ফৌজদারের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত তত্ত্বাবধায়ক কিংবা কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।"

জমিদার করমণ্ডল উপকূলের পলিগারের সমপর্যায়ের ছিল।

১৩. সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এক ধরনের স্বর্ণমুদ্রা।

১৪. দাউদ খান পন্নি; ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে নসরৎ জঙ্গের সহকর্মী এবং কর্ণাটিক বিজাপুরের 'ফৌজদার' নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে হায়দ্রাবাদের সুবাদার কাম বখ্‌শের সহকর্মী নিযুক্ত হন। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি বকিনগড় অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। (দ্র. ১৩৫নং পত্র)

> "এ সেনাবাহিনীতে আধিপত্যের দিক দিয়ে যুলফিকার খানের পরই যার স্থান, তিনি ছিলেন দাউদ খান পন্নি, দাক্ষিণাত্যের একজন খ্যাতিমান কর্মচারী; কিন্তু মদ্যপানে মাত্রাতিরিক্তভাবে আসক্ত ছিলেন।"

১৫. এ পত্র আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতার ওপর আলোকপাত করে।

১৬. দ্র. ৩৫নং এবং ৯০নং পত্র।

১৭. পারস্য দেশে স্কুলের ছেলেরা এখানকার মতো রোববারের পরিবর্তে শুক্রবারদিন তাদের সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে। এ শুক্রবারে তারা পরের দিন শনিবার সম্পর্কে চিন্তা করে, কেন না সেদিন তাদেরকে পুনরায় স্কুলে যেতে হবে। কাজেই পরদিন শনিবারের চিন্তায় তারা শুক্রবারের ছুটির দিনটিকে আনন্দের সহিত উপভোগ করতে পারে না।

দ্বিতীয় বখ্‌শি মির্যা সদরউদ্দিন মুহম্মদ খান সফবির[1] উদ্দেশে লিখিত পত্র

১৬৫নং পত্র

মির্যা বখ্‌শি, এখলাস খেশ-ই-পাঞ্জাবিকে[2] 'দু-সদ-ও-পাঞ্জাহি'[3] পদে উন্নীত করা হয়েছে। তুমি খেতাবের নথিতে একথা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

১৬৬নং পত্র

মির্যা বখ্‌শি, লাজুক সভাসদ মুহম্মদ ইব্রাহিমকে উচ্চ সম্মানে উন্নীত করা হয়েছে অর্থাৎ বেগমের[4] অনুরোধে ছয়-হাজারীর পদ, সাতশত অনুচর, 'মির্যা খানি' খেতাব এবং দু' হাজার টাকা উপহার দেয়া হয়েছে। (আমার) আদেশ মোতাবেক এ অনুগ্রহগুলির সংবাদ জানিয়ে তুমি তার নিকট একটি পত্র লিখবে। যে সৎভাবে ও ধর্মনিষ্ঠার সহিত কাজ করে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করবেন।

১. তিনি 'খান' খেতবে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে রামকরের 'ফৌজদার' নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি খান্দেশের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'মির্যা' খেতাবে সম্মানিত হন। দ্বিতীয় রুহ আল্লাহ্ খানের মৃত্যুর পর তিনি ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বখ্‌শি নিযুক্ত হন। (দ্র. ৯২নং পত্র)

"অতএব তিনি (দেওয়ান) উপদেশ, রায় বা আদেশ প্রচার ব্যতিরেকে কেবল তাঁর প্রভুর ইচ্ছানুসারে কিংবা তাঁর প্রভুর ইচ্ছার ওপর তাঁর যে প্রভাব আছে সেই প্রভাবের দরুন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি এবং রাজস্ব সচিবের পদ তাঁর নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। 'দেওয়ান'-এর অধীনে 'বখ্‌শি' নামে অভিহিত একজন কর্মচারী আছেন, যিনি সেনাবাহিনীর বেতন দেন, এবং সরকারের যাবতীয় খরচপত্রের টাকা দেন। ইহা অবশ্যই একটি মস্তবড় লাভের পদ। 'বখ্‌শি'-র অধীনে একজন 'আমলাদার' আছেন, যিনি যাবতীয় খরচের উপলক্ষগুলির তত্ত্বাবধায়ক ও নির্বাহক।"

২. লাহোরের খাত্রি উপজাতির একজন হিন্দু। তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরি করেন, যিনি তাঁকে এখলাস খান খেতাব দান করেছেন। তিনি

ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ফর্‌রুখশিয়রের শাসনামলে তিনি সাত হাজারী পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি উক্ত সম্রাট (ফর্‌রুখশিয়র) সম্পর্কে ইতিহাস লেখেন এবং এর নামকরণ করেন 'বাদশাহ্‌-নামা'।

৩. আড়াইশত সৈনিকের ওপর আধিপত্যকারী সেনানায়ক।

৪. যেবুন্নেসা, আওরঙ্গজেবের প্রিয় কন্যা। (দ্র. ৭২নং এবং ৭৩নং পত্র)

রাজধানী শাজাহানাবাদের[১] দুর্গরক্ষক ও সুবাদার আ'কেল খান[২]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্র

১৬৭নং পত্র (১৬৬২ খ্রীস্টাব্দ)

আমি সেই পুরনো কর্মচারীর (অর্থাৎ খানের) দরখাস্ত পাঠ করেছি। আপনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছার কথা এবং আপনার পদত্যাগ পত্র পেশ করার কথা প্রকাশ করেছেন। যখন আমি আপনাকে আমার চাকরির অধীনে রক্ষা করেছি, যা ছিল স্বর্গীয় সৌরভ ও অনুগ্রহের বিষয়, তখন আপনি কি ভাবতে পেরেছিলেন যে আপনি এখান থেকে অন্য কোথাও এর চাইতে উত্তম পদ পাবেন? আপনি জেদ করলে আপনার দরখাস্ত অবশ্যই গৃহীত হবে ও (পদত্যাগের জন্য) আপনার অনুরোধ রক্ষিত হবে এবং প্রতিমাসে এক হাজার টাকা হিসেবে বৎসরে বারো হাজার টাকা আপনাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে।

১. সম্রাট শাজাহান কর্তৃক নির্মিত পুরনো দিল্লির নিকটবর্তী নতুন শহর, অতিরিক্ত গরমের জন্য আগ্রা থেকে যেখানে তিনি তাঁর দরবার সরিয়ে নিয়েছিলেন। এরূপে শাজাহানবাদ ছিল সম্রাট শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের নতুন রাজধানী।

২. আ'কেল খান-ই-খাফি, 'ওয়াকেয়াৎ-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাজাহানাবাদের সুবাদার ছিলেন। ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুবাদারি পদে ইস্তফা দেন। 'মা'আসিরি আলমগিরি'-র লেখক বলেছেন যে, তারপর থেকে তাঁকে প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা করে দেয়া হতো, প্রতিমাসে নয়। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'গোসলখানা'র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। পরবর্তী-কালে তিনি লাহোরে প্রেরিত হন। ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহাজাদা মুয়য্যমের চাকরিতে যোগদান করেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বখ্শি নিযুক্ত হন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন সৎপ্রকৃতির লোক। (দ্র. ১৪৮নং পত্র)

হামিদ-উদ্দিন খান বাহাদুর[১]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্র

১৬৮নং পত্র

হামিদের জেনে রাখা উচিত যে কিছুদিন আগে শাহাজাদা আ'যম আমার সম্মুখে এ কথাগুলি বলেছিল : "আমার তিনজন পরম শত্রু আছে —হামিদ-উদ্দিন খান, আমির খান[২] এবং মোনা'য়েম খান[৩]।" আমি জবাব দিলাম "আমির খান একজন সৎপ্রকৃতির লোক; সে কারও শত্রু নয়। মোনা'য়েম খানের প্রকৃতি এ উৎপীড়ক ও অজ্ঞ লোকের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের) নিকট অপরিচিত।" তুমি কি কখনও বিবেচনা করে দেখেছিলে যে তুমি তোমার নিজের অবস্থার প্রতি এবং জুতার সুখতলা ও ঘাড়ের শিরা থেকে অধিকতর নিকটবর্তী যে মৃত্যু (অর্থাৎ মৃত্যু আসে অপ্রত্যাশিতভাবে) তার প্রতি এত উদাসীন কেন? কি দুঃখের কথা! হায়! হায়!

(শ্লোক): "কোনো কোনো সময় আমি আমার হাত, অন্তঃকরণ ও পায়ের পেছনে পড়ে থাকি (অর্থাৎ আমি কখনো কখনো অসহায় হয়ে পড়ি)। হে জীবন! তুমি দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছ। আমার আশঙ্কা হয় যে আমিও তোমার পেছনে পড়ে থাকব (অর্থাৎ আমারও শীঘ্রই মৃত্যু হবে)।" যদি তুমি শাহাজাদার কথা ঠিক বলে মনে কর তাহলে আমি শাহাজাদা আ'যমের নিকট তোমার জন্য সুপারিশ করব। যদি তোমরা পরস্পর কলহে লিপ্ত থাক তাহলে আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবো, যাতে এই মরণশীল জীবের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) অধীনে চাকরি করার বেলায় অসৎ হতে না পারো। তুমি যা মনে কর তা-ই আমাকে লিখে জানাও কিংবা সে সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করাও।

১. তিনি সতারা (১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে), পরনালা (১৭০০ খ্রীস্টাব্দ), খেলনা (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ) এবং টোর্ণা (১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ)-এর বিভিন্ন অবরোধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একদা আওরঙ্গজেব কাম বখ্শের কুসঙ্গী হদ্দুকে শাহাজাদার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন। খান শাহাজাদা কর্তৃক আহত হন, কিন্তু পরিশেষে ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি হদ্দুকে কারারুদ্ধ করতে এবং এভাবে শাহাজাদার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সফলকাম হন। (দ্র. ১২৬নং পত্র) আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য

ভাগ করে দেয়ার জন্য তাঁর শেষ উইল এই খান-এর নিকটই বিশ্বাস করে দিয়ে যান। এই উইলে আওরঙ্গজেব বলেছেন, "প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত হামিদ-উদ্দিন খান যেন আমার মৃতদেহ শাহ যেন-উদ্-দিনের সমাধিভূমিতে নিয়ে যায় এবং দরবেশের সমাধিস্তম্ভের অনুকরণে যেন আমার মৃতদেহের ওপর সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করে।" (দ্র. ১৩২নং পত্র)

২. দ্র. ১৭নং পত্র।

৩. দ্র. ৭নং পত্র।

এনায়েতুল্লাহ্ খান[১]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

১৬৯নং পত্র[২]

গতকল্য আবু ওয়াফা[৩] যখন উপস্থিত ছিল, তখন একজন সাদাসিধে দরবেশ এসে তাঁর পরিবারের জন্য কিছু সাহায্য চাইলেন। আমি বললাম, "(পার্থিব) আকাঙ্ক্ষাসমূহ দরবেশের কি কাজে লাগতে পারে? তাঁকে এ পৃথিবীর বাসনাকামনা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং তাঁর কাছে পার্থিব বস্তু বলতে কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ তাঁকে পার্থিব বস্তুর ব্যাপারে দরিদ্র হতে হবে)"। লোকেরা 'দরবেশ' 'দরবেশ'[৪] বলে চীৎকার করে; কিন্তু তারা জানে না যে প্রকৃত দরবেশ কে এবং তাঁর কাজই বা কি। (চরণ) "পৃথিবীটা হলো কল্পনার দর্পণ এবং এর মানুষগুলি হলো এ দর্পণের পূজারী। মানুষ রিপুর অনুসারী হয় এবং বলে 'ইহা আল্লার জন্য'।" হে আল্লাহ্! আমাদেরকে অসাবধানতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত কর। আমিন! আমিন! আমিন!

১৭০নং পত্র

হেদায়েত কেশ[৫] এবং এখলাস আন্দেশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বলে অতিমাত্রায় দম্ভোক্তি করে থাকে। (কিন্তু) তাদের দম্ভোক্তি নিরর্থক। প্রথম জন আমার সম্মুখেই দম্ভোক্তি করে, অপর পক্ষে শেষোক্ত জন শাহাজাদা আয'মের সম্মুখে খারাপ মেজাজ দেখায়। তুমি তাদেরকে (এ ধরনের আচরণ না করার জন্য) বুঝিয়ে বলবে। (চরণ) "হে নখশবি[৬]! উঠ এবং সময়ের সদ্ব্যবহার কর! নতুবা তুমি এ বিশ্বের জন্য উপহাসের পাত্র হবে (অর্থাৎ তুমি এই পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে যাবে)। বিশ্বের জ্ঞানী লোকেরা বলেন, 'সময়ের সদ্ব্যবহারের মধ্যেই বিজ্ঞতা নিহিত'।" আল্লাহ্ তোমাকে কান দিয়ে শোনার এবং চোখ দিয়ে দেখার শক্তিদান করুন। বিচক্ষণ ও পুণ্যবান লোকদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। শাহাজাদার প্রতি এ দু'জন অকৃতজ্ঞ দুরাত্মার আচরণের বিস্তারিত বিবরণ তুমি হয়ত শুনতে পেয়েছ। কি করা যায়? কারও কাজের কোনো প্রতিকার নেই। এ অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাদের অনুরোধক্রমে আমি আদেশ দিয়েছিলাম। (কিন্তু এখন) তাদেরকে কারারুদ্ধ করার জন্য ফরমান জারি করেছি। এ কথা জানা ছিল না যে এই অধার্মিক লোকগুলি শাহাজাদার নিকট মিথ্যা ভাষণ দেয়ার মতো এবং এই শুভলক্ষণযুক্ত মানুষটির (অর্থাৎ

আওরঙ্গজেবের নিজের) প্রতি অসত্য বিষয় আরোপ করার মতো ধৃষ্টতার পরিচয় দেবে। বহুৎ আচ্ছা। বন্ধু এবং বন্ধুত্বকে অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে। যদি মহান্ আল্লার মর্জি হয় তাহলে আমি তাদের ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

(আমার) আদেশ মোতাবেক তুমি শাহাজাদা আ'যমের নিকট একটি পত্র লিখে ইয়ার আলি বেগের[৭] সঙ্গে শীঘ্রই পত্রখানা তার নিকট পাঠিয়ে দেবে। "সর্বাপেক্ষা নির্বোধ আফযলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবার উদ্দেশ্যে আপনি চাকলাকোরার অত্যাচারী হাসান বেগকে বরখাস্ত করেননি। এতদঞ্চলের অধিবাসীরা অবিরত ক্ষোভ প্রকাশ করছে, মাটিতে তাদের মাথা খুঁড়ে মরছে (অর্থাৎ বিলাপ করছে) এবং বলছে, (চরণ) "যদি আপনি আমাদের বিচার না করেন, তাহলে আমাদের বিচারের জন্য মহাবিচারের দিন রয়েছে।" সর্বশেষ প্রতিকার হলো কলঙ্ক লেপন, অর্থাৎ এই চাকলা আপনার 'জায়গির' থেকে বিযুক্ত হবে এবং তার জন্য আপনি কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না[৮]। পৃথিবীটা কঠিন এবং আকাশ বহু দূরে অবস্থিত। বিশ্বাস-ভাজন প্রতিনিধি (কিংবা অছি) ভূস্বামী এবং প্রজাদের সম্মুখে সচিবের (কিংবা মন্ত্রীর) নিকট বলেছিল, 'সচিব হওয়াটা সোজা কিন্তু একজন অছি হওয়া কঠিন'। কোনো কোনো জেলায় আপনার সেনাবাহিনী জনসাধারণকে উৎপীড়ণ করে টাকা আদায় করছে। আপনার উচিত ধর্মভীরু এবং সৎলোকদেরকে বাছাই করে, সতর্কতার সহিত তাদের চরিত্রের খোঁজ নিয়ে তারপর তাদেরকে (বর্তমান যে সমস্ত পদ উৎপীড়কগণ অধিকার করে আছে সেসব পদে) নিয়োগ করা, যাতে আপনি এবং আমি দু'জনেই মহাবিচারের দিনে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। কোনো মন্ত্রীর আত্মীয় ও ভাইকে কর্মচারী এবং কোনো 'ফৌজদার'-এর বা অছির পুত্রকে সংবাদদাতা পদে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়।"

১৭১নং পত্র

শাহাজাদা মুহম্মদ কাম বখশের[৯] নিকট যে চিঠিখানা পাঠানো হবে তাতে (নিম্নলিখিত) চতুষ্পদী শ্লোকটি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দেয়ার জন্য তুমি যরিন রকাম[১০] হেদায়েতুল্লাহুকে[১১] বলবে।

(চতুষ্পদী শ্লোক) : "আমার নিজের হাত দু'টি দিয়ে কি আমার নিজের সংগৃহীত শস্যে আগুন ধরিয়েছি ? আমার শত্রুদের সম্পর্কে আমি অভিযোগ করব কেন ? কেউ আমার শত্রু নয়। আমি স্বয়ং আমার নিজের শত্রু। ধিক আমার জীবনের প্রতি, ধিক আমার হাতের প্রতি এবং ধিক আমার নিয়াজের [illegible] প্রতি।"

১৭২নং পত্র

মির জালাল-উদ্দিন[১২], যে শাহাজাদা আ'যমের কাজে ইস্তফা দিয়েছে, স্পষ্টতঃই আমার প্রাক্তন বখ্‌শি হিম্মৎ খানের ভ্রাতুষ্পুত্র। মির একজন সম্ভ্রান্ত বংশজাত সৈয়দ এবং সুস্থ মেজাজের অধিকারী। তুমি তার ইস্তফা দানের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখবে।

১৭৩নং পত্র

মু'আতেমাদ খানের[১৩] পত্রটি কোনো দৈবাদেশ নয় যে বলপ্রয়োগের দ্বারা তদনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং সে আদেশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। যাহোক, সে যখন নিজেই বিরক্ত হয়ে ইস্তফা দিয়েছে, তখন তুমি তাকে আকবরাবাদে এসে সেখানকার 'দেওয়ানি'-র ভার গ্রহণ করার জন্য লিখবে।

১৭৪নং পত্র

আসাদ খান এবং তার পুত্র আমার নিকট লিখেছেন, "শাহাজাদা (অর্থাৎ কাম বখ্‌শ) বিধর্মী রামার সাহায্যে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত এবং দুর্গে (অর্থাৎ জিঞ্জিতে)[১৪] প্রবেশ করার মতলব আঁটছেন। কিন্তু শাহী সেনাবাহিনীর সাবধানতার জন্য অভিশপ্ত রমা দুর্গের বাইরে এসে শাহাজাদাকে দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারছে না। দুর্গ অধিকারে বিলম্ব হওয়ার কারণ হলো এই।" (আমার) আদেশ মোতাবেক তুমি তাঁদেরকে শাহাজাদার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য এবং দুর্গ অধিকারের জন্য লিখবে। তুমি একটি কড়া চিঠি লিখবে এবং সে চিঠি পাঠাবার দায়িত্বভার ইয়ার আলি বেগকে[১৫] দেবে। সে-ই চিঠিখানা তাঁদের নিকট দ্রুতগতিতে পাঠিয়ে দেবে। শাহাজাদাকে শত্রুর (অর্থাৎ রামার) সঙ্গে যোগদান করতে এবং মৃত শাহাজাদার[১৬] মতো আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে দেয়া হবে না। (চরণ) "বালকেরা যে দেশের শাসক, সে দেশে একশত বৎসরের চাকরির যোগ্যতা তাদের নিকট খেলার জিনিস বলে মনে হয় (অর্থাৎ বালকেরা দেশের শাসক হলে তারা দীর্ঘদিনের চাকরির কোনো মূল্য দেয় না এবং এভাবে রাজার পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনায়ন করে)।"

ভারতবর্ষের অপরিমিত ধনরত্ন সম্পর্কে অবগত হয়ে শরিফে মক্কা[১৭] নিজের জন্য সে সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে (আমার কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য) আমার নিকট প্রতি বৎসরই একজন দূত পাঠান। (দূতের মারফতে শরিফের নিকট) আমি যে পরিমাণ টাকা পাঠাই তা কেবল দরিদ্র লোকেদের জন্য। এ টাকা কি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, না শরিফ কর্তৃক অপচয় হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে শুভলক্ষণযুক্ত

সুরাট[১৮] বন্দরের শ্রেষ্ঠ ও ধনাঢ্য বণিকদের নিকট এ কথা লিখে দাও যে এ টাকার পরিমাণ তাঁদের মাধ্যমে দু'টি পবিত্র ও শুভলক্ষণযুক্ত শহরের (অর্থাৎ মক্কা ও মদিনার) দরিদ্র লোকদের নিকট পাঠানো হবে, যদি তাঁরা এর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। যা-ই ঘটুক না কেন, সরকার ধর্মীয় কারণে যে দান-খয়রাত করে থাকে, তা জনসাধারণকে অবহিত করা উচিত নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো পয়গম্বরদের পবিত্র আত্মা, মহিমান্বিত ও মহান্ আল্লাহ্ এবং তাঁর বন্ধুকে (অর্থাৎ হযরত মুহম্মদকে) সন্তুষ্ট করা। তাঁর (অর্থাৎ মুহম্মদের) ওপর এবং তাঁর পরিবারের ওপর আল্লার সদিচ্ছা ও শান্তি বর্ষিত হোক। যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে ইহা (অর্থাৎ টাকা) এ দেশের (অর্থাৎ ভারতবর্ষের) দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে না কেন? কারণ পবিত্র আল্লার প্রকাশ সর্বত্রই প্রতিফলিত (অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বত্র বিদ্যমান)। আমরা আমাদের গলার শিরা থেকেও আল্লার অধিকতর নিকটবর্তী।[১৯]

১. আওরঙ্গজেবের কন্যা যেবুন্নেসা বেগমের গৃহশিক্ষয়িত্রী হাফেজা মরিয়মের পুত্র। তাঁর মায়ের প্রভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে আড়াই হাজারী পদে উন্নীত হন (দ্র. ৫৬নং পত্র) তিনি বেরিলির 'ফৌজদার' এবং তারপর আজমিরের কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হয়। ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহাজাদা বেদার বখ্তের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে আওরঙ্গজেবের একান্ত সচিব করা হয়। খাফি খান তাঁকে 'মন্ত্রিদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট' বলে অভিহিত করেছেন। 'মা'আসির আলমগিরি'-র লেখক তাঁর সচিব ছিলেন। তিনি তাঁর প্রভুকে 'দস্তুর' (মন্ত্রী) এবং আওরঙ্গজেবের বিশেষ শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। এনায়েতুল্লাহ্ খান 'আহ্কাম-ই-আলমগিরি'-র লেখক এবং এখানে অনূদিত 'কালেমাতে তাইয়্যেবাত' বা আওরঙ্গজেবের পত্রাবলীর ('রুকআতে আলমগিরির') সংকলক ছিলেন। (দ্র. ভূমিকা) তিনি ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। (দ্র. ৭১নং, ১১৬নং ও ১৮১নং পত্র)

২. দ্র. ৯২নং ও ১০৭নং পত্র।

৩ দ্র. ১০৬নং পত্র।

৪. বার্নিয়ার 'ফকিরদের' বিশেষ করে 'যোগী' নামে অভিহিত হিন্দু ফকিরদের খুবই চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের বিচিত্র ধরনের ভয়াবহ পেশার বর্ণনা করেছেন।

৫. শেখ হেদায়েত খেশ, একজন সংবাদদাতা। ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপার তাঁকে জানানো হতো। তিনি বিজাপুর বিজয় সম্পর্কিত এ কবিতাটি আবিষ্কার করেন: "সাদ-ই-সিকান্দর গেরফ্ত"

(আলেকজাণ্ডারের প্রাচীর বিজিত হয়েছিল)। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ। বাকিনগড় বিজয়ের পর ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে হাদি খান খেতাব দেয়া হয়। তাঁর হিন্দু নাম ছিল ভোলানাথ এবং তিনি ছতরমলের পুত্র ছিলেন। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

৬. একজন ফার্সী কবির ছদ্মনাম।

৭. দ্র. ১১৭নং পত্র।

৮. দ্র. ১৪নং পত্র।

৯. দ্র. ৭৩নং পত্র।

১০. আভিধানিক অর্থ 'যে লোক সোনালী হস্তাক্ষর লেখেন'। ইহা হেদায়েতুল্লার খেতাব ছিল।

১১. আহমেদাবাদের শুজা'ত খানের একজন শিষ্যের বখ্শি।

১২. দ্র. ৬৬নং পত্র।

১৩. দ্র. ৩২নং পত্র।

১৪. দ্র. ১১৪নং পত্র।

১৫. দ্র. ১৭০ নং পত্র।

১৬. মুহম্মদ সুলতান বাহাদুর। (দ্র. ৯১নং পত্র) অথবা সম্ভবত আওরঙ্গজেব তাঁর অপর বিদ্রোহী পুত্র আকবরের কথা চিন্তা করছিলেন, যিনি সে সময় পারস্যে অবস্থান করছিলেন এবং তখন যার মৃত্যু হয়েছে বলে সম্রাট মনে করেছিলেন। (দ্র. ৯৫নং পত্র)

১৭. হযরত মুহম্মদের জন্মস্থান মক্কা শহরের একজন ধর্মীয় নেতা, হজ যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য যিনি নিযুক্ত ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগে ভারতবর্ষ ছিল খুবই ঐশ্বর্যশালিনী। কিন্তু এখন ইহা একটি দরিদ্র দেশ।

১৮. গুজরাটের একটি সুপরিচিত শহর ও বন্দর; মোগলদের সময়ে মুসলমান হজযাত্রীগণ মক্কা যাওয়ার জন্য এ বন্দর থেকে জাহাজে চড়ত (এখন যেমন তারা বোম্বাই থেকে চড়ে)। (দ্র. ১২৫নং পত্র) সুরাট নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ বলেন যে 'সুরজ' কিংবা 'সুর্তা' নাম্নী একজন ধনবতী মহিলার নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে। ইহা 'তীর্থ যাত্রার দ্বার', কিংবা 'বাব-উল-মক্কা' নামে পরিচিত ছিল।

১৯. এ পত্রের শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত ধার্মিক লোক ছিলেন। (দ্র. ১০৪নং ও ১৩০নং পত্র)

আসাদ খান[১]-এর উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

১৭৫নং পত্র

দরখাস্তে যেরূপ সম্মানের সহিত সম্বোধন করা হয়, সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মুহম্মদ মুয়ায্যমের নিকট ঠিক সেরূপ সম্মানের সহিত লিখবেন, শুধু তাই নয় সেভাবে সম্বোধন করে লিখবেন যে শেখ করিমুল্লাহ্ জালালাবাদের[২] ফৌজদারগিরির পদ সুচারুরূপে নির্বাহ করছে। তার পিতা একজন সৈনিক এবং একজন বেসামরিক কর্মচারীও ছিল। আমি তার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নই।

আমি বাইরে থেকে শুনতে পেয়েছি যে 'সুবাদার'-এর প্রতিনিধি, যে কাশ্মির[৩] প্রদেশের একজন ভূস্বামী, একটি 'জায়গির'-এর রাজস্বঘটিত মামলা সম্পর্কে অনেকদিন যাবৎ 'দেওয়ানি' আদালতে আসে, যে রাজস্ব একজন কাশ্মিরি কর্মচারীর কাছ থেকে সুবাদার পেতে চায়। আদালতের বিচারক বিধর্মী কাশ্মিরি কর্মচারীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দরুন 'সুবাদার'-এর নিকট ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব দেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করছে না। এ ব্যাপারে যদি অজ্ঞ লোকেরা তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার অজুহাত দেখায় তাহলে তা অনুমোদনযোগ্য হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন। কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরা কেন অজুহাত দেখাবে? আমি উচ্চকণ্ঠে অনেকবার বলেছি এবং পুনরায় বলছি 'ন্যায্য অধিকারীকে তার পাওনা দেয়ার এবং অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের ব্যাপারে আমি আমার কোনো পুত্রের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব দেখাই না; তাহলে কিভাবে আমি অন্যদের প্রতি পক্ষপাতী হতে পারি[৪]?"

আমিরকে যে সোনালী শিরোপা উপহার দেয়া হয়েছে, কেবল শুভ রবিবারেই[৫] সে শিরোপা পরে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে আরেকটি শিরোপা তৈরী করতে পারবে না।

১৭৬নং পত্র

আপনি আমার প্রিয়পুত্র বাহাদুরের নিকট লিখবেন, ইহলোক গত হয়েছে, পরলোক নিকটে এসে গেছে (অর্থাৎ পৃথিবী অচিরেই ধ্বংস হবে এবং মহাবিচারের দিন নিকটবর্তী)। (আমার মৃত্যুর পরে) স্মৃতিস্বরূপ যে সমস্ত জিনিস আমাদের পেছনে পড়ে থাকবে এবং যেগুলি (পরলোকে) আমাদের কাজে লাগাবে, সেগুলি হলো সৎ এবং দান-সম্বন্ধীয় কার্যাবলী[৬]। আপনার জেনে

রাখা উচিত যে আপনাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে ; কাজেই (আপনার বর্তমান জীবনের সদ্ব্যবহারের দ্বারা) আপনি দান-খয়রাতের কাজ করুন। সে লোকই বিজ্ঞ, যে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী বর্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার করে, যত শীঘ্র সম্ভব সৎ ও ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীত বলে গণ্য করে (অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার করে এবং কোনো সুযোগ নষ্ট করে না)। (চরণ) 'হে সা'দী[৭] ! তুমি রোজই প্রতিটি লোককে উপদেশ দাও, অথচ তুমি নিজে সে অনুসারে কাজ কর না (অর্থাৎ হোমার নয়,) আমরা যারা কল্পনা করি তারাই মস্তক সঞ্চালন করি)।

১৭৭নং পত্র[৮]

আমি আমার বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারীকে (অর্থাৎ আসাদ খানকে শাহাজাদা বাহাদুরের গৃহে[৯] পাঠালাম। পিতা (অর্থাৎ আসাদ খান) এবং পুত্রকে (অর্থাৎ যুলফিকার খানকে) সতর্ক করে আমি শাহাজাদার সম্মান বৃদ্ধি করলাম। স্পষ্টতঃই সে অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হয়ে পড়েছে এবং তার (রাজকীয়) মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। তার পক্ষে উপযুক্ত হবে তার নিজের দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করা, নসরৎ জঙ্গের[১০] গৃহে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা[১১] এবং তার নিজেকে তার পিতার অধীনস্থ বলে মনে করা। 'কানেহ্ কাচ্চা'-র[১২] আস্বাদ ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। (চরণ) "পৌরুষ কাকে বলে তা কি তুমি জানো ? সাহসী লোক তাকেই বলে যে তার শত্রুদেরকে সহ্য করে এবং তার বন্ধুদের সহিত সংসর্গ করে।"

১৭৮নং পত্র

আপনি শাহাজাদা আ'যমের নিকট একটি দরখাস্ত করবেন। শাহাজাদা আ'তেবার খানের[১৩] অন্যায় কাজের পক্ষ সমর্থন করেছে। শাহাজাদাকে ধৈর্যধারণ করার জন্য সৈয়দ সা'দ আল্লাহ্ দরবেশ[১৪] তাকে লিখেছেন। আপনি শাহাজাদার নিকট আবদুল বেদিল-[১৫] এর গাওয়া (নিম্নের) চমৎকার ও মনো-মুগ্ধকর অর্ধ-শ্লোক দুটি লিখে পাঠাবেন, যা ঘটনার বেলায় প্রযোজ্য : (চরণ) "উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাসকে ভয় কর ; কারণ তাদের প্রার্থনার সময় আল্লার দরবার থেকে স্বীকৃতি আসে সেগুলি গ্রহণ করার জন্য (অর্থাৎ উৎ-পীড়িতদের দীর্ঘশ্বাস আল্লাহ্ শোনেন এবং তার প্রতিকার করেন)।"

১. দ্র. ৯২নং পত্র।

২. ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের একটি শহর ; আফগানিস্তানে অবস্থিত এই একই নামের আরেকটি শহর আছে, যা এটা থেকে স্বতন্ত্র।

৩. 'ভারতবাসীদের ভূস্বর্গ'।

"কাশ্মিরের প্রাচীন রাজাদের ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে যে পূর্বকালে এ দেশ ছিল একটি বৃহৎ হ্রদ এবং কছেব নামে কোনো এক পীর কিংবা বয়স্ক সাধুপুরুষ একটি পানি নিষ্কাশনের পথ তৈরী করেন, যিনি অলৌকিকভাবে বারমুলা পর্বত কেটে দেন।...যা হোক, কাশ্মির এখন আর হ্রদ নয়, বহু সংখ্যক বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিপূর্ণ একটি সুন্দর দেশ। উর্বর এবং উন্নতভাবে কর্ষিত উদ্যান সমগ্র রাজ্যটির শোভা বৃদ্ধি করেছে। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ও চমৎকার দেহসৌষ্ঠবের জন্য কাশ্মিরের লোকেরা সুবিদিত।...বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা খুবই সুন্দরী।...কিন্তু এই কথা আমার নিঃসন্দেহে মনে হয়েছে যে ইউরোপের যে কোনো অঞ্চলের মতো কাশ্মিরেও সুন্দর মুখ রয়েছে।"—বার্নিয়ার

বার্নিয়ার এ দেশ দেখে খুব বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন, যাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রণয়িনী' বলে। কাশ্মিরের গোলাপ এবং এর নির্যাস অর্থাৎ 'আতর' প্রাচ্যদেশে সুপরিচিত। কাশ্মির শালের জন্য বিখ্যাত। এর রোমাণ্টিক সৌন্দর্যরাশি, ভূমির উর্বরতা এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার জন্য এ দেশ প্রসিদ্ধ। আকবর কাশ্মির জয় করেন এবং জাহাঙ্গীর গ্রীষ্মকাল যাপনের জন্য এখানে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন। বর্তমানে কাশ্মির দেশীয় শাসকের অধীন।

৪. এ পত্রগুলির সর্বত্র আমরা বারবার দেখেছি যে আওরঙ্গজেব তাঁর প্রজাদের প্রতি উপযুক্ত ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে এবং তাদের এলাকা থেকে অত্যাচারীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। (দ্র. ১৩২নং পত্র)

৫. এখানে মনে হচ্ছে আওরঙ্গজেব রবিবারকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করার ব্যাপারে আকবরের ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করেছিলেন। রবিবারকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করার রীতি সম্রাট আকবর খ্রীস্টানদের নিকট থেকে আমদানি করেছিলেন।

৬. দ্র. ৭৮নং পত্র।

৭. একজন শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি, 'গুলিস্তাঁ' ও 'বস্তাঁ'-র লেখক। (দ্র. ১৫৫নং পত্র) অন্যান্য বহু পত্রের মতো এখানেও আওরঙ্গজেবকে একজন শ্রেষ্ঠ নীতিবিদ বলে মনে হয়।

৮. এ পত্রখানা আগের পত্রটির বাড়তি অংশ। পত্রটি সুস্পষ্ট নয়, ভাবগুলি কিয়ৎপরিমাণে এলোমেলো।

৯. 'গৃহ' শব্দটির জন্য মূলগ্রন্থে 'দায়রা' অথবা 'দহেরান' ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি ভারতীয়, যার অর্থ 'তাঁবু' অথবা 'দেবমন্দির'।

১০. অর্থাৎ যুলফিকার খান, আসাদ খান পুত্র। (দ্র. ১৬০নং পত্র)

১১. শাহাজাদা কেন একজন কর্মচারীর নিকট দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করবেন, তা আশ্চর্যের ব্যাপার। সম্ভবত তিনি কর্মচারীর কোনো ক্ষতি করেছিলেন যার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে বলেছেন।

১২. এক ধরনের কাঁচা অথবা অপক্ক খাদ্য। হিন্দুস্তানী 'কানা' কিংবা 'খানা'-র অর্থ খাদ্য এবং 'কাচ্চা'-র অর্থ অপক্ক ('পাক্কা'-র বিপরীত)। কাশ্মিরি কথ্য ভাষায় ইহা এক ধরনের শাকসব্জি বোঝায়।

১৩. তিনি ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরাবাদের দুর্গরক্ষক ছিলেন।

১৪. দ্র. ১২৫নং পত্র।

১৫. দ্র. ৯৮নং পত্র।

আবদুল কাশেম খানের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

[এই খান 'মুলাতিফত খান' খেতাব দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (দ্র. ১৬২নং পত্র) আমির খানের মৃত্যুর পর তিনি 'আমির খান' খেতাব লাভ করেন। তিনি সম্রাটের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) দেহরক্ষীদের প্রধান ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের পবিত্রতম গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সম্রাটের সম্মুখে সময় ও ঘটনার উপযোগী চমৎকার মন্তব্য করতেন।]

১৭৯নং পত্র

তুমি মুহম্মদ আ'যম শাহের নিকট লিখবে "আমি (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব) তোমার সততা ও বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হয়েছি। বেচারী যাহেদা বানু আর কতকাল দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকবে? তোমার এবং আমার ওপর তার দাবি আছে। এ দাবি থেকে তাকে বঞ্চিত করলে তা আল্লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। তুমি কি জানো না ক্ষমাশীল সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন উদারতা অগণিত পাপী ও দুষ্কর্মকারী মানুষকে কি পরিমাণে ক্ষমা করে? আল্লার এবং আমার খাতিরে তোমার অন্তঃকরণ থেকে পুরনো প্রতিশোধ (স্পৃহা) এবং পূর্বেকার ঝগড়ার স্মৃতি দূর করে দাও। এ বৃদ্ধা মহিলার প্রতি অনুগ্রহ দেখানো তোমার উচিত, তোমাকে ছাড়া যার আপন বলতে আর কেউ নেই। তার পৌত্রগণ (বিশেষ করে বধূ) তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি হিসেবে দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদেরকে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে; কাজেই আমরা প্রতিটি লোককে অবশ্য সহ্য করব। (চরণ) "বল সে ব্যক্তি কে, যে এই পৃথিবীতে কোনো পাপ করেনি (অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি লোকই পাপ করে)।" সেই দুর্লভ কথাগুলি আমার মনে পড়ে, যা মিয়াঁ আবদুল লতিফ[1] —তাঁর পবিত্র সমাধি পাপমুক্ত হোক —বলেছিলেন 'অধার্মিক লোককে নৈতিক সমর্থন দেয়া আর ন্যায্য দাবিদারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নিকৃষ্টতম পাপের কাজ'। প্রকৃত সম্পত্তির সৃষ্টিকর্তা (অর্থাৎ আল্লাহ্) পাপপূর্ণ এ পাপীর (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) জিহ্বায় ক্ষমতা দিয়েছেন। এর চাইতে অধিক আর কি লেখা যেতে পারে[2]?"

১৮০নং পত্র

(আমার) আদেশ মোতাবেক যখনই সরফরায খান আবদুল লতিফ খান[3] 'সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' এবং 'রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর মূলকেন্দ্র'-কে[4] অভিবাদন

করতে আসে, অভিবাদনের পর হাত তুলে সে যেন খানকে অনুসরণ করে, যখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। যদি খান একটি 'পাল্কী'-তে[৫] আরোহণ করেন, তাহলে খানকে অভিবাদন করার পর সরকরাযের অন্যান্য শিষ্টাচার পালন করার প্রয়োজন নেই। যদি খান হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন, তাহলে সে তাঁর অনুসরণ করবে। খান যদি কথা বলেন, তাহলে সে তার জবাব দেবে; নতুবা সে কোনো কথা বলতে পারবে না। রাকানুদ্দ এবং অন্যান্য পাঁচ-হাজারী মনসবদার অশ্ব থেকে মাটিতে অবতরণ করে খানকে অভিবাদন করবে। আসাদ খান রাকানুদ্দকে এক খিলি পান দেবেন এবং অন্যান্য পাঁচ-হাজারী মনসবদারের প্রতি বিদায়কালীন সম্ভাষণ বাক্য উচ্চারণ করবেন।

১. দ্র. ২২নং পত্র।

২. দ্র. ২৪নং পত্র।

৩. তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রধান সহিস নিযুক্ত হন। তাঁকে দখনি বলা হতো।

৪. অর্থাৎ আসাদ খান। (দ্র. ৯২নং পত্র)

৫. ইংরেজি palanquin অর্থে একটি ভারতীয় শব্দ। ইংরেজি palanquin কিংবা palankeen শব্দটি ভারতীয় 'পাল্কী' শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন; আবার এই 'পাল্কী' শব্দটি হিন্দুস্তানী 'পালং' কিংবা সংস্কৃত 'পর্য্যাঙ্ক' থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ 'বিছানা'।

"তারা (কুহার অথবা পাল্কীবাহকগণ) এক শ্রেণীর পদাতিক ভৃত্য, যাদের সকলেই ভারতবাসী। তারা তাদের স্কন্ধে ভারী বোঝা নিয়ে পর্বত ও উপত্যকার ওপর দিয়ে চলে। তারা তাদের পাল্কী, সিংহাসন, চৌদোলা এবং ডুলি নিয়ে এমন নিরুদ্বেগে চলে যে এর অভ্যন্তরস্থ যাত্রী এর ঝাঁকুনিতে কোনো অসুবিধাই উপলব্ধি করে না। এ দেশে বহু পাল্কীবাহক রয়েছে। কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট বাহক দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশ থেকে এসেছে। দরবারে কয়েক হাজার বাহক রাখা হয়। প্রধান বাহকের বেতন ১৯২ পেনি থেকে ৩৮৪ পেনি পর্যন্ত। সাধারণ বাহকেরা ১২০ পেনি থেকে ১৬০ পেনি পর্যন্ত বেতন পেয়ে থাকে।" ('আইন-ই-আকবরী')

শাহাজাদা আ'যম কর্তৃক আফযল খানের নিকট প্রেরিত একটি ফরমানের কপি

১৮১নং পত্র[১]

সৈয়দ কামাল খান[২] পরলোকগমন করেছেন। এ ঘটনা সম্রাটকে অবগত করানোর জন্য প্রতিনিধির নিকট (তাকে আদেশ দিয়ে) লিখবেন। (পরলোকগত) কর্মচারীর অনুচরদের অবস্থা সম্রাটের (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের) নিকট খুবই স্পষ্ট। এনায়েতুল্লাহ্ খান[৩] প্রত্যেকটি কর্মচারীর ভালো কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত। মহাজ্ঞানী সম্রাট যাকে যোগ্য বলে বিবেচনা করেন তাকেই এ পদে নিয়োজিত করবেন। এ প্রদেশে এমন একজন কাশ্মিরবাসীও নেই, যাকে আমি নিযুক্ত করতে পারি এবং যার প্রতি এনায়েতুল্লাহ্ খান সন্তুষ্ট। এই আফগানের (অর্থাৎ পরলোকগত সৈয়দের) প্রাপ্য বকেয়া স্বভাবত কাগজেই থাকবে এবং তা গৃহীত হবে না। প্রদেশ থেকে কম রাজস্ব আদায় হবে এবং জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। আমি এনায়েতুল্লাহ্ খানের ভয়ের কথা এত বেশী পরিমাণে শুনেছি যে আমি এক টাকার স্থলে এক লক্ষ টাকাও গ্রহণ করব না। পরিবর্তন! পরিবর্তন! পরিবর্তন! (অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাপারে অবিরত পরিবর্তন চলছে)। (সরকারী) কাজকর্মে আল্লার এবং রাজার হাতে শাস্তি পাওয়ার ভয়ের শর্তের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কাজকর্মে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কোনো মন্ত্রীর উচিত নয়। মির তথা অবশ্যই লোনিতে[৪] আছে। মিরের কাজকর্মের প্রতি যাদের আস্থা আছে জনসাধারণকে উৎপীড়ণ করার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে বলপূর্বক টাকা আদায়ের জন্য 'জায়গির' অধিকার করে, আমি তাদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করিনি।

১. এই শেষ পত্রটি আওরঙ্গজেব কর্তৃক লিখিত হয়নি; ইহা শাহাজাদা আ'যম কর্তৃক আফযল খানের নিকট লিখিত, কিংবা বলা চলে পাঠানো হয়েছে।

২. দিল্লির খানের পুত্র। ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'খান' খেতাবে সম্মানিত হন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কামালউদ্দিন। তিনি ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর অবরোধের সময় আহত হন।

৩. দ্র. ১১৬নং এবং ১৬১নং পত্র।

৪. দিল্লির নিকটস্থ একটি শহর ও জেলা, যমুনা ও হিন্দনের মধ্যবর্তী দোয়াবে অবস্থিত।

